

শেখ হাসিনার  
উদ্যোগ  
ঘরে ঘরে  
বিদ্যুৎ



বার্ষিক প্রতিবেদন  
অর্থ বছর ২০১৬-১৭



বিদ্যুৎ বিভাগ  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



## বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ ভাদ্র ১৪২৪  
১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপর 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে বিগত সাড়ে আট বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভসহ ১৫ হাজার ৭৫৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১ হাজার ৫৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে।

২০০৯ সালে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৩ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা ২০০৯ সালের ৪৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ৪৫ লাখ সোলার হোম সিস্টেমের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি গ্রীড সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিদ্যুৎখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ১৬,২১৭ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধশালী উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার আওতায় ২০২১ সাল, ২০৩০ সাল এবং ২০৪১ সালের মধ্যে যথাক্রমে ২৪ হাজার, ৪০ হাজার এবং ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিবিড় তদারকিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে শিল্প-কারখানার বিস্তার, কর্মসংস্থান ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্যুৎখাতে অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে '২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য যৌক্তিকমূল্যে মানসম্মত বিদ্যুৎ' এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের তথা দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

  
শেখ হাসিনা



ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি  
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

## বার্তা

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে জনসাধারণের কাছে বিদ্যুতের সুফল পৌঁছে দেয়া একটি অন্যতম অঙ্গীকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আমরা ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিদ্যুৎখাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিগত ৮ বছরে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন হয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল জনগণকে বিদ্যুতের সুফল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সাফল্য অর্জন করেছে। ইনশাল্লাহ নির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। দেশে বিদ্যুৎ গ্রাণ্ড জনসংখ্যা ২০০৯ সালে ৪৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮০% এর উর্ধ্বে পৌঁছেছে। যার ফলে আপামর জনগণ এর সুফল ভোগ করছে। বিদ্যুতের এ অগ্রযাত্রায় বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদানও প্রশংসারযোগ্য।

বিদ্যুতায়ন দেশের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমর্থন দিয়ে আসছে। ফলে দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৭% উর্ধ্বে উন্নীত হয়েছে। যা পৃথিবীতে এক অনূকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

সারাদেশে নিরবচ্ছিন্ন এবং সুলভ মূল্যে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অর্জনে আমাদের আরো অনেক পথ যেতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানি বহুমুখীকরণের সাথে সাথে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বিভিন্ন সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। মাতারবাড়ী, পায়রা এবং মৈত্রী বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে সারাদেশে সুখম সম্ভালন অবকাঠামো তৈরি অত্যাবশ্যিক। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সশ্রয়ী হতে হবে। বিদ্যুতের কো জেনারেশন, ট্রাই জেনারেশন অর্জনের প্রযুক্তি সারাদেশে প্রসারিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে শেডা এবং বিইপিআরসিকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎখাতের অগ্রগতির প্রশংসাসহ এখাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর অনুশাসন দিয়ে আসছেন। আমি আশাকরি, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি এসব নির্দেশনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম





নসরুল হামিদ, এমপি  
প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ণী

বিদ্যুৎ বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সীমিত সম্পদ দিয়ে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের চাহিদার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কঠিন কাজ। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানিসহ নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানী সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের উপর ট্যাক্স মওকুফ, বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও সৌর বিদ্যুতের বিষয়টি বিধিৎ কোডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিদ্যুতের সিস্টেম লস ড্রাস, লোড ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সকল গ্রাহককে প্রি-পেমেন্ট মিটার সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যুৎখাতে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থা ও কোম্পানীসমূহের জন্য Key Performance Indicators (KPI) নির্ধারণ এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎখাতে আইসিটি পরিকল্পনা “আইসিটি রোড ম্যাপ” প্রণয়ন করা হয়েছে। তারই আলোকে বিদ্যুৎখাতে ডাটা সেন্টার ও সমন্বিত Enterprise Resource Planning (ERP) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের সকল তথ্যাদি এ প্রতিবেদনটিতে সংযোজিত হয়েছে। তথ্যভিত্তিক এ প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আদর্শ প্রতিবেদন হিসেবে সমাদৃত ও সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি, প্রকাশিতব্য এ বার্ষিক প্রতিবেদনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

নসরুল হামিদ, এমপি



ড.আহমদ কায়কাউস  
সচিব  
বিদ্যুৎ বিভাগ

## মুখবন্ধ

সরকারের বিদ্যুৎখাতের বিদ্যুৎ বিভাগের মুখ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অবহিত করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। প্রতিবেদনটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অর্জনসমূহ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বর্ণনা করা হয়েছে। সরকারের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিদ্যুৎখাতে উন্নয়নে সরকারের বিশদ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সম্যক চিত্র এ প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যাবে। এ প্রতিবেদন থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে বিশেষকরে বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষণাকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী, অগ্রহী ব্যক্তিসহ সকলে উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সরকার বিদ্যুৎখাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকার যথাযথ গুরুত্বারোপ করছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ৫৯ লক্ষে এবং বিতরণ লাইন ৪ লক্ষ ১ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ১৩.১০ শতাংশ হতে ০.৯১ শতাংশ ত্রাস পেয়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে দাঁড়িয়েছে ১২.১৯ শতাংশ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি খাত, বেসরকারি খাত, পিপিপি, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অফগ্রীড এলাকায় বর্তমানে সোলার হোম সিস্টেম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বায়ু থেকে বিদ্যুৎ আহরণের লক্ষ্যে উইন্ড ম্যাপিংসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জ্বালানি বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ সকল কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ক্রমান্বয়ে উন্নত দেশে পরিণত করতে বিদ্যুৎখাত যথাযথ ভূমিকা পালন করার জন্য বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিদ্যুৎখাতে উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে সরকারের “শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” অচিরেই এ উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হবে।

প্রতিবেদন প্রকাশনে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তথ্য সরবরাহ করে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। বিদ্যুৎ বিভাগ এ প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রস্তুত/প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিবেদনটি বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা প্রদান এবং মূল্যায়নে সহায়ক হবে।

ড.আহমদ কায়কাউস



# সূচিপত্র



❖ ভিশন ও মিশন	এক
❖ এক নজরে বিদ্যুৎখাতের অর্জন	পনের
❖ বিদ্যুৎ উৎপাদনে গৃহীত কার্যক্রম	০১
❖ বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ব্যবস্থা	১৩
❖ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা	১৯
❖ বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ	২৫
❖ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা	২৭
❖ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম	২৯
❖ বিদ্যুৎখাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম	৪১
❖ আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	৪৫
❖ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	৪৭
❖ মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫৩
❖ এডিপি বাস্তবায়ন	৫৭
❖ বিশেষ কার্যক্রম	৬১
❖ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ	৬৬
❖ পরিশিষ্ট	৬৭



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত মেলার শুভ উদ্বোধন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠান





# ভিশন ও মিশন



সিদ্ধিরগঞ্জ ২ X ১২০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট



মুজিবনগর, মেহেরপুর শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠান



১ মার্চ ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন





## ভিশন

যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

## মিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা।

## কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

### মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন
- বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের উন্নয়ন
- বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের উন্নয়ন
- বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠির আওতা সম্প্রসারণ

### আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
- কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
- তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন



## কার্যাবলি (Functions)

- বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সকল জনগোষ্ঠিকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনয়ন;
- বিদ্যুৎখাতের আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও হালনাগাদকরণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার বহুমুখীকরণ;
- বিদ্যুৎখাতে যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;
- পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
- বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম তদারকি;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি, জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সশ্রয় কার্যক্রমের উন্নয়ন; এবং
- প্রতিবেশি দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানি এবং হাইড্রো-পাওয়ার প্রকল্পের বিনিয়োগে অংশগ্রহণ।

## কর্মপরিকল্পনা

- ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছানো;
- ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;
- ২০২১ সালের মধ্যে মোট সঞ্চালন লাইন প্রায় ২১ হাজার সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন প্রায় ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা ও প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধন করা;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্পের সংস্থান করা;
- ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ন্যূনতম ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদন করা;
- ২০৪১ সালের মধ্যে আঞ্চলিক গ্রীডের মাধ্যমে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি নিশ্চিত করা;
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেজলোড কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ;
- সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে হ্রাস করা;
- পর্যায়ক্রমে সকল মিটার প্রি-পেইডে রূপান্তর;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% জ্বালানি অপচয় হ্রাস করা;
- গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি পৃথক সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন;
- কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বার্ষিক প্রশিক্ষণ ৬০ জনঘন্টায় উন্নীত করা।



## বিদ্যুৎ বিভাগের গঠন ও জনবল

বিদ্যুৎ বিভাগের উপর ন্যস্ত দায়িত্বাকী সম্পাদনের জন্য এ বিভাগে 'উন্নয়ন', 'প্রশাসন' ও 'পরিকল্পনা' অনুবিভাগ রয়েছে। উক্ত অনুবিভাগ ৩টির অধীনে ৭টি অধিশাখা রয়েছে এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ১৬টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/যুগ্ম-প্রধান; অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপসচিব/উপ-প্রধান এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের মোট জনবল ১০৬ জন। অনুমোদিত ১০৬ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ৮৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান ০১টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ০১টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৭টি, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ০৫টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ০৬টি এবং অফিস সহায়কের ৩টি সহ সর্বমোট ৩০টি পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে।

## বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

ক্র. নং	পদবী	সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১।	সচিব	০১	০১	০
০২।	অতিরিক্ত সচিব	০১	০৩*	০
০৩।	যুগ্ম-সচিব	০২	০৭*	০
০৪।	যুগ্ম-প্রধান	০১	০১	০
০৫।	উপসচিব	০৬	১২*	০
০৬।	উপ-প্রধান	০১	০১	০
০৭।	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	১৩	০৬	০৭
০৮।	সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান	০৩	০২	০১
০৯।	প্রোগ্রামার	০১	০১	০
১০।	সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০১	০
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	০
১২।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৪	১৩	০১
১৩।	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২	০৫	০৭
১৪।	হিসাব রক্ষক	০১	০১	০
১৫।	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৬	০১	০৫
১৬।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩	০৭	০৬
১৭।	কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	০
১৮।	ক্যাশিয়ার	০১	০১	০
১৯।	ক্যাশ সরকার	০১	০১	০
২০।	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	০১	০১	০
২১।	অফিস সহায়ক	২৫	২২	০৩
মোট		১০৬	৮৯	৩০

\* অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব ও উপসচিব পর্যায়ের ১৩ (তের) জন কর্মকর্তা সাংগঠনিক কাঠামোর অন্যান্য শূন্যপদের বিপরীতে কর্মরত রয়েছেন।

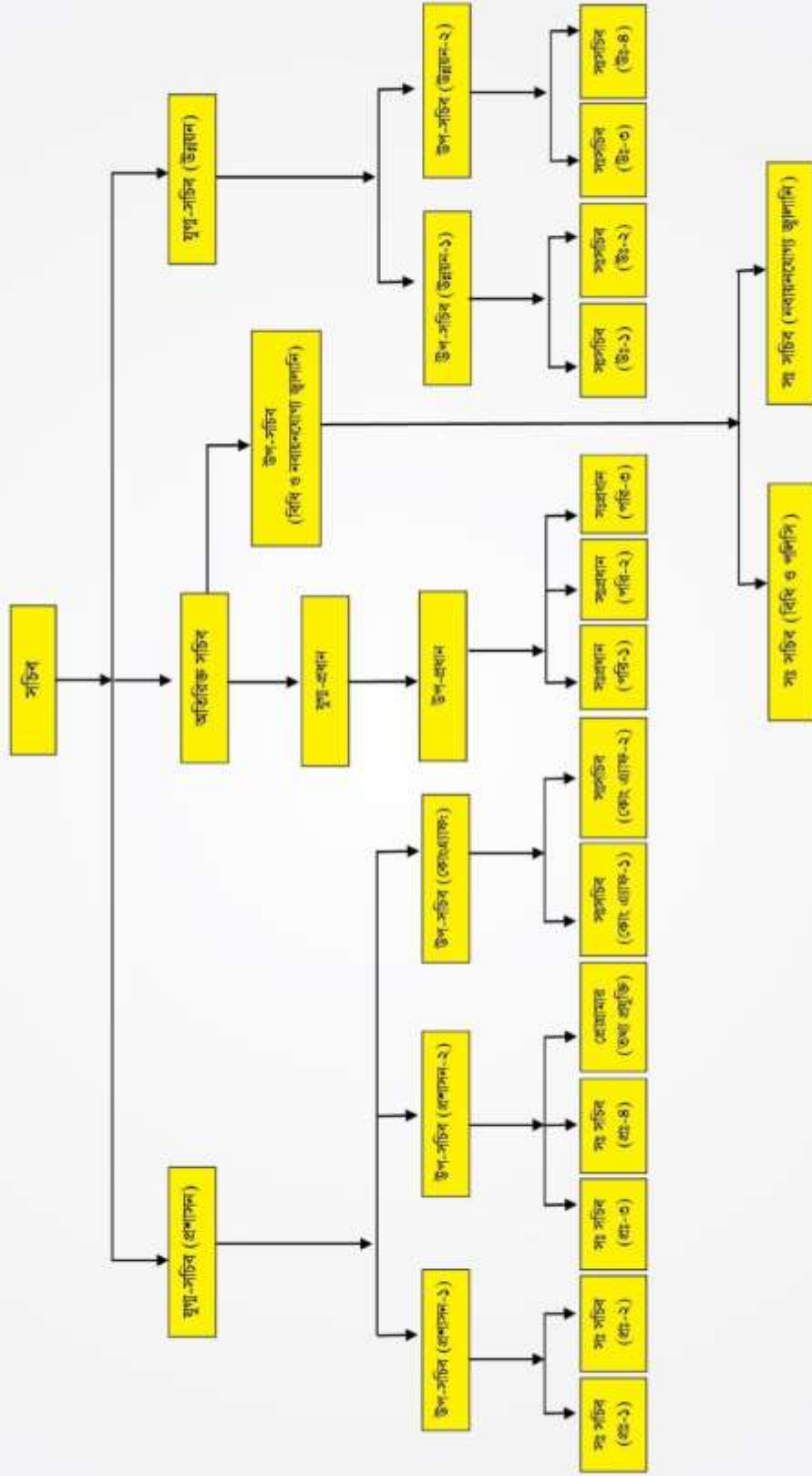
## বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিসংখ্যান





বিদ্যুৎ বিভাগ

সাংগঠনিক কাঠামো



বিদ্যুৎ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো



## বিদ্যুৎখাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওপাজেকো), রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) ও কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) বর্তমানে সরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) একক ক্রেতা হিসেবে বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের এবং পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লিঃ, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিঃ বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করলেও সাউথ জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (সাজোপাডিকো) এখনও বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে নাই। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও তদারকিকরণের জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও জ্বালানি নিরীক্ষণ বিষয়সমূহ তদারকি করা হয়। এছাড়া পাওয়ার সেল বেসরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রস্তুত (ওফফবচবহফবহঃ চড়বিঃ চৎড়লবপঃ) প্রক্রিয়াকরণ, এ খাতের পারফরমেন্স মনিটরিং, ট্যারিফ, সংস্কার কার্যক্রম ও বিদ্যুৎখাতের অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে ও নীতি প্রণয়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

## বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানিসমূহ

- বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (www.eprc.gov.bd);
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) (www.sreda.gov.bd);
- বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর (www.eacei.gov.bd);
- পাওয়ার সেল (www.powercell.gov.bd);
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) (www.bpdb.gov.bd);
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো) (www.reb.gov.bd);
- ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ (www.dpdc.org.bd);
- ঢাকা পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ (www.desco.org.bd);
- ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লিঃ (www.wzpdcl.gov.bd);
- ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ (www.egcb.com.bd);
- পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ (www.pgcb.org.bd);
- আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল) (www.apscl.com);
- রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) (www.rpcl.org.bd);
- নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (নওপাজেকো) লিঃ (www.nwpgcl.org.bd);
- কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ (সিপিজিসিবিএল) লিঃ (www.cpgcbl.gov.bd);
- নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিঃ (www.nesco.gov.bd);

## বিদ্যুৎখাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো





## পাওয়ার সেল

বিদ্যুৎখাত সংস্কার সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় “পাওয়ার সেল” গঠন করা হয়। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বয়যোগ্য নতুন আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা হালনাগাদকরণ, বিদ্যুৎখাত সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকীকরণ, বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত দরপত্র দলিল ও সিকিউরিটি প্যাকেজ প্রণয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎখাতে উন্নয়নে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনা, আইসিটি ও ই-গভর্নেন্সসহ যাবতীয় কারিগরি বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রম তদারকীকরণসহ পারফরমেন্স মনিটরিং এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পাওয়ার সেলের উপর অর্পণ করা হয়।

## উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব

- বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বয়যোগ্য নতুন আইন/বিধি/নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎখাতের সকল নীতিমালা হালনাগাদকরণ;
- বিদ্যুৎখাতের সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও নতুন কোম্পানি গঠনে সহায়তা প্রদান;
- বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দরপত্র প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
- বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশ্লেষণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বেসরকারি খাতের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা ও অগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ, পর্যালোচনা ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎখাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, পেপার লেস অফিস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যুতের দক্ষ ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম সনাক্তকরণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎখাতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যুৎখাতের পারফরমেন্স সঠিকভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- এনার্জি অডিটিং নিশ্চিতকরণ;
- বিদ্যুৎখাত সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

## বিগত এক বছরে পাওয়ার সেলের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বিদ্যুৎ আইন, ২০১৭ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎখাতে সমন্বিত আইসিটি উন্নয়নে প্রণীত “ICT Road Map for Bangladesh Power Sector” বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
- বাংলাদেশ পাওয়ার প্ল্যান্ট মেইনটেনেন্স কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে Memorandum of Article (MOA) এবং Article of Association (AOA) প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভার জন্য প্রস্তুতকৃত Software নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- অডিট বিষয়ক সফটওয়্যার হালনাগাদকরণ;
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের জন্য ৭জন (ব্যক্তি) পরামর্শক নিয়োগ;
- বিদ্যুৎখাতের জন্য কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট (বিপিএমআই) গঠনের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ;
- Pre-paid Metering System -এর Third Party Vending Service Provider নিয়োগের EOI, TOR এবং RFP প্রণয়ন;
- Pre-paid Meter ক্রয়ের জন্য Standard Tender Document (STD) প্রণয়ন;
- বিআরইবির Computerized Integrated Financial Management Information System শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য Individual Consultant নিয়োগ;
- Development and Implementation Support for Bangladesh Efficient Lighting Transformation Program শীর্ষক কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ;





- বিআরইবি'র UREDS/DCSD প্রকল্পের Reliability Study এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ ও বাস্তবায়ন;
- পেট্রোবাংলার Gas Sector Master Plan (GSMP) যুগোপযোগীকরণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ;
- বিউবো'র আওতাধীন ঘোড়াশাল ইউনিট ৪ রিপাওয়ারিং প্রকল্পের Owner's Engineer নির্বাচনের জন্য International Procurement Expert হিসেবে নিয়োজিত পরামর্শকের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- পেট্রোবাংলার Model Production Sharing Contract (PSC) এর কারিগরি ও আর্থিক বিষয়াদি যুগোপযোগীকরণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ;
- বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে চিটাগাং পাওয়ার কোম্পানি কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ, পাইপ লাইন স্থাপন, কয়লা লোডিং ও আপলোডিং কার্যক্রম সম্পন্নের অনুমোদন গ্রহণ এবং বিউবো'র সাথে PPA চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান;
- "Digitalization of SREDA" শীর্ষক কাজে সহায়তাকরণ;
- Customer Satisfaction Survey সমীক্ষার কাজ বাস্তবায়ন;
- বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের পারফরমেন্স উন্নয়নের লক্ষ্যে কেপিআই স্বাক্ষর ও তদারকিকরণ;
- বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সিস্টেম লস ট্রাস এবং বকেয়া আদায় তদারকিকরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের Transformer Specification Standardization এবং Transformer পোড়া রোধের লক্ষ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- "Reliability Study of Bangladesh Power Grid System" শীর্ষক সমীক্ষা সম্পন্নকরণ;
- "Feasibility Study of Enhancement of strengthening of power Network in Eastern Region of PGCB" শীর্ষক কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ এবং কাজ চলমান;
- সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাবের জন্য Cumulative Environmental Impact Assessment (CEIA) সম্পন্নকরণ;
- পেট্রোবাংলার FSRU প্রকল্পের "Import and Top Supervision" কাজের জন্য LNG Expert আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য Legal Expert নিয়োগ ;
- নেপাল হতে বিদ্যুৎ আমদানি কাজে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) কে আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য Legal Expert নিয়োগ;
- বিউবো'র আওতাধীন ঘোড়াশাল ইউনিট-৬ প্রকল্পের "Detailed Residual Life Assessment" শীর্ষক সমীক্ষা সম্পন্নকরণ;
- পিজিসিবি'র ইসিজিএসটিএল প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সঞ্চালনের লাইনের "Assessment of Compensation and Preparation of Resettlement Action plan (RAP)" এর সমীক্ষা কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- পিজিসিবি'র Enhancement and strengthening of power Network in Eastern Region of PGCB" শীর্ষক প্রকল্পের "Preparation of RAP" শীর্ষক সমীক্ষা কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- বাপবিবোর্ডের URES/DCSD প্রকল্পের "Assessment of Compensation and Preparation of RAP for Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of 33kv River Crossing" শীর্ষক সমীক্ষা কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- Environmental and Social Advisory to Conduct Initial Environmental Examination (IEE) and Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the Proposed onshore LNG Impact and Regasification Terminal of Moheshkhali, Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- Technical Advisory to carry out site study and Basis of Design for the Proposal onshore LNG Impact and Regasification terminal of Moheshkhali, Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ
- সোশ্যাল মিডিয়ায় মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের অগ্রগতি তুলে ধরা এবং জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" শীর্ষক কার্যক্রম।

### বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯১০ সালের ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট এর ৩৬ ধারা বলে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের সৃষ্টি হয়। এলক্ষ্যে ১৯৩৭ সালের বিদ্যুৎ বিধিমালার ৬২ ও ৭৯ নং বিধি মোতাবেক শিল্প কল-কারখানাসহ সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানসহ ৪৯(৫) বিধি মোতাবেক উচ্চ ও মধ্যম চাপের পুরাতন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনাসমূহ খণ্ডকালীন পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এ দপ্তরের অন্যতম কাজ। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিধিমালার ৪৮(১) বিধি মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণকরত বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদেরকে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল কার্যাবলি সৃষ্টিভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে এ দপ্তর নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (সরকারি রাজস্ব) উপার্জন করে থাকে।





### রূপকল্প (Vision):

বিদ্যুৎ সম্বলন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

### অভিলাক্ষ্য (Mission):

জন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিল্প কল-কারখানাসহ সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাঁদের অনুকূলে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিউসি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট ইস্যুকরণ।

### কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

দক্ষ বৈদ্যুতিক কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি চিহ্নিত করা।

### কার্যাবলি (Functions) :

- (১) সমগ্র বাংলাদেশের আবাসিক/এম্পাটমেন্ট ভবন/বাণিজ্যিক ভবন/শিল্প কল কারখানায় ৫০ কিঃওঃ বা তদুর্ধ্ব বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যম ও উচ্চচাপের নতুন বৈদ্যুতিক স্থাপনা, উপকেন্দ্র ও লাইনসমূহ পরিদর্শন ও পরীক্ষা নিরীক্ষায়ে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতঃ উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন প্রদান;
- (২) প্রতিটি শিল্প কল কারখানার বৈদ্যুতিক স্থাপনায় জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতি ২(দুই) বছর অন্তর অন্তর পরিদর্শন;
- (৩) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার রিপোর্টের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (৪) ইউটিলিটিসমূহের সাথে গ্রাহকগণের এনার্জি মিটার সংক্রান্ত সৃষ্টি যে কোন বিরোধ ইলেকট্রিসিটি এজেন্টের ২৪ ও ২৬ ধারা মোতাবেক সুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন;
- (৫) নতুন সিনেমা হলের বিদ্যুৎ সংযোগের ছাড়পত্র প্রদান ও প্রদর্শনী লাইসেন্স জারির সুপারিশ করা;
- (৬) সরকার কর্তৃক গঠিত বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড কর্তৃক বৈদ্যুতিক ঠিকাদার প্রকৌশলীবৃন্দ ও ইলেকট্রিশিয়ানদেরকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিউসি সার্টিফিকেট ও ইলেকট্রিশিয়ানদের কারিগরি পারমিট প্রদান এবং প্রতি বছর নবায়ন;
- (৭) পরিদর্শন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে সরকারের নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (সরকারি রাজস্ব) উপার্জন করা।

### সেবাভিত্তিক সাফল্য :

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর কর্তৃক রেগুলেটরী কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সেবা প্রদানের অগ্রগতি নিম্নেবর্ণিত ছকে দেখানো হলো:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৪-১৫ অর্থ বছর	২০১৫-১৬ অর্থ বছর	২০১৬-১৭ অর্থ বছর	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর এর তুলনায় ২০১৬- ২০১৭ অর্থ বছরে অগ্রগতির হার (%)
১।	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন জারি	২৭০৯	২৭৪৩	৩৩০৭	(+) ২০.৫৬%
২।	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স জারি	৪৫৩	৮৫৮	৬৯২	(-) ১৯.৩৪%
৩।	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট জারি	৫৬৬	৮৯৮	৯৮৭	(+) ৯.৯১%
৪।	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট জারি	২২৫৪	২৮২২	৫২০৮	(+) ৮৪.৫৪%
৫।	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন	৩১৫৩	৩২৩৭	৩৬৪৮	(+) ১২.৭০%
৬।	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট নবায়ন	৪১৯৪	৪২২১	৪৫০৮	(+) ৬.৮০%
৭।	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট নবায়ন	১৫৪৩	২৬৪৭	৪১৮৮	(+) ৫৮.২২%



### আর্থিক সাফল্য

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রতি বছর অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করে আসছে। বিগত ৩(তিন) বছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা, প্রকৃত রাজস্ব আয়ের বিবরণী এবং লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কি পরিমাণ অধিক রাজস্ব আয় সম্ভব হয়েছে তা নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

অর্থ বছর	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রাজস্ব আয়	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অধিক আয়ের পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অর্জনের শতকরা কত ভাগ (কম/বেশি)
২০১৪-২০১৫	১,৮৯,২৭,০০০.০০	২,৮২,৩৫,০০০.০০	(+) ৯৩,০৮,০০০.০০	(+) ৪৯.১৭%
২০১৫-২০১৬	৮,১৫,০০০০০.০০	৮,৪২,৫৮,৪৩৮.০০	(+) ২৭,৫৮,৪৩৮.০০	(+) ৩.৩৮%
২০১৬-২০১৭	৮,৪৭,৫৫,০০০.০০	১০,৩০,৪০,০০০.০০	(+) ১৮,২৮,৫০০০.০০	(+) ২১.৫৭%

### চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

এ দপ্তরের কার্যক্রমের উপর সামগ্রিক একটি ডাটাবেইজ তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডাটাবেইজে রূপান্তর করে স্থায়ীভাবে ডাটা/রেকর্ড সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ সকল কাজ সম্পাদন করা হলে একদিকে যেমন অত্র দপ্তরের লাইসেন্সিংসহ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের গ্রাহকের আবেদন অনলাইনে গ্রহণপূর্বক অনলাইনে অনুমোদনপত্র প্রদান করা সম্ভব হবে, অপরদিকে এ দপ্তরের লাইসেন্সিং কার্যক্রমও পর্যায়ক্রমে ডিজিটলাইজ করা যাবে। এতে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে।

## টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)

বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাস এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমাগত হ্রাস করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ও প্রসার, জ্বালানি সংরক্ষণ ও এর দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানির অপচয় রোধকল্পে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত ২০১২ সালের ৪৮নং আইনের মাধ্যমে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) গঠিত হয়। স্রেডার উপর অর্পিত দায়িত্বাবলি সৃষ্টিভাবে সম্পাদনের জন্য পাঁচটি উইং-‘প্রশাসন’, ‘নবায়নযোগ্য জ্বালানি’, ‘জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ’, ‘নীতি ও গবেষণা’ ও ‘অর্থ’ উইং গঠন করা হয়েছে। অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রথম শ্রেণির ২৩টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ৫টি, তৃতীয় শ্রেণির ২৪টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ০৯ টিপদসহ মোট ৬১টি পদ বিদ্যমান। মোট ৬১ পদের বিপরীতে বর্তমানে ৫১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্মরত আছেন। ইতোমধ্যে শূণ্য পদ পূরণে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রেষণে/সংযুক্তিতে কর্মকর্তা/কর্মচারি পদায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

### রূপকল্প

একটি জ্বালানি সচেতন সমাজ গড়ে তোলা।

### অভিলক্ষ্য

জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর জোর প্রদান, জ্বালানি সাশ্রয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নতুন সম্ভবনাময় টেকসই জ্বালানি ক্রমাগত অনুসন্ধান।





## প্রধান কার্যাবলি

- সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমন্বয়;
- টেকসই জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহের যথাযথ ব্যবহারে সহযোগিতা করা;
- নতুন নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার এবং এর সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ;
- বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতার জন্য সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি;
- আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ।

## কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, বায়োগ্যাস এবং জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি নবায়নযোগ্য ও নতুন জ্বালানি উৎস থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ন্যূনতম ১০৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রমের সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২০১৮ সালের মধ্যে ন্যূনতম ৩% বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় ;
- মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ২০১৮ সালের মধ্যে শ্রেণির নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাকে দক্ষ জনবল হিসেবে তৈরি ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে ২০১৮ সালের মধ্যে ৬৪ জেলায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ।

## শ্রেণীর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ।

## ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি আইন, বিধি ও নীতিমালা সংক্রান্ত

- Energy Efficiency and Conservation Master Plan upto 2030 এবং Action Plan for Energy Efficiency and Conservation 2016 প্রণয়ন;
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন;
- Energy Audit Regulation এর ঋসড়া প্রণয়ন;
- Country Action Plan for Clean Cook Stove প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- "Bangladesh National Building Code" এ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়কবিধান অন্তর্ভুক্তকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রীন ইনিস্টিটিভে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য SREP (Scaling-up Renewable Energy Project) Investment Plan প্রণয়ন ।

## জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক

- Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করণ;
- ৫১টি জ্বালানি দক্ষ পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে স্বল্পসুদে রি-ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা চালুকরণ;
- বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণের মধ্যে প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েস্ট হিট রিকোভারি ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম শুরুকরণ;



- বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার রাস্তার সড়কবাতি দক্ষ এলইডি বাতি দ্বারা প্রতিস্থাপন;
- জ্বালানি সাশ্রয়ী চলার ০৭ টি মডেল উদ্ভাবন এবং ২৯,৩১,০০০টি উন্নত চুলা বিপণন;
- উন্নত প্রযুক্তির চালকল সম্প্রসারণে এ যাবৎ প্রায় ৭৫টি Improved Rice Parboiling System স্থাপন।

### নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক

- সোলার পার্ক ও রসালার রুফটপ সিস্টেমের জন্য বেষমার্ক ট্যারিফ প্রণয়ন;
- সোলার রুফটপ স্থাপনে বাণিজ্যিক মডেল প্রণয়ন;
- টিআর/কাবিখা/কাবিটা প্রোগ্রামের অধীনে সোলার সিস্টেম স্থাপন;
- ২০১৫-২০৩০ সাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- প্রায় ৪৫ লক্ষ Solar Home System (SHS) স্থাপন;
- ৪৫০০০টি ক্ষুদ্র বায়োগ্যাস প্র্যান্ট স্থাপন, ৩২টি বৃহৎ বায়োগ্যাস প্র্যান্ট হতে ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- ৪৪১টি সৌর সেচ পাম্প স্থাপন এবং ২টি সোলার চার্জিং স্টেশন স্থাপন;
- ৮টি মিনি গ্রিড স্থাপনসহ ইতোমধ্যে ২০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার নবায়নযোগ্য জ্বালানি (জল বিদ্যুৎ ব্যতীত) স্থাপনা নির্মাণ;
- বাংলাদেশের প্রথম Central Renewable Energy Database প্রস্তুত এবং পুস্তিকা প্রকাশনা।

### ইনোভেশন ও আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা

- বায়োমেট্রিক (ফিঙ্গার প্রিন্ট) অথবা ডিজিটাল (প্রক্সিমিটি কার্ড) অ্যাটেনডেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে শ্রমিকদের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতির রেকর্ড সংরক্ষণ;
- এমপ্লয়ী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় তথ্য অনলাইনে সংরক্ষণ করা;
- বিপ্ল ও বেতন-ভাতাদি প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালনা করা;
- ডিজিটাল অফিস গড়ার লক্ষ্যে নোটিশ, অফিস আদেশ, সভার কার্যবিবরণী ইত্যাদি এফটিপি, ই-মেইল ও ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা;
- সকল ডাক ও নথি আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজসমূহ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা;
- ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং তিনটি উদ্ভাবনমূলক ধারণা প্রণয়ন।

### অন্যান্য

- ❖ স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার পাঠ্যপুস্তকে “জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ” বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ❖ “জ্বালানি সাশ্রয়ে সচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম” চালুকরণ;
- ❖ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় সচেতনতা সৃষ্টি;

### বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল

- ❖ গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উৎকর্ষতা আনয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫ এর মাধ্যমে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইনোভেশন, ইনকিউবেশন এবং এন্ট্রাপ্রণারশীপ (I2E) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাউন্সিল বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- ❖ কাউন্সিল সরাসরি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে না। কাউন্সিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানসহ উক্ত গবেষণা কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করে।





- ❖ বর্তমানে কাউন্সিল বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত ৬টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে।  
ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে-
  - Responsible Energy Conservation
  - Energy Efficiency and Demand Management
  - Renewable Energy
  - Conventional Energy
  - Transmission & Distribution – Integration and Infrastructure
  - Energy, Environmental and Socio-economic Impact Analysis
- ❖ কাউন্সিল সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং গোল টেবিল বৈঠকের মাধ্যমে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণার সম্ভাব্যতা নিরূপণ এবং উক্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে অধিক সংখ্যক গবেষকদেরকে গবেষণা কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করছে। ইতোমধ্যে কাউন্সিল তরুণ গবেষকদের গবেষণা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এসাব) এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল এ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ০৩টি গবেষণা প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে:
  - বিদ্যুতায়নের বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং কাউন্সিল এর যৌথ উদ্যোগে Opinion Survey on Power Supply to households-2016 এর জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
  - Solar Irrigation system Gi mvicvm electricity জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (ইপিআরসি) এবং IDCOL যৌথভাবে "Maximum Energy Utilization of Solar Irrigation and Develop Sustainable Business Model with Remote Monitoring and Payment Gateway for the Off-Grid Areas of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।
  - সৌর শক্তিকে বাসা-বাড়িতে রান্নার কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল এর অর্থায়নে BCSIR কর্তৃক গৃহীত "Design and Optimization of Parabolic Reflector type Solar Cooker for Indoor Application" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।





হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট কন্ডাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে ফিড ওয়াটার পাম্প মোটর বিয়ারিং মেরামত



সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্টে মেইন্টেন্যান্সের জন্য টারবাইন আপার কেসিং উইথড্রয়াল







## এক নজরে বিদ্যুৎখাতের অর্জন



ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র





### বিদ্যুৎখাত: উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বগতি, শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়নে দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। বিদ্যুতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১৫৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। ফলে দেশের স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভসহ ১৫,৭৫৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যুৎখাতের সফলতায় লক্ষণীয় বিষয় হলো বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা। এছাড়া মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের অগ্রগতি প্রতীয়মান হয়। নিম্নে এক নজরে এক বছরে বিদ্যুৎখাতের অর্জন দেখানো হলো:

বিষয়		২০১৬	২০১৭	অর্জন
উৎপাদন ক্ষমতা*	মেগাওয়াট	১৪,৫৬৫	১৫,৭৫৫	১,১৯০**
সর্বোচ্চ উৎপাদন	মেগাওয়াট	৯,০৩৬	৯,৪৭৯	৪৪৩
মোট সঞ্চালন লাইন	সার্কিট কি. মি.	৯,৮৯৩	১০,৪৩৬	৫৪৩
গ্রিড সাব-স্টেশন ক্ষমতা	এমভিএ	২৬,৬৯০	৩০,৯৯৩	৪,৩০৩
সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	%	৭৬%	৮০%	৪%
মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন	কি.ও. আওয়ার	৪০৭	৪৩৩	২৬
গ্রাহক সংখ্যা	লক্ষ	২১৮	২৫৯	৪১
মোট বিতরণ লাইন	কি. মি	৩ লক্ষ ৫৭ হাজার	৪ লক্ষ ১ হাজার	৪৪ হাজার
পল্লী বিদ্যুতায়নের আওতায় বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	টি	৫৮ হাজার ৫ শত	৬৬ হাজার ৯ শত	৮ হাজার ৪ শত
সেচ সংযোগ	টি	৩ লক্ষ ৭৮ হাজার	৩ লক্ষ ৭৮ হাজার	-
নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন	মেগাওয়াট	২০২	২১৬	১৪
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ	কোটি টাকায়	১৬,২১৭ (২০১৬-১৭)	২২,৮৮৫ (২০১৭-১৮)	৬,৬৬৮
সামগ্রিক সিস্টেম লস	%	১৩.১০%	১২.১৯%	০.৯১%

\* ক্যাপটিভসহ

\*\* বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবসর বিবেচনায়



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মেলা ২০১৬ পরিদর্শন





# বিদ্যুৎ উৎপাদনে গৃহীত কার্যক্রম



হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র



## ১.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে মেয়াদভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, তরল জ্বালানি, ডুয়েল-ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নিউক্লিয়ার এনার্জিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে রোড-শো আয়োজন, দাতা সংস্থাসমূহের সাথে সভা, যুগোপযোগী আইন/নীতিমালা প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে স্বচ্ছতা আনয়নসহ বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে বিদ্যুতের ঘাটতি জনিত সমস্যার সমাধানসহ এ খাতের ধারাবাহিক বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।



সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট কন্ডাইভ সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস বুস্টার কম্প্রসর

২০২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাল	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সরকারি খাত (মেগাওয়াট)	১৪৬৪	১৪৪৯	২৬৪৫	১৩৮৫	২৮০৫	৯৭৪৮
বেসরকারি খাত (মেগাওয়াট)	৩৮৫	৮০৩	২৪৫৪	২০২৯	১৪৬৪	৭১৩৫
মোট (মেগাওয়াট)	১৮৪৯	২২৫২	৫০৯৯	৩৪১৪	৪২৬৯	১৬৮৮৩

## ১.১ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনা করে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় ২০৪১ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩৫% কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকারি/জয়েন্ট ভেঞ্চার/আইপিপি/পিপিপি খাতে দেশীয় উৎপাদিত/আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।







বিদ্যুৎ কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্মরত শ্রমিক

## ১.২ পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান

২০০৯ সালে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা পিএসএমপি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে তারই ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত বাস্তবতায় মহাপরিকল্পনাটি আরো হালনাগাদকরণের অংশ হিসেবে পিএসএমপি ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

### ১.২.১ পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৬

উন্নয়ন সহযোগি জাইকার অর্থায়নে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি)-২০১০' হালনাগাদ করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে খসড়া পিএসএমপি-২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে।

### ১.২.২ বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

সাল	মেগাওয়াট
২০২১	২৪,০০০
২০৩০	৪০,০০০
২০৪১	৬০,০০০

বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা



বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা





### ১.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ২০২০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ২০০০ মেগাওয়াট পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ২১৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। ২০২১ সাল নাগাদ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ২,৯১৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

### ১.৪ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন পরিকল্পনা

সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে বহুমুখী জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমন্বয়যোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

### ১.৫ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদি মহাপরিকল্পনায় আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রায় ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। ৪০০ কেভি সম্মিলন লাইন ও ভেড়ামারা HVDC বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণপূর্বক ৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। ২৩ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী. নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিতীয় গ্রিড আন্তঃসংযোগ উদ্বোধনের মাধ্যমে ত্রিপুরা (ভারত) হতে কুমিল্লা (দক্ষিণ) উপকেন্দ্রে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয়েছে। ভারত হতে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাপানের সহযোগিতায় কয়লাভিত্তিক মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।



পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট আন্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের MOU স্বাক্ষর অনুষ্ঠান





### ১.৬ পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ১৫/২৫ বছরের পুরাতন ও অদক্ষ বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং, সিম্পল সাইকেল হতে কন্সট্রাক্ট সাইকেলে রূপান্তর এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে সংস্কার/পুনর্বাসনের পাশাপাশি কেন্দ্রগুলোর জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় সিম্পল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কন্সট্রাক্ট সাইকেলে রূপান্তরের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



কয়লা সংগ্রহে প্রাথমিক জেটি

### ১.৭ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির ব্যবহার

বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার দরের পরিবর্তনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে উৎপাদন ব্যয় এবং বিদ্যুৎ ট্যারিফের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কোন প্রকার জ্বালানি হতে কী পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি পণ্যের প্রাপ্যতাও বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলকে প্রভাবিত করে।

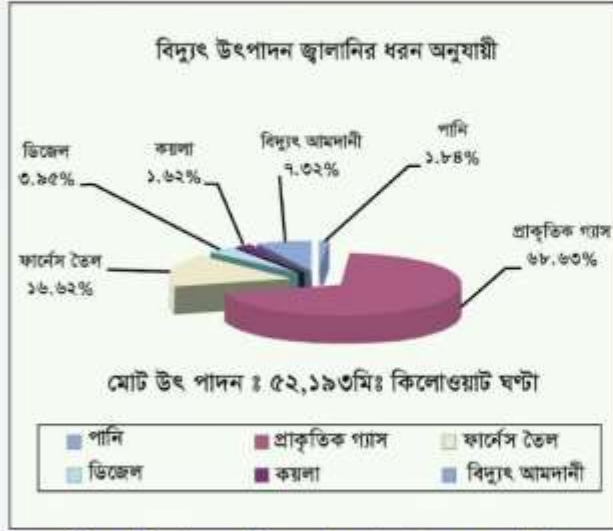
একইসাথে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি প্রাপ্যতা এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর বিবেচনা করে জ্বালানি বৈচিত্র্যকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ক্রমাগত বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৬৬% শতাংশ গ্যাস হতে উৎপাদিত হচ্ছে, যা ২০০৯ সালে ছিল ৮৯ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি ব্যবহারের হার (%) দেখানো হলো:

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (মি.কি.ও.ঘ.)	গ্যাসভিত্তিক	কয়লাভিত্তিক	অন্যান্য জ্বালানিভিত্তিক	পানিভিত্তিক	আমদানিভিত্তিক
২০০৮-০৯	২৬,৫৩৩	৮৮.৪৪	৪.০২	৫.৯৩	১.৬১	--
২০০৯-১০	২৯,২৪৭	৮৯.২১	৩.৫৩	৪.৭৬	২.৫০	--
২০১০-১১	৩১,৩৫৫	৮২.১২	২.৪৯	১২.৬১	২.৭৮	--
২০১১-১২	৩৫,১১৮	৭৯.১৫	২.৫২	১৬.১৩	২.২১	--
২০১২-১৩	৩৮,২২৯	৭৮.১২	৩.০২	১৬.৫১	২.৩৪	--
২০১৩-১৪	৪২,১৯৫	৭২.৪২	২.৪৬	১৮.৩৫	১.৩৯	৫.৩৭
২০১৪-১৫	৪৫,৮৩৬	৬৯.৪৪	২.০৫	১৯.৯০	১.২৩	৭.৩৭
২০১৫-১৬	৫২,১৯৩	৬৮.৬৩	১.৬২	২০.৫৭	১.৮৪	৭.৩২
২০১৬-১৭	৫৭,২৭৬	৬৬.৪৪	১.৭৬	২১.৯৬	১.৭১	৮.১৩

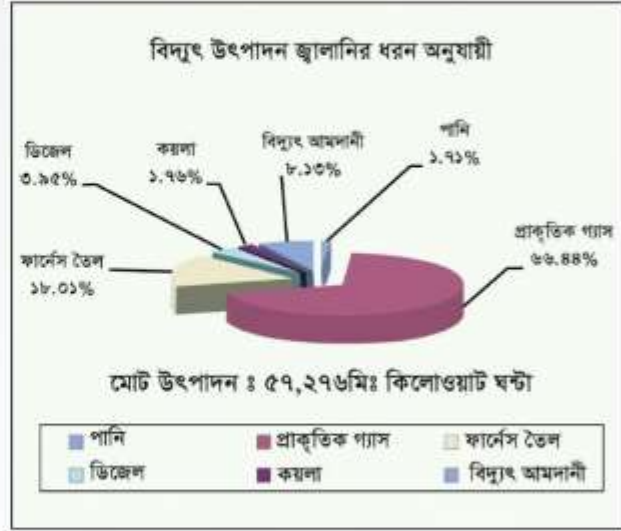
বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার



জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থবছর ২০১৫-১৬



জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থবছর ২০১৬-১৭



১.৮ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

সরকার ২০০৯ সাল থেকে থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৮,১৫১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৯৫টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ৬,৪১৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রের ধরণ	বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	৪০	৯৯১৭
রেন্টাল	২০	১৬৫৩
আইপিপি	৩৫	৬৫৮১
মোট	৯৫	১৮,১৫১

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	৮	২,০৭৩
বেসরকারি	২৭	৪,৩৪০
মোট	৩৫	৬,৪১৩

দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র

জানুয়ারি ২০০৯ সাল হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৮,৩৭৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৮৪টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নিম্নে বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষমতা দেখানো হলো:

সাল	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	জুন ২০১৭	মোট
ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	৬৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১১৩২	৭৪৬	৮,৩৭৮
বিদ্যুৎ আমদানি	০	০	০	০	৫০০	০	০	১০০	০	৬০০
মোট	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	১১৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১২৩২	৭৪৬	৮,৯৭৮







### বছরভিত্তিক জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সংযোজন

#### ১.৯ পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ৮৫২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৭টি বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

বিদ্যুৎকেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
পায়রা ১৩২০ (২x৬৬০) মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্রায়ন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৩২০	সিপিজিসিবি এল	ডিসেম্বর ২০২০	ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১২০০	বিপিডিবি	জুন, ২০২৪	পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
পেকুয়া ২x৬০০ মেগাওয়াট আন্ড্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১২০০	ইজিসিবি	জুন, ২০২৫	Feasibility Study কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (JV of BPDB & TNB-PTB, Malaysia)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (মালেশিয়া)	জুন, ২০২৬	২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে BPDB এবং TNB-PTB এর মধ্যে JVA স্বাক্ষর হয়েছে।
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & SEPCO, China)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	জুন, ২০২৬	২৭ জুন ২০১৬ তারিখে BPDB এবং SEPCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (JV of BPDB & CHDHK, China)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	ডিসেম্বর, ২০২৬	২৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে BPDB এবং CHDHK এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (JV of BPDB & KEPSCO, South Korea)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (দক্ষিণ কোরিয়া)	জুন, ২০২৭	১৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে BPDB এবং KEPSCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
<b>মোট</b>	<b>৮৫২০</b>			

পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প



### ১.১০ নিউক্লিয়ার এনার্জিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

### ১.১১ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য, বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট), পায়রা, পটুয়াখালি ১৩২০ মেগাওয়াট, মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, খুলনা ৬৩০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (এসএস পাওয়ার-১), চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (এসএস পাওয়ার-২), ঢাকা ৬৩৫ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প, বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সরকারি ও বেসরকারিভাবে মোট ৫,৯২৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম চলেছে।

মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঢাকা ২৮২ মেঃ ওঃ প্রকল্প, চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ), বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াটসহ মোট ২০৭১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে।

#### ১.১১.১ নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৫৯২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিম্নে উল্লিখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	২৭৫	বিপিডিবি	কয়লা	জুন, ২০১৮	অগ্রগতি: ৭০%
পায়রা, পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	CPGCBL (JV of NWPGL & CMC, China)	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০১৯	অগ্রগতি: ২০%
বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India)	আমদানিকৃত কয়লা	মার্চ, ২০২১	অগ্রগতি: ২৪-০৪-২০১৭ তারিখে NTP (Notice To Proceed) ইস্যু করা হয়েছে।
মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২১	<ul style="list-style-type: none"> <li>অগ্রগতি: ৩%</li> <li>Financial Closing হয় নাই</li> <li>EIA অনুমোদিত</li> </ul>
খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬৩০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২১	অগ্রগতি: ৩%
ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	৬৩৫	ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০২১	অগ্রগতি: ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে GE, USA এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	৬১২	এসএস পাওয়ার-১	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	নৌ-কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোম্পানির মাধ্যমে মার্চ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	৬১২	এসএস পাওয়ার-২	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	নৌ-কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোম্পানির মাধ্যমে মার্চ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
<b>মোট</b>	<b>৫৯২৫</b>				

নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র







আগুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

### ১.১১.২ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দরপত্র প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক ২,০৭১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২০০	সিপিজিসিএল	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২২	Pre-Qualified Bidder এর নিকট Bidding Document প্রেরণ করা হয়েছে।
ঢাকা ২৮২ মেঃওঃ প্রকল্প	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০৭	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	২২/০২/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
<b>মোট</b>	<b>২০৭১</b>				

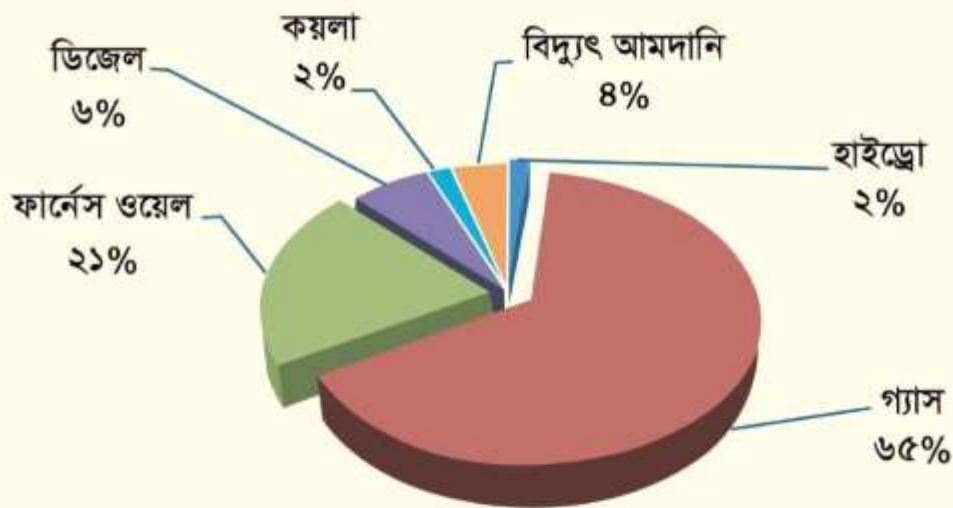


১.১২ জ্বালানি ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০১৭ সালে জ্বালানি ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে দেখানো হলো :

জ্বালানির ধরণ ও আমদানি	সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা
হাইড্রো	১	২৩০
গ্যাস	৬১	৮৮১০
ফার্নেস ওয়েল	৩৬	২৭৮৫
ডিজেল	৯	৮৮০
কোল	১	২৫০
বিদ্যুৎ আমদানি		৬০০
মোট	১০৮	১৩৫৫৫

জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা



মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৩,৫৫৫ মেগাওয়াট

প্রযুক্তি	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
গ্যাস টারবাইন	১১০৫
রেসিপ্রোকটিং ইঞ্জিন	৪৫৯১
স্টীম টারবাইন	৪৬২৫
কম্বাইন্ড সাইকেল	২৪০৪
পানিভিত্তিক	২৩০
বিদ্যুৎ আমদানি	৬০০
মোট	১৩,৫৫৫





### প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা



মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৩,৫৫৫ মেগাওয়াট

#### ১.১৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

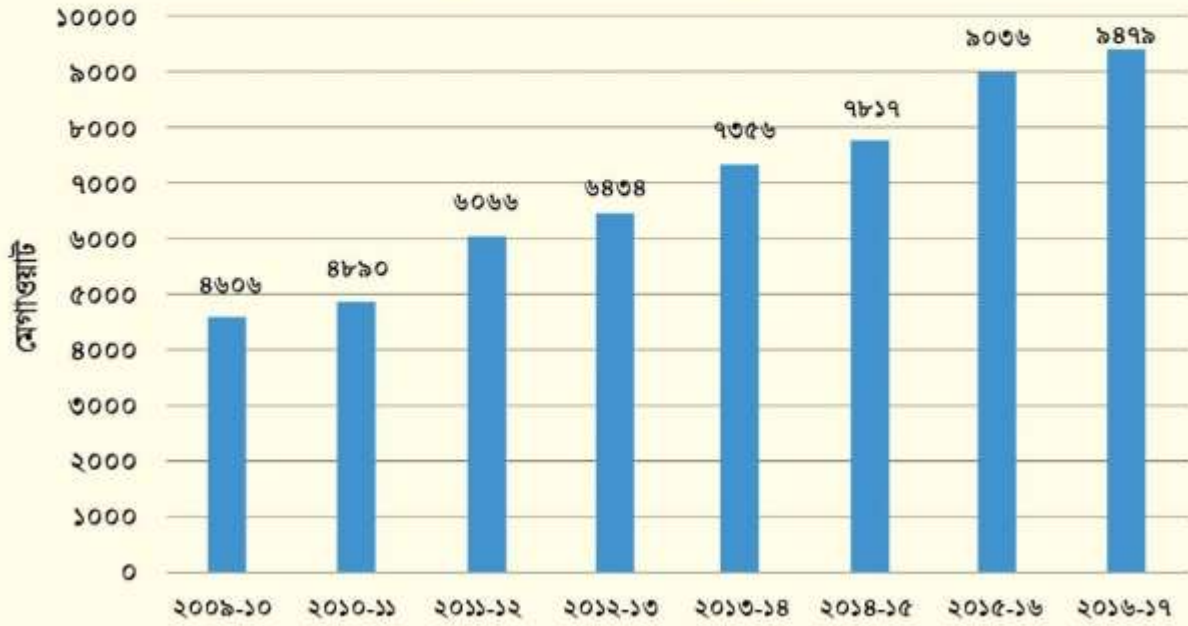
- ২০১৫-১৬ অর্ধবছরে সরকারি খাতে ৬,৫১২ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,২৫৩ এবং বিদ্যুৎ আমদানি ৬০০ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১২,৩৬৫ মেগাওয়াট। ২০১৬-১৭ অর্ধবছরে এ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারিখাতে ৭,৫৮২ মেগাওয়াট, বেসরকারিখাতে ৫,৩৭৫ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ৬০০ মেগাওয়াটসহ মোট ১৩,৫৫৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্ধবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্ধবছরে ৯.৬২% উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১৫-২০১৬ অর্ধবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯,০৩৬ মেগাওয়াট (৩০ জুন ২০১৬ তারিখে)। ২০১৬-২০১৭ অর্ধবছরে সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৪৭৯ মেগাওয়াটে দাঁড়ায় (৭ জুন ২০১৭ তারিখে)। ২০০৯-১০ অর্ধবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্ধবছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো। উল্লেখ্য যে, ২০১৬-১৭ অর্ধবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৯,৪৭৯ মেগাওয়াট, যা ২০১৫-১৬ অর্ধবছরের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে ৪৪৩ মেগাওয়াট বেশি।

২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত অর্ধ বছরভিত্তিক গড় বিদ্যুৎ উৎপাদন নিম্নে দেয়া হলো

অর্ধবছর	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ( মেগাওয়াট)
২০০৯-১০	৪৬০৬
২০১০-১১	৪৮৯০
২০১১-১২	৬০৬৬
২০১২-১৩	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	৭৮১৭
২০১৫-১৬	৯০৩৬
২০১৬-১৭	৯৪৭৯



### সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র



### সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারি এবং বেসরকারিখাতে মোট ৫২,১৯৩ মিলিকিলোওয়াট নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭,২৭৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯.৭৪% নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।





## বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা



বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন



## ২.০ বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাত

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) সারাদেশে নিরবচ্ছিন্ন ও দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেম নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিড লাইন নির্মাণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। পিজিসিবি বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ও গ্রিড উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৩ কেভিতে বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে পৌঁছে দিয়ে থাকে। দেশের বিদ্যুৎখাতে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাত সংস্কারের আওতায় কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে ১৯৯৬ সালের ২১ নভেম্বর পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড গঠিত হয়।

### ২.১ এক নজরে সঞ্চালন খাত

• ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র	: ১টি (৫০০ মেগাওয়াট HVDC Back to Back স্টেশন)
• মোট সঞ্চালন লাইন	: ১০,৪৩৫.৭ সার্কিট কিলোমিটার (পিজিসিবি ও অন্যান্য সংস্থাসহ)
• ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৫৫৯.৭ সার্কিট কিলোমিটার
• ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৩,৩২৪.৯৯ সার্কিট কিলোমিটার
• ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৬৫৫০.৯৫ সার্কিট কিলোমিটার
• গ্রিড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা	: ৩০,৯৯৩ এমভিএ (পিজিসিবি ও অন্যান্য সংস্থাসহ)
• ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০২টি (১,৫৬০ এমভিএ)
• ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১টি (৬৫০ এমভিএ)
• ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ২৪টি (১১,৪৮৫ এমভিএ)
• ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ১১৭টি (১৭,২৯৮ এমভিএ)

### ২.২ বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বিগত অর্থবছরে পিজিসিবি'র দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শেষ হয়েছে। সেগুলো হলো :

- ❖ বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০কেভি ও ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প; এবং
- ❖ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।



সঞ্চালন সাব-স্টেশন





বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি ও ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভবিষ্যতে সিলেট অঞ্চলে নির্মাণাধীন ও নির্মিতব্য গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ হতে বৃহত্তর ঢাকার চাহিদা পূরণে গৃহীত বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০কেভি ও ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প" আলোচ্য অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং কালিয়াকৈর ৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র চালু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ডিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উক্ত লাইন ও গ্রিড উপকেন্দ্র উদ্বোধন করেন। বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর সঞ্চালন লাইনটি ৪০০ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের দীর্ঘতম সঞ্চালন লাইন, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩৯ সার্কিট কিলোমিটার। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ পাওয়া যাচ্ছে-

- সিলেট অঞ্চল হতে ঢাকা'র পাশ্চাত্তী এলাকায় অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং সিলেট-ঢাকা বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের বিদ্যমান মাত্রাতিরিক্ত চাপ মুক্ত হয়েছে।
- সিলেট অঞ্চলের উৎপাদিত বিদ্যুৎ টঙ্গী, আমিনবাজার, কবিরপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ এলাকাসহ জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালন হচ্ছে।
- বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের ভোল্টেজ লেভেল উন্নত হয়েছে এবং,
- বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাসের পরিমাণও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য রাশিয়ার পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ETS Project কে নিয়োগ করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় বাংলাদেশের গ্রিড সিস্টেমে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ রেগুলেটরি এন্ড পলিসি লেভেলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে।

২.৩ বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সঞ্চালন খাতে নতুন নির্মিত/চালুকৃত অবকাঠামো

• ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১টি (৫২০ এমভিএ)
• ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১টি (৬৫০ এমভিএ)
• ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১টি (৬০০ এমভিএ)
• ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০২টি (৩৪১ এমভিএ)
• উপকেন্দ্রের সক্ষমতা বর্ধন	: ২,১৯২ এমভিএ
• ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৩৩৯ সার্কিট কিলোমিটার
• ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ১৩৯.৮২ সার্কিট কিলোমিটার
• ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৬৪.১২ সার্কিট কিলোমিটার





২.৪ সঞ্চালন খাতে চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্র.	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কিঃমিঃ)		সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
				২৩০ কেভি	১৫৪	
১.	জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	১৩	২,৩৯৬	১৩২ কেভি	৩৫৮	জুন ২০১৯
২.	পূর্বাঞ্চলীয় ১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৪	৩২৮	১৩২ কেভি	৫৯০	জুন ২০১৬
৩.	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৫	৪,১০২	৪০০ কেভি	৫৬	জুন ২০১৯
				২৩০ কেভি	৬৩	
				১৩২ কেভি	৩৫৮	
৪.	গ্রিড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ প্রকল্প	৬	১,৫২১	২৩০ কেভি	৪	ডিসেম্বর ২০১৭
				১৩২ কেভি	১৭৪	
৫.	আগুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	১,০৪০	৪০০ কেভি	১৪০	জুন ২০১৮
				২৩০ কেভি	১৬	
৬.	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	১,৫৬০	৪০০ কেভি	৩৪৮	জুন ২০১৯
				২৩০ কেভি	৪৮	
৭.	বিদ্যমান বাংলাদেশ (ভেড়ামারা) - ভারত (বহরমপুর) গ্রিড আন্তঃসংযোগের সক্ষমতা বর্ধিতকরণ (৫০০ মেগাওয়াট) প্রকল্প	১ (HVDC Back to Back Station)	৫০০ মেগাওয়াট	২৩০ কেভি	২৪	জুন ২০১৮
৮.	পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্থেনিং প্রজেক্ট আন্ডার পিজিসিবি	৪২	১৭,০৯০	৪০০ কেভি	২০০	জুন ২০২১
				২৩০ কেভি	৬৮০	
				১৩২ কেভি	৮২৩	
৯.	পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৫	১,৯৫০	২৩০ কেভি	১৬০	জুন ২০১৮
				১৩২ কেভি	৩০১	
১০.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রিড স্ট্রেন্থেনিং প্রকল্প	৩	৪,৩৫০	৪০০ কেভি	৪২৮	ডিসেম্বর ২০২০
				২৩০ কেভি	৩৮	
১১.	মাতারবাড়ি আন্ড্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ারড পাওয়ার প্রকল্প (২) (পিজিসিবি অংশঃ মাতারবাড়ি - মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন)	-	-	৪০০ কেভি	১৮৪	ডিসেম্বর ২০২০
১২.	এনার্জি ইফিসিয়েন্সি ইন গ্রিড বেইজড পাওয়ার সাপ্লাই প্রকল্প	১৩	৪,২৭৫	২৩০ কেভি	২১০	জুন ২০১৯
				১৩২ কেভি	৩৮৮	
১৩.	পটুয়াখালী- পায়রা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	১	-	২৩০ কেভি	৯৪	জুন ২০১৯
১৪.	পটুয়াখালী (পায়রা)-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	১	৯৭৫	৪০০ কেভি	৩৩০	ডিসেম্বর ২০১৯
				১৩২ কেভি	৫০	
১৫.	মংলা-খুলনা (দক্ষিণ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	-	-	২৩০ কেভি	৪৮	ডিসেম্বর ২০১৭
১৬.	আমনুরা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং সংযুক্ত ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	৫০	১৩২ কেভি	১৫	জুন ২০১৮
১৭.	ইনসিটিটিউশনাল স্ট্রেন্থেনিং অব পিজিসিবি	-	-	-	-	জুন ২০১৮





২.৫ ভবিষ্যত পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্র.	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	নৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মিঃ)		সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
				৪০০ কেভি	৬০০	
১.	বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি সম্বলন লাইন প্রকল্প	২	৩,০০০	৪০০ কেভি	৬০০	জুন ২০২০
২.	ডিপিডিসি এলাকার পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক বর্ধিতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৯	১০,৬৫০	৪০০ কেভি	৩৭০	জুন ২০২১
				২৩০ কেভি	২০৭	
				১৩২ কেভি	৮.৮	
৩.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে বিদ্যুৎ সম্বলনের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১	১০৪০	৪০০ কেভি	৮৮৯	ডিসেম্বর ২০২৩
				২৩০ কেভি	১২০	
৪.	পশ্চিমাঞ্চলে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সম্বলন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৬	১,৬৫০	২৩০ কেভি	৪০	জুন ২০২৩
				১৩২ কেভি	২১০	
৫.	চট্টগ্রাম এলাকায় পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক বর্ধিতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	২	৩০০	২৩০ কেভি	৩০	জুন ২০২০
				১৩২ কেভি	৫০	
৬.	মহেশখালী-মদুনাঘাট ৭৬৫ কেভি সম্বলন লাইন প্রকল্প	-	-	৭৬৫ কেভি	২০০	জুন ২০২০
৭.	ভেসকো এলাকায় পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক বর্ধিতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৮	৭,৯৪০	৪০০ কেভি	৫৬	ডিসেম্বর ২০২৩
				২৩০ কেভি	১০২	
৮.	বগুড়া-চাঁপাইনবাবগঞ্জ (রহনপুর) ৪০০ কেভি সম্বলন লাইন প্রকল্প	২	২১৫০	৪০০ কেভি	২৫০	জুন ২০২২
				১৩২ কেভি	৬৮	
৯.	মদুনাঘাট-ভুলতা ৭৬৫ কেভি সম্বলন লাইন প্রকল্প	-	-	৭৬৫ কেভি	৫০০	ডিসেম্বর ২০২৪
১০.	বরনগর-পার্বতীপুর-কাতিহার ৭৬৫ কেভি বাংলাদেশ-ভারত গ্রিড আন্তঃসংযোগ প্রকল্প	১ (HVDC Back to Back Station)	৫০০ মেগাওয়াট	৭৬৫ কেভি	৩০৮	ডিসেম্বর ২০২২
১১.	পূর্বাঞ্চলীয় পাওয়ার নেটওয়ার্ক বর্ধিতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১২	৩,৭২০	২৩০ কেভি	২৭২	জুন ২০২২
				১৩২ কেভি	৩২৭	
১২.	দক্ষিণাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক বর্ধিতকরণ প্রকল্প	৫	২,২৫০	২৩০ কেভি	৩৫০	জুন ২০২২
				১৩২ কেভি	১৫৪	
১৩.	বাঁশখালী-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সম্বলন লাইন প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি	১৩০	জুন ২০১৯
১৪.	বাকেরগঞ্জ-বরগুনা ১৩২ কেভি সম্বলন লাইন এবং বরগুনা ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ	১	১৫০	১৩২ কেভি	৫০	ডিসেম্বর ২০১৯
১৫.	বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলায়েবিলিটি এন্ড এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প	-	-	-	-	জুন ২০২০
১৬.	ভেড়ামারা (বাংলাদেশ) -বহরমপুর (ভারত) দ্বিতীয় ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সম্বলন লাইন নির্মাণ	-	-	৪০০ কেভি	৫৮	ডিসেম্বর ২০১৮
১৭.	বেঙ্গা এলাকায় এবং কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক বিদ্যুৎ সম্বলন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩	৮৪০	২৩০ কেভি	৪১৪	ডিসেম্বর ২০২০
				১৩২ কেভি	৪০	
১৮.	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য গ্রিড সংযোগ লাইন নির্মাণ প্রকল্প	১	৩৬০	৪০০ কেভি	৩৪	জুন ২০১৯
১৯.	আওগঞ্জ ১৩২ কেভি পুরাতন এআইএস উপকেন্দ্রকে ১৩২ কেভি নতুন জিআইএস উপকেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্প	১	৬০০	-	-	ডিসেম্বর ২০২০
২০.	কুমিল্লা ৫০০ মেগাওয়াট এইচভিডিসি গ্রিড আন্তঃসংযোগ প্রকল্প	১(HVDC Back to Back Station)	৫০০ মেগাওয়াট	-	-	জুন ২০২০





## ২.৬ ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি):

বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাত দ্রুততার সঙ্গে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে নতুন উৎপাদিতব্য বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্য পূরণে নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন সঞ্চালন লাইন, গ্রিড উপকেন্দ্র এবং সরবরাহ অবকাঠামো। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ 'ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি)' এর কার্যক্রম পরিচালনের মাধ্যমে সারাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধনের গুরুদায়িত্ব পালন করছে। অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে পরিচালন এবং বিদ্যুতের চাহিদা ও উৎপাদনের মাঝে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে ২০১০ সালে পিজিসিবি ঢাকার আফতাবনগরে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এনএলডিসি স্থাপন করেছে; যার একটি ব্যাক-আপ কেন্দ্র রয়েছে রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে।

পিজিসিবি'র সিস্টেম অপারেশন শাখার আওতায় এলডিসি সার্কেল, স্ক্যাডা সার্কেল, কমিউনিকেশন সার্কেল, ওএফসিএল এবং সিস্টেম প্রটেকশন এও মিটারিং সার্কেল এর সমন্বয়ে এনএলডিসি কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এর আওতায় প্রধানত চারটি কাজ করা হয়। সেগুলো হলো:

- ক) বিদ্যুতের জাতীয় গ্রিডের সার্বিক মনিটরিং, নির্দেশনা প্রদান ও লোড ডেসপ্যাচিং,
- খ) এলডিসি স্ক্যাডা সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- গ) অপটিক্যাল ফাইবার বাণিজ্যিকভাবে ইজারা প্রদান; এবং
- ঘ) জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের প্রটেকশন ও মিটারিং নিশ্চিতকরণ।

এনএলডিসি কন্ট্রোল রুম থেকে আধুনিক Delta VPS এবং অপারেটর কনসোল এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ সার্বক্ষণিকভাবে দেশের সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের তাৎক্ষণিক উৎপাদন পরিস্থিতি মনিটর করেন। একইসাথে প্রায় সাড়ে দশ হাজার সার্কিট কিলোমিটার বিস্তৃত ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন এবং মোট ১৪৪টি গ্রিড উপকেন্দ্র সহ ৪০০ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইনে ভেড়ামারা (বাংলাদেশ)-বহরমপুর (ভারত) ও কুমিল্লা (বাংলাদেশ)-ত্রিপুরা (ভারত) এর মধ্যে দু'টি আন্তর্জাতিক গ্রিড সংযোগ স্থাপন, সঞ্চালন অবকাঠামো পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের ওপর স্থাপিত প্রায় ৫,৫৫০ কিগিমিঃ জুড়ে বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে এনএলডিসি'র SCADA System-এ সংযুক্ত করেছে। গুভারহেড অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে স্থাপিত এ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তুলনামূলক বেশি নিরাপদ, দ্রুতগতির ও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন।

এনএলডিসি'র নেটওয়ার্ক অপারেটর ও ফিল্ড অপারেটরদের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তির নির্ভরযোগ্য হট লাইন টেলিফোন ব্যবস্থার ফলে অপারেটররা খুব সহজে যে বিদ্যুৎ স্থাপনার সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদন প্রয়োজনের নিরিখে বাড়ানো-কমানো, ট্রান্সফরমার, সঞ্চালন লাইন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এভাবে সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত সংরক্ষণ কাজে সময় ও রাজস্ব ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুতের জাতীয় গ্রিড তথা দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সুষ্ঠু, শাস্ত্রীয় ও নিরাপদভাবে পরিচালনায় পিজিসিবি'র পরিচালনায় এনএলডিসি'র প্রকৌশলীবৃন্দ ও সহযোগি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করছে।



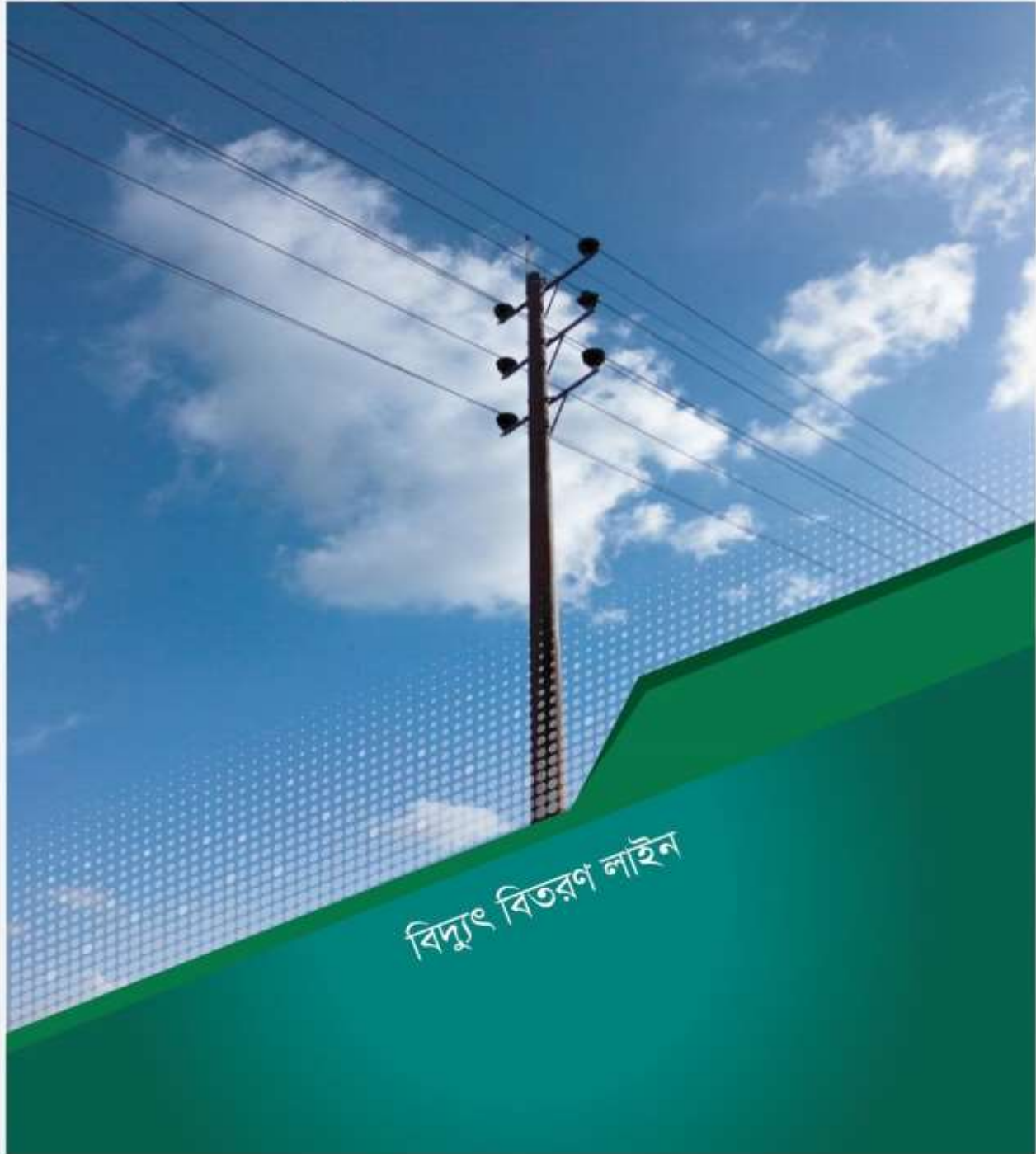
এনএলডিসি কন্ট্রোল রুম







# বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা





### ৩.০ বিতরণ খাত

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি রয়েছে যথা- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো), গুয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (গুজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (নেসকো)। সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিতরণ খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ছয়টি বিতরণ সংস্থার আওতায় মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৪ লক্ষ ০১ হাজার কিলোমিটার।

### ৩.১ বিতরণ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল অবিদ্যুতায়িত গ্রামে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিতরণ লাইন নির্মাণের একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালে মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার কিলোমিটার। বিতরণ লাইন নির্মাণের পাশাপাশি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনুযায়ী ৩৩/১১ কেভি এবং ৩৩/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

### ৩.২.০ সংস্থান্তরিত বিতরণ লাইন

➤ বাপবিবো	:	৩,৩৮,২৯৪ কিলোমিটার
➤ বিউবো	:	২৮,৫৯৬ কিলোমিটার
➤ ডেসকো	:	৪,৫১৯ কিলোমিটার
➤ গুজোপাডিকো	:	১১,০৪৪ কিলোমিটার
➤ ডিপিডিসি	:	৪,৮২১ কিলোমিটার
➤ নেসকো	:	১৪,৪০৪ কিলোমিটার
মোট	:	৪,০১,৬৭৮ কিলোমিটার

### ৩.৩ বিতরণ উপকেন্দ্র

সরকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরাতন ওভারলোডেড সাব-স্টেশন এর ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে বিদ্যুৎখাতে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।



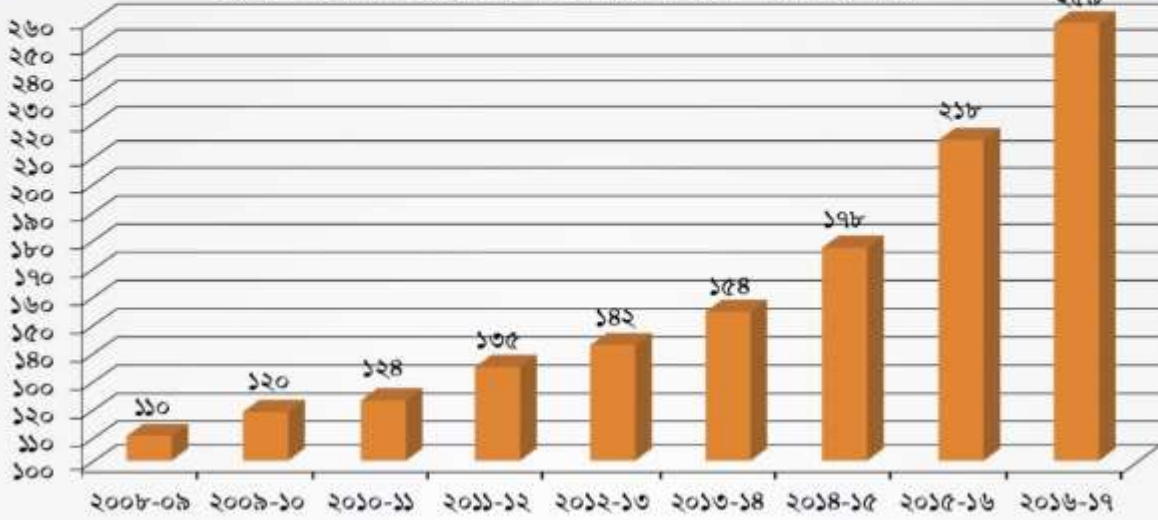
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলন ২০১৭ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা





বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২ কোটি ৫৯ লক্ষে দাড়িয়েছে অর্থাৎ গত আট বছরে গ্রাহক সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়েছে।

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিদ্যুতের গ্রাহক সংযোগ (লক্ষ)

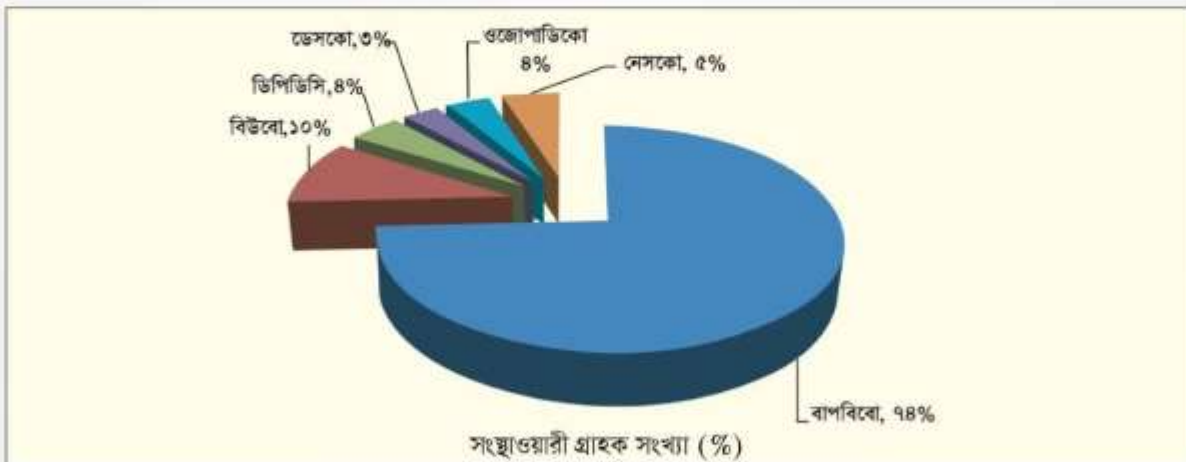


অর্ধবছরভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা

### ৩.৪.১ সংস্থাভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা

বিদ্যুৎখাতে বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ২ কোটি ৫৯ লক্ষ যার ৭৪ শতাংশ গ্রাহকই বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা।

সংস্থার নাম	গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
বাপবিবো	১,৯২,০০,০০০	৭৪%
বিউবো	২৫,২৪,৮১৬	১০%
ডিপিডিসি	১১,১৬,৫৪৪	৪%
ডেসকো	৮,১৮,১৫৬	৩%
ওজোপাডিকো	১০,০১,৪৯৭	৪%
নেসকো	১২,৭২,৫১৭	৫%
মোট	২,৫৯,৩৩,৫৩০	





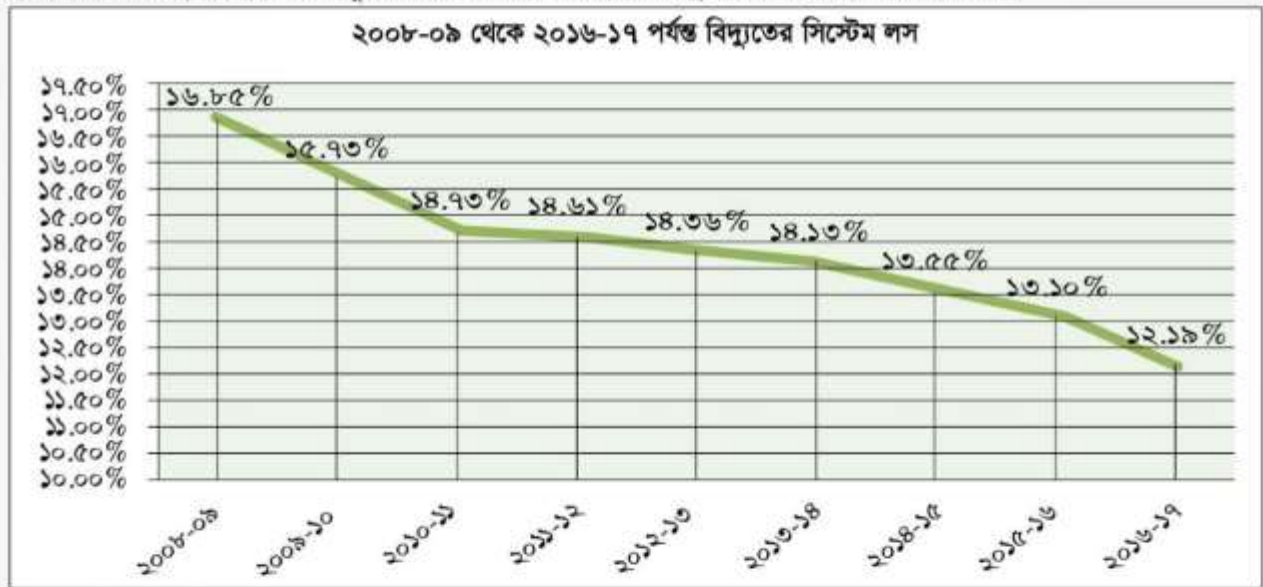
### ৩.৫ সিস্টেম লস

সরকার বিদ্যুতের সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা তদারকিকরণের ফলে বিদ্যুৎ বিতরণের সিস্টেম লস ২০০৯ সালের ১৪.৩৩% হতে বর্তমানে ৯.৯৮% এ হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থ বছর	বিতরণ লস	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস)
২০০৮-০৯	১৪.৩৩%	১৬.৮৫%
২০০৯-১০	১৩.৪৯%	১৫.৭৩%
২০১০-১১	১২.৭৫%	১৪.৭৩%
২০১১-১২	১২.২৬%	১৪.৬১%
২০১২-১৩	১২.০৩%	১৪.৩৬%
২০১৩-১৪	১১.৯৬%	১৪.১৩%
২০১৪-১৫	১১.৩৬%	১৩.৫৫%
২০১৫-১৬	১০.৯৬%	১৩.১০%
২০১৬-১৭	৯.৯৮%	১২.১৯%

অর্থবছরভিত্তিক সিস্টেম লস

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:



অর্থবছরভিত্তিক সিস্টেম লস (সঞ্চালন ও বিতরণ)

#### ৩.৫.১ সংস্কারভিত্তিক বিতরণ লস

বিউবো, বাপবিবো, আরইবি এবং নেসকোর বিতরণ লস ডাবল ডিজিটে থাকলেও ডিপিডিসি, ডেসকো ও গুজোপাড়িকো বিতরণ লস সিস্টেম ডিজিটে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থার নাম	সিস্টেম লস (%)
বিউবো	১০.৯২
বাপবিবো	১১.৩৮
ডিপিডিসি	৮.৪৮
ডেসকো	৭.২৪
গুজোপাড়িকো	৯.৫৭
নেসকো	১১.০৬
সামগ্রিক বিতরণ লস	৯.৯৮

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংস্কারভিত্তিক সিস্টেম লস





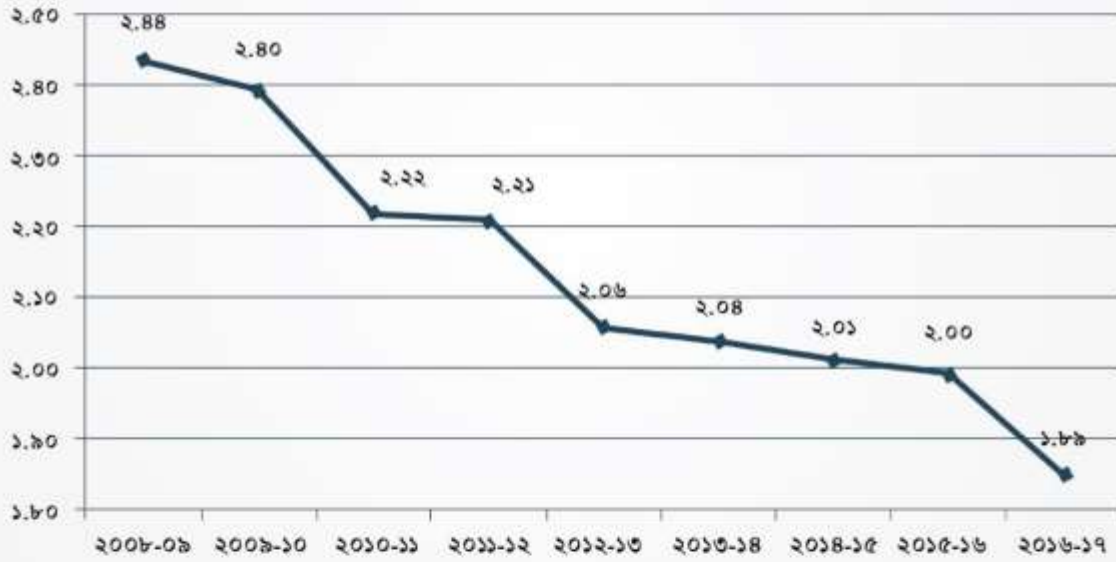
### ৩.৬ বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুতের বকেয়া ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে আছে। তবে তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থ বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭	১.৮৯

অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো:



অর্থবছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া (সমমাস)

#### ৩.৬.১ সংস্থাভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বাংলাদেশ পল্টী বিদ্যুতায়ন বোর্ডসহ বিতরণ সংস্থাসমূহ বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থার নাম	বকেয়া (সমমাস)
বাপবিবো	১.১৩
বিউবো	২.৭৬
ডিপিডিসি	১.৯৭
ডেসকো	১.৬৯
ওজোপাডিকো	১.৫৯
মোট বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া	১.৮৯

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংস্থাওয়ারী বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া (সমমাস)



হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্টে ১৩২ কেভি সুইচইয়ার্ডে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ



সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্টে HRSG ও স্ট্যাক





## বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ



মেঘনাঘাট কম্বাইন্ড  
সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র



## বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ

### ৪.০ বিনিয়োগ কৌশল:

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত পুঁজিঘন। ফলে, পূর্বে বিদ্যুৎখাতের বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ নির্ভর ছিল। ২০০৯ সালে সরকার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ২০১০ সালে ২০৩০ পর্যন্ত বিদ্যুৎখাতের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের ঋণ সংকুচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার স্ট্র্যাটেজিক পলিসির অংশ হিসেবে বেসরকারিখাত, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে বেসরকারিখাতে বিনিয়োগ উৎসাহ বাজুক হলেও বৃহৎ প্রকল্পে বিশেষত কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অতি উচ্চমাত্রার বিনিয়োগ এবং নতুন ধরণের টেকনোলজি ও ম্যানুজম্যান্ট বিবেচনায় 'যৌথ বিনিয়োগ' (JV) এবং ECA (Export Credit Agency) ফাইন্যান্সিং অত্যন্ত কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়।



সুইডেন সরকারের আমন্ত্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল (মে ২০১৭)

### ৪.১ বিনিয়োগ

- ৪.১.১ ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৯.৪৬২ বিলিয়ন ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পে ৪.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ মোট ১৩.৫৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- ৪.১.২ বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় আগামী ৫ বছরের জন্য সরকারিখাতের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে প্রায় ৪০.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে সরকারিখাতে ৩০.০ বিলিয়ন এবং বেসরকারিখাতে ১০.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। উক্ত ৪০.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের সিংহভাগ ইতোমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে।
- ৪.১.৩ সরকারের ভিশন এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ২৪,০০০ হাজার মেঃওঃ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ মেঃওঃ স্থাপিত ক্ষমতার প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে পরিকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য প্রায় ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে কল্পবাজারের মাতারবাড়িতে ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ বেশ কিছু প্রকল্পের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

### ৪.২ নিজস্ব অর্থায়ন থেকে বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং

ইনোভেটিভ ফিন্যান্সিং-এর আওতায় সরকার Export Credit Agency (ECA) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে যা বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। উপরোক্ত চিত্র থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের উপর নির্ভরতা কমেছে, খ) নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং গ) বিনিয়োগ এর বহুমুখীতা (ECA ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং) ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপের সম্ভাবনা জাগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, জিডিপি (GDP), রেমিটেন্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশীলতা এবং যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারিখাত ও আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন (IFI) সমূহের এ খাতে বিনিয়োগের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি অতীতের বিনিয়োগ ছবিবর্তার অচলায়তন ভেঙ্গে বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।





## আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা





## আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

### ৫.০ বিদ্যুৎ আমদানির পটভূমি

২০০৯ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের উত্তরোগুর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশসমূহ হতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসেবে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার হতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ১১ জানুয়ারি বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতার বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত ৪টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

১. বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, জ্বালানি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে পারস্পরিক সহযোগিতা;
  ২. আন্তর্জাতিক গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
  ৩. বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনে যৌথ বিনিয়োগ;
  ৪. বিদ্যুৎখাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান।
- প্রতিবেশি দেশ মায়ানমারসহ নেপাল, ভূটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

### ৫.১ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৬,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ভেড়ামারা HVDC বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণপূর্বক ৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। ২৩ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী. নরেন্দ্র মোদী ডিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিতীয় গ্রিড আন্তঃসংযোগ উদ্বোধনের মাধ্যমে ত্রিপুরা (ভারত) হতে কুমিল্লা (দক্ষিণ) উপকেন্দ্রে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয়েছে। ২০১৭ সালে উক্ত উপকেন্দ্রের মাধ্যমে আরো ৬০ মেঃঃ যুক্ত হয়েছে, যা উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। ভারত হতে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাপানের সহযোগিতায় কয়লাভিত্তিক মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

### ৫.২ মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ২০১০ সালে মায়ানমার সরকারের সাথে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনা অব্যাহত আছে। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

### ৫.৩ ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভূটান হতে বাংলাদেশ হয়ে ভারত পর্যন্ত আন্তর্জাতিক গ্রিড লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত লাইন নির্মাণ হলে প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে। ভূটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে উভয় দেশের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

### ৫.৪ নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপাল হতে আরো প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি নেপাল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

### ৫.৫ বিদ্যুৎখাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ শে অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত হবে। ফলে উভয় দেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো উন্নত করতে অবদান রাখতে পারবে। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

### ৫.৬ উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম

বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং D-8 ইত্যাদি আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভূক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

তাছাড়াও বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত এবং নেপালের সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SASEC এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে ব্যাংককে SASEC Working Group এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশ আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিদ্যুৎখাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ D-8 এর সদস্য হিসেবে গত নভেম্বর ২০১১ মাসে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত Working Group on Renewable Energy এর সভায় যোগদান করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে এবং সদস্য দেশের সহযোগিতা কামনা করে।

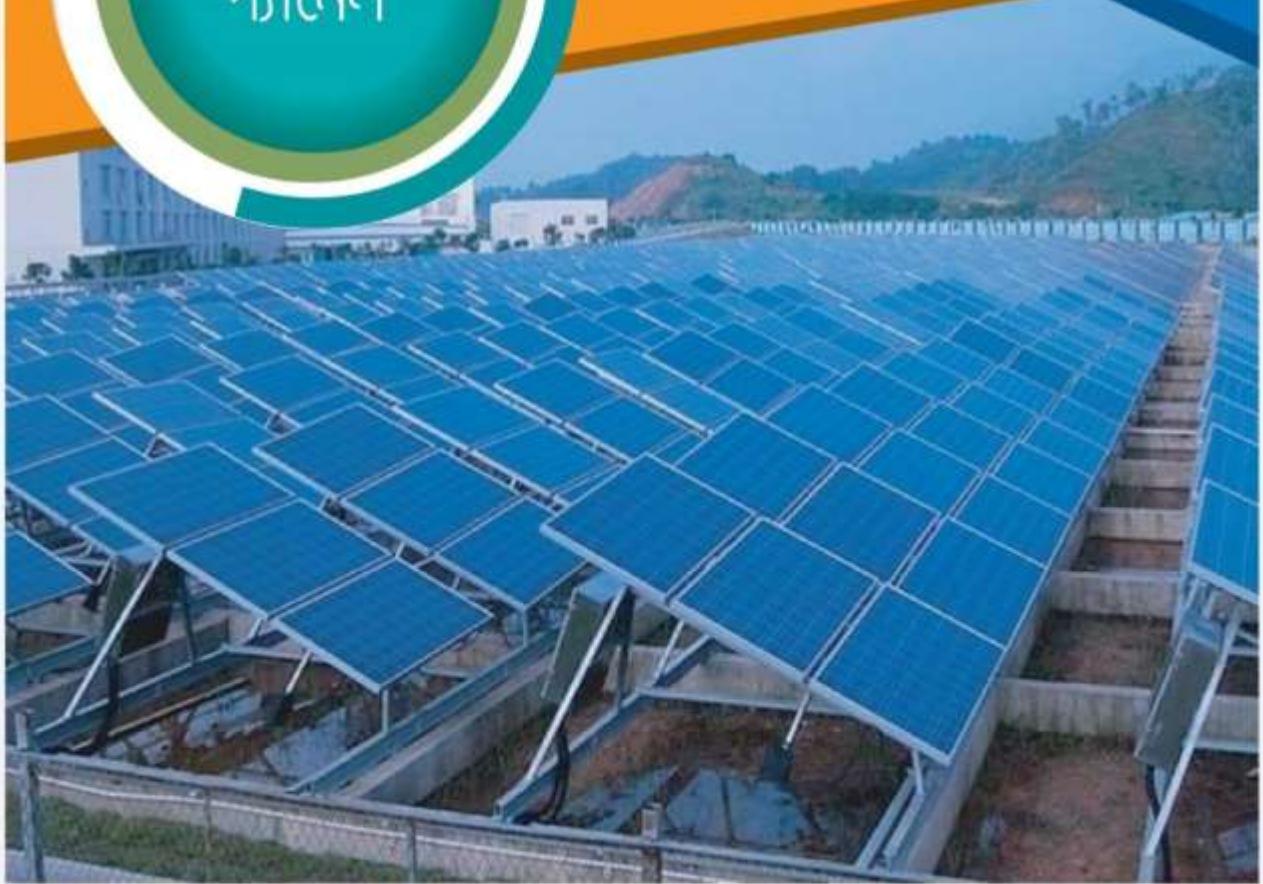






# নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম

সোলার  
প্যানেল





## নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম

### ৬.১ নবায়নযোগ্য জ্বালানি

সরকার গ্যাসের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল ও পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে সমন্বিতভাবে উৎসাহিতকরণে গুরুত্ব দেবে। ইতোমধ্যে “নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা-২০০৮” প্রণয়ন করা হয়েছে। সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও তদসংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকীকরণের জন্য একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে “Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA)” গঠন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণে বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪৪৬ মেগাওয়াট। এছাড়াও প্রায় ৩১৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নধীন এবং প্রায় ৫২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকারের Nodal Agency হিসেবে শ্রেডা এ সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সেবা, নীতিগত সহায়তা ও অর্থায়নে সহযোগিতাসহ সার্বিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করে যাচ্ছে।



বরগুণায় স্থাপিত সৌর সেচ প্রকল্প

### ৬.১.১ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা

সরকারের জ্বালানি বহুমুখীকরণ পরিকল্পনার আওতায় জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে সমন্বিতভাবে উৎসাহিতকরণে গুরুত্ব দেবে। “নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা-২০০৮” এ নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল উৎস হিসেবে সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োমাস, হাইড্রো, বায়ো ফুয়েল, জিও থার্মাল, নদী শ্রোত, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদিকে সনাক্ত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০% বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

### ৬.১.২ বিগত পাঁচ বছরে (২০১২-২০১৭) নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- ❖ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে “শ্রেডা আইন, ২০১২” পাশের মাধ্যমে “শ্রেডা” গঠন;
- ❖ নবায়নযোগ্য শক্তিভিত্তিক মোট ১৬৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন সিস্টেম স্থাপন;
- ❖ ৩৩ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন;
- ❖ কৃষিকাজে ব্যবহৃত ডিজেল চালিত পাম্প ৬৭১টি সোলার ইরিগেশন পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপন;
- ❖ বিভিন্ন ক্ষমতার ৭টি সোলার মিনি গ্রিড স্থাপন;
- ❖ নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনের তথ্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ চালুকরণ;
- ❖ ৩১৭ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া গ্রহণ;
- ❖ ৬০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া গ্রহণ;
- ❖ ১৩টি স্থানে উইন্ড ম্যাপিং এর কার্যক্রম পরিচালনা; এবং
- ❖ ঢাকার কেরানীগঞ্জে পৌরবর্জ্য থেকে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম শুরুকরণ।

### ৬.১.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিম্নবর্ণিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে:





২০২১ সাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানির বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (মেগাওয়াট)

প্রযুক্তি	২০১৬ পর্যন্ত অর্জন	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সোলার	২১২	১২০	৩৫০	২৫০	৩০০	২৫০	১৪৭০
উইন্ড	২.৯	৫০	১৫০	৩৫০	৩০০	৩০০	১১৫৩
বায়োমাস	০.৪	৬	৬	৬	৬	৬	৩০.৪
বায়োগ্যাস	০.৬৩	০.৬৫	১	১	২	২	৭.২৮
হাইড্রো	২৩০	-	১	১	২	২	২৩৬
মোট	৪৪৬	১৭৫.৬৫	৫০৮	৬০৮	৬১০	৫৬০	২৮৯৬.৬৮



সোলার সেচ পাম্প

৬.১.৪ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে জুন ২০১৭ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে (হাইড্রোসহ) প্রায় ৪৪৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১ কোটিরও বেশি মানুষ আজ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। নিম্নে এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হলো:

এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রযুক্তির নাম	স্থাপিত ক্ষমতা
সোলার হোম সিস্টেম (৪.৫ মিলিয়ন)	১৭৯.২৭ মেগাওয়াট
রুফটপ সোলার সিস্টেম (অনগ্রহিত)	১১.৫৯ মেগাওয়াট
রুফটপ সোলার সিস্টেম (অফগ্রহিত)	১৪.৫৯ মেগাওয়াট
সোলার ইরিগেশন (৬৭১ টি)	৬.৬২ মেগাওয়াট
বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২.৯ মেগাওয়াট
বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	০.৪ মেগাওয়াট
বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	০.৬৩ মেগাওয়াট
হাইড্রো	২৩০ মেগাওয়াট
সর্বমোট	৪৪৬ মেগাওয়াট



৬.১.৫. বাস্তবায়নাধীন/নির্মাণাধীন কার্যক্রম

- |  |            |
|--|------------|
| ○ সোলার পার্ক (৩১২ মেগাওয়াট)  |            |
| ○ সান-এডিশন এনার্জি হোল্ডিং প্রাইভেট লিমিটেড (২০০ মেগাওয়াট)                             | -কব্বাজার  |
| ○ হেটট ডিট্রোলিক আইএফডিসি সোলার (৫০ মেগাওয়াট)   | -ময়মনসিংহ |
| ○ এডিসান পাওয়ার পয়েন্ট এক্স হাওয়ার বাংলা-কোরিয়া গ্রিন এনার্জি লিমিটেড (৩২ মেগাওয়াট) | -সুনামগঞ্জ |
| ○ জুলস পাওয়ার লিমিটেড (২০ মেগাওয়াট)  | -কব্বাজার  |
| ○ সরিষাবাড়ি জামালপুর পাওয়ার পয়েন্ট (৩ মেগাওয়াট)                                      | -জামালপুর  |
| ○ কাগুই সোলার পার্ক (৭.৪০ মেগাওয়াট)   | -রাসমাটি   |

বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

বিবরণ	২০১৬ পর্যন্ত অর্জন	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সোলার পার্ক (মেগাওয়াট)	৩	১৯০	২০০	১৮০	১৯০	১৯৫	৯৫৮

বাংলাদেশ সরকার গৃহীত সোলার পার্ক স্থাপন প্রকল্পের বর্তমান পরিসংখ্যান :

ক্র:নং	প্রকল্প	মোট প্রকল্প (টি)	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
০১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতি প্রাপ্ত প্রকল্প	১৮	১০৫০
০২	PPA স্বাক্ষরিত প্রকল্প	০৪	৩০২
০৩	Lol ইস্যুকৃত প্রকল্প (PPA স্বাক্ষরের জন্য অপেক্ষমান)	১০	৫৬৩
০৪	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির অনুমোদিত প্রকল্প	০১	৫০
০৫	প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটির বিবেচনাধীন প্রকল্প	০৩	১৩৫

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ:

ক্র: নং	কোম্পানি/সংস্থার নাম	লক্ষ্যমাত্রা (মেগাওয়াট)	
		সৌর বিদ্যুৎ	বায়ু বিদ্যুৎ
০১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)	১০০	১০০
০২.	আশুগঞ্জ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (এপিসিএল)	১০০	১০০
০৩.	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)	১০০	১০০
০৪.	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকোলি)	১৫০	১০০
০৫.	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)	২০০	১০০
০৬.	কোল পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড (সিপিজিএল)	৫০	১০০
	মোট	৭০০	৬০০

□ সোলার ইরিগেশন

সারাদেশে ৬৯১টি সৌর সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

বিবরণ	২০১৬ পর্যন্ত অর্জন	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সোলার ইরিগেশন (মেগাওয়াট ধারণক্ষমতা)	৬.৬২	১৬২.৫	০	০	০	০	১৬৯.১২

□ সোলার মিনিগ্রিড

○ ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ২৬ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।





বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

বিবরণ	২০১৬ পর্যন্ত অর্জন	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড ( মেঃওঃ ধারণ ক্ষমতা)	১.৭৫	৩২.২৫	০	০	০	০	৩৪

সোলার রুফটপ

সরকারি আধা-সরকারি অফিস ভবনের ছাদে ১৫০০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার রুফটপ সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে।

সোলার হোম সিস্টেম

বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

বিবরণ	২০১৬ পর্যন্ত অর্জন	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) ( মেঃওঃ ধারণ ক্ষমতা)	১৭৯.২৭	৩০	৩০	৮	৬	৬	১৪০

বায়ু বিদ্যুৎ

দেশের ১৩টি স্থানে Wind Resource Assessment এর কাজ চলমান রয়েছে।

বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

বিবরণ	২০১৬ পর্যন্ত অর্জন	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
উইন্ড (মেঃওঃ)	২.৯	২৫০	৩৫০	৩৫০	২০০	২০০	১৩৫২.৯

বায়োগ্যাস

বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

বিবরণ	২০১৬ পর্যন্ত অর্জন	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ)	০.৬৩	১	১	১	১	১	৫.৬৩

বায়োগ্যাস

বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

বিবরণ	২০১৬ পর্যন্ত অর্জন	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ)	০.৪	১	১	১	১	১	৫.৪



□ হাইড্রো

বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

বিবরণ	২০১৬ পর্যন্ত অর্জন	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
হাইড্রো (মেগা) (মেগাওয়াট)	০	০	০	০	০	০	০
হাইড্রো (মিনি/মাইক্রো) (মেগাওয়াট)	০	২	-	-	-	-	২

□ সোলার ল্যান্টার্ন

❖ ১ লক্ষ সোলার ল্যান্টার্ন SREPGen প্রকল্প, শ্রেডা থেকে বিতরণ করা হবে।

○ সোলার চার্জিং স্টেশন

❖ আরইবি করায়ীপক্ষে ১টি ও বিউবো সিলেট ও চট্টগ্রামে ২টি সোলার চার্জিং স্টেশন স্থাপন করেছে। SREPGen প্রকল্প এর মাধ্যমে আরইবি কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪টি সোলার স্টেশন স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.২ জ্বালানি দক্ষতা

৬.২.১ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় ও এর দক্ষ ব্যবহার কার্যক্রম

জীবাস্থা জ্বালানির সীমিত মজুদের ব্যবহার দীর্ঘায়িত করা ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে এর সাশ্রয়ী ব্যবহার ও সংরক্ষণের বিষয়টি বর্তমানে সারাবিশ্বে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধাদি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল কৌশল হিসেবে উৎপাদন, সম্ভালন, সরবরাহ ও গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী, দক্ষ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সাথে সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে জ্বালানি সাশ্রয় এবং এর দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমসমূহের সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন ও টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা সুসংহত করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষে শ্রেডা নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিধিমালা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং জ্বালানি নিরীক্ষা বিষয়ক প্রতিবন্ধনমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়া জ্বালানি সাশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা হিসেবে “Energy Efficiency & Conservation Master Plan up to 2030” এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য “Energy Efficiency & Conservation Action Plan” প্রণয়ন করা হয়েছে।

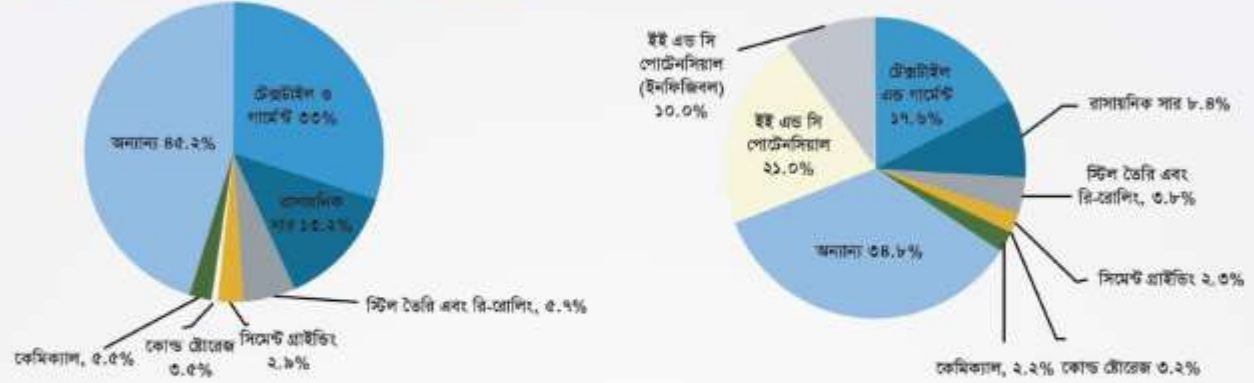


বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে প্রধান বাণিজ্যিক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার না হলে ২০১৮ সাল থেকে আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও উৎপাদন ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে এবং চাহিদার তুলনায় সরবরাহ ক্রমাগতই কমে যেতে থাকবে। বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে; যা অর্জনের একটি সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল এই EE&C Master Plan এ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলে উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহারিক পর্যায়ে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিবছর ৭,৪৮২ গিগাওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, যা ২০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রায় ১ বছরে উৎপাদিত বিদ্যুতের সমান। একটি সমীক্ষায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণও যাচাই করা হয় এবং দেখা যায় যে বাংলাদেশের ৪৭ ভাগ জ্বালানি শিল্প খাতে এবং ৩১ ভাগ জ্বালানি আবাসিক খাতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।



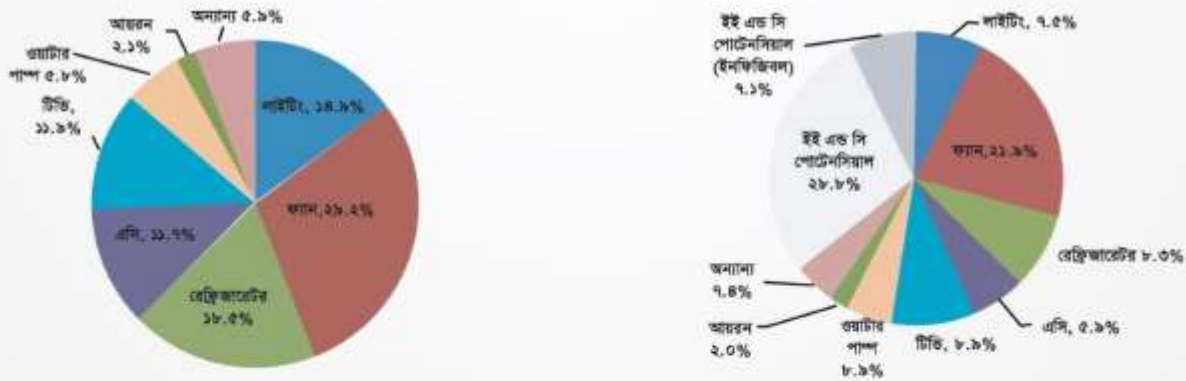


### ৬.২.২ শিল্প ও আবাসিক খাতে জ্বালানি সশ্রয়ের সম্ভাব্যতা



### জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে শিল্প খাতে জ্বালানি সশ্রয়ের সম্ভাব্যতা

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মাস্টার প্লানে উল্লিখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্প খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জ্বালানি সশ্রয় সম্ভব হবে। ফলে নতুন শিল্প-কারখানার চাহিদা অনুযায়ী নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রাখা যাবে। আমাদের দেশে টেক্সটাইল ও গার্মেন্ট খাতে শিল্পখাতে ব্যবহৃত ও জ্বালানির প্রায় ৩০ ভাগ ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি দক্ষ বয়লার, উন্নত সুইং মেশিন (এয়ার জেট লুম, ডিরেক্ট ড্রাইভ মোটর ইত্যাদি) ও অন্যান্য জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সামগ্রী ব্যবহার করে টেক্সটাইল ও গার্মেন্ট খাতে ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় ৪৪.৩৩% সশ্রয় করা সম্ভব। একইভাবে রাসায়নিক সার উৎপাদনে শিল্পখাতে ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় ১৩.২% জ্বালানি ব্যবহার হয়ে থাকে। বাংলাদেশে অবস্থিত বেশিরভাগ রাসায়নিক সার উৎপাদন কেন্দ্রগুলো অনেক পুরনো প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। যার ফলে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানির অপচয় হচ্ছে। জ্বালানি দক্ষ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সার খাতে ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় ৩৬.৩৬% সশ্রয় করা সম্ভব। এভাবে শিল্প খাতে ব্যবহৃত জ্বালানির মোট প্রায় ৩১% জ্বালানি সশ্রয় করা সম্ভব; যার মধ্যে ২১% ইতোমধ্যে আর্থিকভাবে লাভজনক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং আরও ১০% বর্তমানে আর্থিকভাবে লাভজনক হিসেবে বিবেচিত না হলেও ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সেগুলোও সশ্রয়ীভাবে অর্জন করা সম্ভব।



### জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে আবাসিক খাতে জ্বালানি সশ্রয়ের সম্ভাব্যতা

আবাসিক সেক্টরের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আবাসিক খাতে ব্যবহৃত জ্বালানির ১৪.৯৫% ব্যবহার হয় লাইটিং এর জন্য। জ্বালানি-দক্ষ এলইডি লাইট ব্যবহার করলে লাইটিং খাতে ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় ৫০% সশ্রয় করা সম্ভব, যা আবাসিক খাতে ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় ৭.৪৫%। জ্বালানি-দক্ষ ফ্যান ব্যবহারের মাধ্যমে আবাসিক খাতে ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় ৭.৩% সশ্রয় করা সম্ভব এবং ইনভার্টারযুক্ত জ্বালানি দক্ষ রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশন ব্যবহারের মাধ্যমে আবাসিক খাতে ব্যবহৃত জ্বালানি প্রায় ১০.২% ও ৫.৮% সশ্রয় করা সম্ভব। একইভাবে মাস্টার প্লানে উল্লিখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী জ্বালানি দক্ষতা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হলে, এ খাতে প্রায় ৩৬% জ্বালানি সশ্রয় করা সম্ভব হবে।





### ৬.২.৩ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন

- ক) বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সালে প্রথম জাতীয় জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিতে জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। জাতীয় জ্বালানি নীতি যুগোপযোগী করে সংশোধিত খসড়ায় জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণের বিষয়টি অতীব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এটিকে তৃতীয় জ্বালানি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- খ) জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিল্প কারখানায় এবং দক্ষ যন্ত্রপাতির লেবেলিং ও গ্রীন বিল্ডিং রেটিং সিস্টেম প্রণয়নের মাধ্যমে আবাসিক ও বাণিজ্যিক সেক্টরে জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে; যার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% ও ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- গ) বিভিন্ন শিল্প কারখানায় জ্বালানি সাশ্রয় নিশ্চিতকরণের জন্য সৃষ্ট জ্বালানি ব্যবস্থাপনা অতীব প্রয়োজন। সৃষ্ট জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য জ্বালানি নিরীক্ষা অপরিহার্য। এর জন্য ইতোমধ্যে খসড়া জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে।

### ৬.২.৪ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন

#### ক) Energy Efficiency and Conservation Master Plan প্রণয়ন

২০১৬ সালে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা জাইকার সহায়তায় বাংলাদেশের জন্য “Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to 2030” প্রস্তুত করা হয়। উক্ত Master Plan-G উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহারিক পর্যায়ে জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলে উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহারিক পর্যায়ে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিবছর ৭,৪৮২ গিগাওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে; ফলে সাশ্রয়কৃত জ্বালানি দিয়ে ২০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট পরিচালনা করা যাবে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে ২০১৩ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০০ মিলিয়ন টন অয়েল সমতুল্য জ্বালানি সাশ্রয় হবে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৮০৫ বিলিয়ন টাকা।

#### ১) জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম:

জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্বালানি দক্ষ প্রযুক্তিসমূহ সংযোজন এবং শিল্প, পরিবহন ও বাণিজ্যিক খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জ্বালানির অপচয় হ্রাস করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করাই জ্বালানি ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশের প্রাথমিক জ্বালানির প্রায় ৫০% শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে থাকে, যাদের অধিকাংশই কাজিত পর্যায়ে জ্বালানি-দক্ষ নয়। পুরাতন ও রক্ষণাবেক্ষণহীন যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং অদক্ষ জ্বালানি ব্যবস্থাপনার কারণে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করে থাকে। জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রায় ৩১% জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব। যথাযথ জ্বালানি ব্যবস্থাপনার জন্য জ্বালানি নিরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো শিল্প কারখানা, পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠাসমূহে নির্দিষ্ট সময় পর পর জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা করা। এ কার্যক্রমের আওতায় জ্বালানি ব্যবস্থাপক এবং জ্বালানি নিরীক্ষক (সার্টিফাইড এবং ডেজিগনেটেড) নিয়োগ করা হবে, যারা ভবন ও ফ্যাক্টরিতে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি জ্বালানি নিরীক্ষা প্রতিবেদন শ্রেডার নিকট দাখিল করবে।



#### ২) জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে যন্ত্রপাতি লেবেলিং কার্যক্রম:

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার ভিত্তিতে এনার্জি লেবেলিং করা হবে, যার দ্বারা সাধারণ গ্রাহকেরা জ্বালানি দক্ষ বিভিন্ন সামগ্রীর তুলনামূলক দক্ষতা ও সাশ্রয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। এ পদ্ধতি আবাসিক খাতের সাধারণ ব্যবহারকারীদের জ্বালানি-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহী করবে, যা সামগ্রিকভাবে দেশের জ্বালানি সাশ্রয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো বাজারে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পণ্যের বিক্রয় ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির গড় জ্বালানি দক্ষতা ২০-৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা। এ লেবেলিং কার্যক্রমের মাধ্যমে উচ্চ জ্বালানি দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতিসমূহের ক্রয়মূল্য সাধারণ জনগণের সাধের মধ্যে রাখার জন্য সেগুলোর ভ্যাট ও ট্যাক্স কমানোর জন্য শ্রেডা ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এক সাথে কাজ করবে। উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাহিদাকে অনেকাংশে কমিয়ে দেবে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।





### ৩) জ্বালানি দক্ষ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম:

বাংলাদেশে মোট ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় ৩০% ভবনসমূহে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানির ব্যবহার, ভবন নির্মাণ এবং টেকসই পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনে জ্বালানি দক্ষ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম একটি অভিনব উদ্ভাবন। এ কার্যক্রমের আওতায় ভবনসমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার ও পরিবেশগত মান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে গ্রীন বিল্ডিং রেটিং সিস্টেম প্রণয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ রেটিং সিস্টেমে ভবনের জীবনচক্রে পরিবেশগতভাবে জড়িত প্রক্রিয়া যেমন : নকশা থেকে নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার এবং ধ্বংস পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলোতে জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিত করবে। এ রেটিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ব্যাংকে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।



### ৪) জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম:

সাধারণত জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতিসমূহের দাম সাধারণ যন্ত্রপাতির তুলনায় বেশি হয়, যা জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা ও কার্যক্রমকে সহজতর করার লক্ষ্যে ভর্তুকি, অগ্রাধিকারমূলক করারোপ এবং স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। এ ধরনের স্বল্পমেয়াদি আর্থিক প্রণোদনা জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা সরাসরি লাঘব করবে। সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গৃহীত এসব স্বল্প সুদের ঋণ সাধারণ স্টেকহোল্ডারদের দীর্ঘ মেয়াদি সমাধান দিতে পারবে, যার ফলে তারা খুব সহজেই অদক্ষ যন্ত্রপাতির পরিবর্তে জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রচলন করতে সক্ষম হবে।



### ৫) জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম:

জ্বালানি সাশ্রয় ও জ্বালানি দক্ষতার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাস্টার প্ল্যানের লক্ষ্যমাত্রাগুলো টেকসই ও কার্যকরভাবে অর্জন করা সম্ভব। তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্কুলে জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্বালানির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা, ওয়েবসাইট ইত্যাদি মাধ্যমও জনগণকে সচেতন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- পিক আওয়ারে এসি, ইলেকট্রিক ইন্ট্রি, পানির পাম্প না চালানোর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- দোকান, শপিং মল, বাসাবাড়িসহ বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহারকরণ;
- গ্যাস ও বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ বন্ধের জন্য মোবাইল কোর্ট ও ঋটিকা অভিযান পরিচালনা;
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র বন্ধ করা;
- জ্বালানি অপচয় রোধে ব্যবহারের পর গ্যাসের চুলা বন্ধ করার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার বিষয়ে গ্রাহক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ পালন;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রম বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্রিকায় প্রচারণা অব্যাহত রাখা;
- জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম আয়োজন।







### খ) Action Plan for Energy Efficiency and Conservation

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি মহলের সাথে বিভিন্ন সময় মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগ একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা Action Plan for Energy Efficiency and Conservation প্রণয়ন করেছে। এ Action Plan এ ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ Action Plan এ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট এর বিভিন্ন ধাপ উল্লেখ করা হয়েছে।

### ৬.২.৫ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক কর্মকাণ্ডসমূহ

#### ক) Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project এর মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান

জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জাইকার সহযোগিতায় Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project পরিচালিত হচ্ছে। জাইকা ওডিএ কার্যক্রমের আওতায় শিল্প কারখানায় জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪% সুদে শিল্পকারখানা উদ্যোক্তা ও গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য গত ২৯ জুন ২০১৬ তারিখে জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি (BD-P-90) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আলোকে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা শ্রেডা এবং IDCOL I BIFFL কে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। গত ২৪ মে ২০১৭ তারিখে এ কার্যক্রমের আওতায় জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ৪% সুদে মেঘনা সিমেন্ট মিলস লিমিটেডকে ১২৭ কোটি টাকা, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানী লিমিটেডকে ১১০ কোটি টাকা, প্রিটি ইকো গ্র্যাপারেলস ভিলেজ লিমিটেডকে ৮৪.৪ কোটি টাকা এবং তিথি টেক্সটাইল মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড-কে ৫৭.৭৬ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য শ্রেডা কর্তৃক No Objection Certificate (NOC) প্রদান করা হয়েছে।



স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের NOC প্রদান অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত

উক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে পথ্য উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস পাবে ও উৎপাদন ব্যয় কমবে। জাতীয় সম্পদ জ্বালানি সাশ্রয়ের ফলে ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা সংহত হবে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের ফলে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ পাবে।

#### খ) টুঙ্গিপাড়া পৌর এলাকার সড়ক বাতি LED বাতি দ্বারা পরিবর্তন

ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়গামী বিদ্যুৎ ইউটিলিটিসমূহের যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানী Energy Efficiency Services Limited (EESL) এর অর্থায়নে একটি পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে গত মার্চ ২০১৭ এ টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা এলাকার সড়কবাতিসমূহ পরিবর্তন করে LED বাতি লাগানো হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ভারতের EESL টুঙ্গিপাড়া পৌরসভাকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ৪৬৬টি ২৫ ওয়াট, ৫৩টি ৭০ ওয়াট এর সড়কবাতি ও ২৪টি সিসিএমএস প্যানেল এবং পৌরসভা এলাকায় বিতরণের জন্য ৫২৫০০টি ৯ ওয়াট এলইডি বাতি সরবরাহ করে। উক্ত সিসিএমএস প্যানেলগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার সড়কবাতিগুলোকে অনলাইনে পরিচালনা (চালু ও বন্ধ করা) সম্ভব।





### গ) জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম আয়োজন

বাংলাদেশকে একটি জ্বালানি সচেতন জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দেশের নতুন প্রজন্মকে জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় সম্পর্কে সচেতন করার কোন বিকল্প নেই। বিদ্যুৎ বিভাগ বিশ্বাস করে যে, দেশের নতুন প্রজন্ম যদি এ বিষয়ে সচেতন হয়, তবে তারাই ভবিষ্যতে তাদের প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনকে জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জ্বালানি সাশ্রয় ও জ্বালানি দক্ষতার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে শ্রেডা কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ে “জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম” আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্লাসের জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যার ফলে শিক্ষার্থীরা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সামগ্রি ব্যবহারের সফল সম্পর্কে অবগত হয়। কিংত অর্ধবছরে শ্রেডা কর্তৃক ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত স্কুলিং প্রোগ্রামগুলোতে স্কুলের শিক্ষার্থীদের জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ক উপস্থাপনা ও ভিডিও প্রদর্শন, বিভিন্ন জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতির জ্বালানি দক্ষতার তুলনামূলক চিত্র সরাসরি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ক উপস্থিত বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।



স্কুলিং প্রোগ্রাম চলাকালীন একটি মুহূর্ত



স্কুলিং প্রোগ্রামে আগত শিক্ষার্থীদের একাংশ

### ঘ) জ্বালানি অদক্ষ সড়ক বাতি জ্বালানি-দক্ষ LED বাতি দ্বারা পরিবর্তন

বর্তমান বিশ্বে জ্বালানি দক্ষতার যতগুলো ক্ষেত্র অবিকৃত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে জ্বালানি-অদক্ষ বাতি LED বাতি দ্বারা পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি সফলতা পাওয়া গেছে। কারণ খুব স্বল্প বিনিয়োগে জ্বালানি-অদক্ষ বাতি LED বাতি দ্বারা পরিবর্তন করা সম্ভব; এর জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে, তা ৬ মাস থেকে ১ বছরের সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ বিল হতে পুনর্ভরণ (Reimburse) করা সম্ভব। বর্তমানে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সড়কবাতি জ্বালানি দক্ষ LED বাতি দ্বারা পরিবর্তনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে।

### ঙ) উন্নত রাইস বয়েলিং সিস্টেম

বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। প্রতি বছর বাংলাদেশ প্রায় ৪০ মিলিয়ন টনের বেশি চাল উৎপাদন করে থাকে এবং ২০১৬-১৭ অর্ধবছরে বাংলাদেশ উদ্বৃত্ত চাল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেছে। অর্ধ সিদ্ধ চাল বেশি শক্ত, কম আঠালো ও বেশি পুষ্টিকর খেতে সুস্বাদু হওয়ায় বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে অর্ধসিদ্ধ চালের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের ৯০% চাল ছোট বা মাঝারি আকৃতির ও উচ্চ শক্তিসম্পন্ন সনাতনি রাইস বয়লারে চালের তুষ ও কুঁড়া জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে সিদ্ধ করা হয়। এই সনাতনি সিদ্ধ করার প্রক্রিয়া পরিবেশবান্ধব নয় এবং খুব বিপজ্জনক। বয়লারের বিস্ফোরণে প্রতি বছর বহু লোক মারা যায়, ৫০০'র বেশি লোক মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং চুলা হতে ধোঁয়া, কার্বন মনোক্সাইড ও কণাসমূহ নির্গত হয়, যা চোখের অসুখ, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, মাথাব্যথা ও ক্যান্সারের সৃষ্টি করে। এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য শ্রেডার উদ্যোগে ইতোমধ্যে ৭৫ টি উন্নত রাইস পারবয়েলিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং ক্রমাগতই এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত উন্নত রাইস পারবয়েলিং সিস্টেমে ব্যবহৃত বয়লারগুলো প্রায় ৫০% জ্বালানি সাশ্রয়ী ও নিরাপদ।

### চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওয়েস্ট হিট রিকভারি

জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Waste heat recovery potential database প্রস্তুতের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নিঃসৃত তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড বা শাহজীবাজার বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে হিমাগার স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে টাঙ্কফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।





#### ছ) ওয়েস্ট হিট রিকভারি ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম

বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণের মধ্যে প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েস্ট হিট রিকভারি ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কর্মশালা/সেমিনার এর আয়োজন করা হচ্ছে।

#### জ) আবাসিক ভবনে জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা

জ্বালানি নিরীক্ষার মাধ্যমে আবাসিক ভবনে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য শ্রেডার নিজ উদ্যোগে ০৩টি (তিন) ভবনে জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয় এবং জ্বালানি নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ০১টি (এক) ভবনের বাতিসমূহ পরিবর্তন করা হয়। জ্বালানি নিরীক্ষা প্রতিবেদন-মালার চূড়ান্ত অনুমোদন সম্পন্ন হলে, বৃহৎ জ্বালানি ব্যবহারকারীদের স্থাপনায় নিয়মিত জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা করা হবে।

#### ঝ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নধীন অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ

- ❖ সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র এসিার তাপমাত্রা ২৫° ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার উপরে রাখা;
- ❖ ৫০টি জ্বালানি দক্ষ পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে স্বল্পসুদে (৯%) রি-ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা চালুকরণ;
- ❖ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইডাক্সিট্রিতে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- ❖ "Bangladesh National Building Code" এ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ❖ স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার পাঠ্যপুস্তকে "জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ" বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ❖ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় সচেতনতা সৃষ্টি;
- ❖ এনার্জি স্ট্যাভার্ড ও এনার্জি স্টার লেবেলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ❖ বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অকারিগরি লস দূরীকরণে গ্রি-পেইড মিটার/স্মার্ট মিটার স্থাপন।



বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঙ্গ্রহ ২০১৬ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী



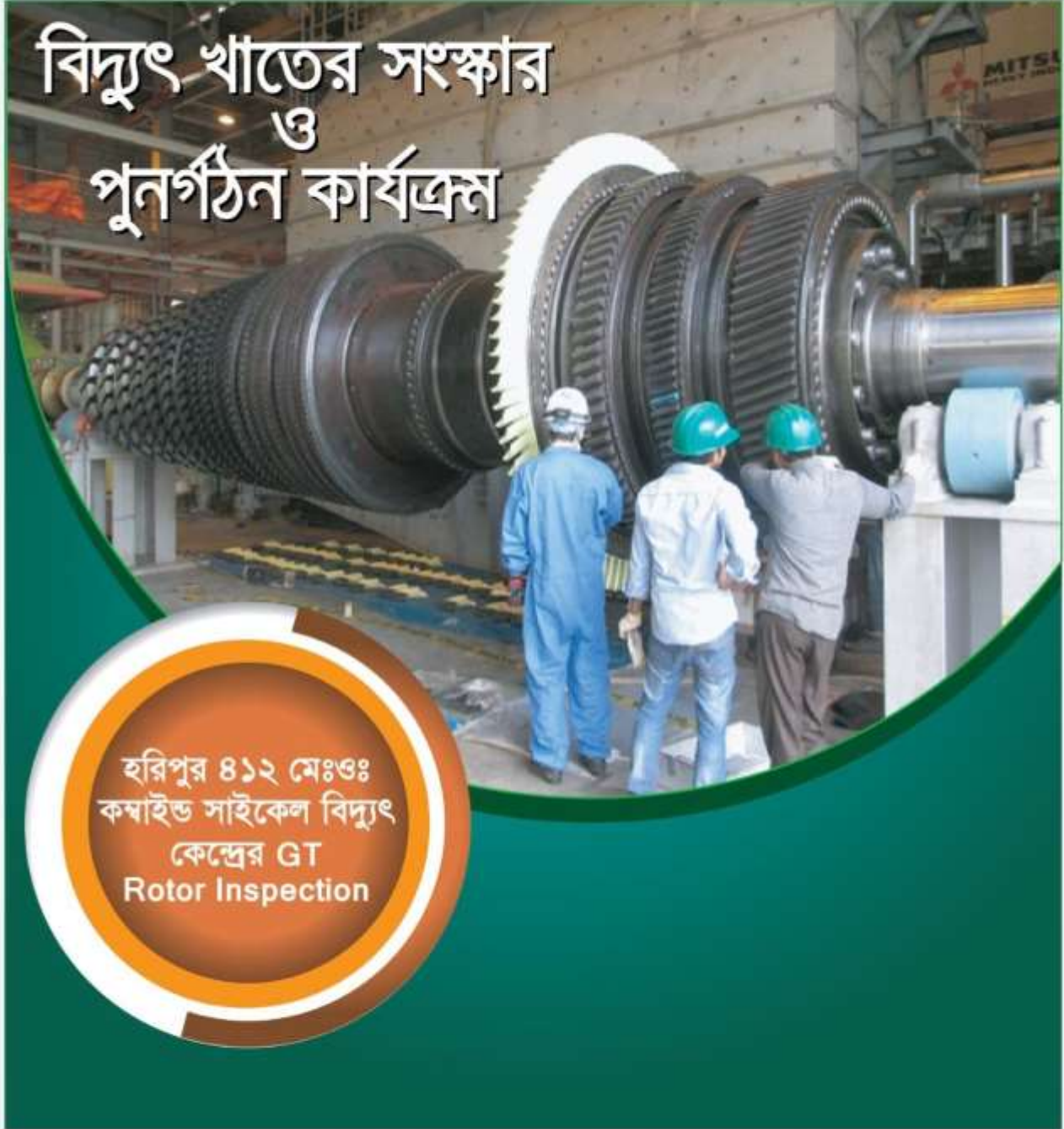
২০০ মেগওয়াট টাইড সোলার পার্ক স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান







# বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম



হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ  
কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ  
কেন্দ্রের GT  
Rotor Inspection





## বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম

### ৭.০ বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম

১৯০১ সালে ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হলেও বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালে “বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)” গঠনের মাধ্যমে। তখন বিউবো সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্ব নিয়োজিত ছিল। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে “পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)” গঠন করা হয়। পবিবোকে বিভাগীয় ও জেলা শহর ব্যতীত অন্যান্য এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯০ সালে বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় “ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) গঠনপূর্বক বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাওয়ার সেল গঠন করা হয়। পাওয়ার সেল বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পন্ন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত সুপারিশের আলোকে বিদ্যুৎখাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে ভাটিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথক করণের জন্য কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ, আন্তগণ্য পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), করাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল), নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওজোপাজেকো), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসি) ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো) গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে সংস্কারের ফল হিসাবে ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে উৎপাদন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের দ্বার প্রথম উন্মোচিত হয়।

### ৭.১ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

বিদ্যুৎখাত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি এবং এ খাতের দক্ষ ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণসহ আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দেশী ও বিদেশি পরামর্শকদের সহায়তায় সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবান করা হচ্ছে।

### ৭.২ রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট (আরবিএম) এমন এক ধরনের ব্যবস্থাপনা, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত তথ্যের ব্যবহার, ব্যবহারিক টুলস্-এর মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও পারফরমেন্স মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরবিএম-এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ইনপুট, আউটপুট, আউটকাম ও ইম্প্যাক্ট অংশে কেপিআই, তথ্য যাচাই ও ক্রিটিক্যাল অ্যাজাম্পশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রকল্পের সমস্যা সনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট বেঞ্চ মার্কিং ও পারফরমেন্স বিশ্লেষণকরণে সহায়তা করে। রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্টের সাতটি প্রধান উপাদান হলো : (১) বেসিক ডাটা বা বেইজ লাইন ডাটা (২) ফলাফল (আউটপুট, ইফেক্ট, ইম্প্যাক্ট) (৩) লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (৪) ইনপুট (৫) পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস (৬) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ম্যানেজমেন্ট (৭) লক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।

আধুনিক রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট-এর আওতায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সংস্থার কোন কর্মকর্তা কোন কাজ কীভাবে কত দিনে করবেন এবং তাঁর দায়-দায়িত্ব কী হবে সে সব বিষয় পারফরমেন্স মেজারমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (PMF) ছকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্থ বছরের শুরুতে নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক সংস্থা লক্ষ্যমাত্রা স্থির হওয়ার পর কম্পিউটারে এন্ট্রি দিবেন, যা চাইলেও পরিবর্তন করা যাবে না। সংস্থাসমূহ প্রত্যেক মাসের কেপিআই অগ্রগতির তথ্য কম্পিউটারে হালনাগাদ করবেন। সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সমন্বিত হালনাগাদ অগ্রগতি ড্যাস বোর্ডে দেখতে পারবেন। এতে একজন এমপ্লয়ীর মধ্যে সার্বক্ষণিক সচেতনতাবোধ কাজ করবে।

### ৭.৩ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের বিভিন্ন বিতরণ এলাকায় ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩,০৫,১৬৩টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিতরণ সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিতরণ এলাকার গ্রাহকদের জন্য ২০২১ সালের মধ্যে সকল আবাসিক গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।







প্রি-পেইড মিটার পদ্ধতি সংক্রান্ত কর্মশালায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

#### ৭.৪.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২৫ জুলাই ২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব চুক্তি স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎখাতের সংস্থাসমূহের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে MoU স্বাক্ষর করে বছরওয়ারী মূল্যায়ন করে আসছে। সংস্থাওয়ারী কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হওয়ায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এক ধরনের উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি এগুলো সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও মূল্যায়নের করার ফলে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কাজ সম্পাদনের জন্য প্রতিযোগিতা এবং কর্মোদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

#### ৭.৪.১ কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

বিদ্যুৎখাতের সংস্থাসমূহের সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাস্তবতার নিরীখে ও অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ SMART KPI নির্বাচন করা হয়েছে। এবারও কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সময় প্রত্যেক সংস্থার বিগত পাঁচ বছরের অর্জন বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের কমার্শিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স, এমআইএস, এমওডি, নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের পর তা সমন্বিত করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে প্রত্যেকটি সংস্থার সাথে আলোচনা করে প্রাথমিকভাবে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। অতঃপর বিদ্যুৎ বিভাগ, পাওয়ার সেল ও সকল সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়।



SPEL পাওয়ার হাউজ





### ৭.৪.২ কেপিআই অগ্রগতি, মনিটরিং ও মূল্যায়ন

পাওয়ার সেল কর্তৃক সংস্থাসমূহের কেপিআই-এর অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। পাওয়ার সেল প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন ইভিকেটরের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা শেষে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে বিদ্যুৎখাতে কেপিআই এর ধারণা নতুন। কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন একক চেষ্টায় সম্ভব নয়। এটি দলগতভাবে অর্জন করতে হয়।



মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রি-পেমেণ্ট মিটারিং ভেডিং স্টেশন এর শুভ উদ্বোধন



সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত শ্রমিক







## আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন





## ৮.০ আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

বিদ্যুৎ ঘাটতি জনিত সমস্যার সমাধানসহ এখাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে নতুন আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন করেছে। এ সকল আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনের ফলে নতুন নতুন সংস্থা/কোম্পানি গঠন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে।

## ৮.১ আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

বিদ্যুৎখাতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং পুরনো আইনকে যুগপোযোগিকরণ। যেমন-

- ❖ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন;
- ❖ “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” গঠনের লক্ষে MOA and Rules & Regulation প্রণয়ন;
- ❖ “বিদ্যুৎ আইন, ২০১৭” এর খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন।

## ৮.২ বিদ্যুৎখাতে প্রণীত আইন

ক্রমিক নং	শিরোনাম	আইন নম্বর
০১	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন- ২০১৫	০২
০২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন- ২০১৫	০৩
০৩	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) আইন- ২০১৩	৫৭
০৪	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) আইন- ২০১২	৪৮
০৫	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন- ২০১০	৫৪
০৬	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন- ২০০৩	১৩
০৭	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদেশ- ১৯৭২ (রষ্ট্রপতির আদেশ)	৫৯
০৮	বিদ্যুৎ আইন ১৯১০	IX

## ৮.৩ বিধি ও নীতিমালা

ক্রমিক নং	শিরোনাম
০১	বাংলাদেশ বেসরকারি পাওয়ার জেনারেশন পলিসি
০২	বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা
০৩	শ্মল পাওয়ার জেনারেশন পলিসি
০৪	ভিশন স্টেটমেন্ট এবং পলিসি স্টেটমেন্ট
০৫	বাংলাদেশ বেসরকারি অবকাঠামো নির্দেশিকা
০৬	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS) নির্দেশনাবলী
০৭	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS Fund)
০৮	পাওয়ার প্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্ক
০৯	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant
১০	Policy Guidelines for Enhancement of Private Participation in the Power Sector, 2008
১১	Action Plan For Energy Efficiency & Conservation
১২	Solar Guide Book
১৩	Country Action Plan for Clean Cook stoves
১৪	500MW Solar Programm







তথ্য  
প্রযুক্তির  
ব্যবহার





## তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

৯.০ বিদ্যুৎখাতে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পাওয়ার সেলের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিদ্যুৎখাতে আইসিটি উন্নয়নে পরিকল্পনা "ICT Road Map for Bangladesh Power Sector" প্রণয়ন করা হয়েছে।



২১ মার্চ ২০১৭ তারিখে 'এক আইডিয়াতে বাজিমাং' পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বিদ্যুৎখাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

### ৯.১ সেবার মান বৃদ্ধি

ক) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ : গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ পদ্ধতি আরও সহজ করার লক্ষ্যে মোবাইল ফোন ও অনলাইনের মাধ্যমে বিল প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে: বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সহজিকরণের লক্ষ্যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাহকগণ যে কোন সময় যে কোন স্থান হতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন।
- অন-লাইনের মাধ্যমে: গ্রাহকগণ এখন ইন্টারনেট/অনলাইন ও এ্যাপের মাধ্যমেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন। এ ব্যবস্থাটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহ সীমিত পরিসরে চালু করেছে।

খ) অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন : বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহ প্রচলিত পদ্ধতির সাথে অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে গ্রাহকগণ ব্যামেলামুক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করতে এবং অন-লাইনের মাধ্যমেই ডিম্যান্ড নোট পাবেন।





**গ) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:** বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের সেবার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতের সংস্থাসমূহ অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক একটি কেন্দ্রীয় অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কোন গ্রাহক যদি বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কাঙ্ক্ষিত সেবা হতে বঞ্চিত হয় অথবা বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ কেন্দ্রীয় অভিযোগ কেন্দ্রে দাখিল করতে পারে। বিদ্যুৎ ভবনে স্থাপিত অভিযোগ কেন্দ্রে যে কোন গ্রাহক স্ব-শরীরে, ফোন, ফ্যাক্স, ওয়েবসাইট এবং মোবাইল এ্যাক্সেসের মাধ্যমে অভিযোগ করতে পারে। একইসাথে সেবার মান নিশ্চিতকল্পে গ্রাহকদের মতামত (feedback) গ্রহণ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কল সেন্টার স্থাপন করা হবে। প্রাপ্ত অভিযোগগুলো কল সেন্টারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অফিসকে জানিয়ে দেয়া হবে। বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে এবং এ কাজগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে।

**ঘ) অনলাইন নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ :** অনলাইনের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চাকুরী প্রার্থীগণ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে অতি দ্রুততার সাথে তাঁদের আবেদন পাঠাতে পারবেন এবং সাথে সাথে অফিস কর্তৃক প্রাপ্তির নিশ্চয়তাপত্র প্রাপ্ত হবেন। এ ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যারটি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। অচিরেই সকল ইউটিলিটিতে ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে।

**ঙ) Enterprise Resource Planning (ERP) :** বিদ্যুৎখাতের জন্য সমন্বিত Enterprise Resource Planning (ERP) প্রবর্তনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইজিসিবিতে উজ্জ্বল বাস্তবায়িত হচ্ছে।

**চ) সমন্বিত ওয়েব সাইট (www.mpemr.gov.bd) :** বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি সমন্বিত ওয়েব সাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে জনগণ যে কোন অভিযোগ দাখিল করতে পারে।

**ছ) সোশাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন :** বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন কার্যক্রম সংস্থাসমূহ নিজ উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করছে।

**জ) ডাটাসেন্টার স্থাপন :** বিদ্যুৎখাতের ডাটা/সফটওয়্যার নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আধুনিক কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।



২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে 'ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রিড এনার্জি হ্যাণ্ডাউন ২০১৭' এর সমাপনী অনুষ্ঠান





## ৯.২ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি

ক) ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগসহ বিদ্যুৎখাতের সংস্থাসমূহ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (ই-ফাইলিং পদ্ধতি) বাস্তবায়ন করছে। এতে পেপারলেস নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আরও উন্নত হয়েছে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) অনলাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জন্য অনলাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা লক্ষে চালু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলোর প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক তা বিদ্যুৎ বিভাগে পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল এবং এজন্য প্রচুর কাগজের অপচয় হত। গুয়েভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করায় দূর-দূরান্ত অবস্থিত অফিস হতে প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক তথ্য প্রদানের সাথে সাথেই তা পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং একই তথ্য বারংবার টাইপ করতে হয়না বলে, অফিসের সময়ও সাশ্রয় হচ্ছে। বর্তমানে সফটওয়্যারটি আরও উন্নত করা হচ্ছে।

গ) ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতি চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিভাগসহ এর আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন সভা বিশেষকরে বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভা ইউটিলিটি প্রধানগণ নিজ নিজ অফিসে বসেই করতে পারেন।

ঘ) সমন্বয় সভার জন্য অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভার জন্য একটি অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে সংস্থাসমূহ প্রতিমাসে নিয়মিত অন-লাইনে তথ্য প্রেরণ করে। এর ভিত্তিতে মাসিক সমন্বয় সভায় তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

ঙ) পিএমআইএস সফটওয়্যার চালুকরণ: বিদ্যুৎখাত সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটিসমূহে সমন্বিত একক পিএমআইএস সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

## ৯.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠা

ক) স্টোর ব্যবস্থাপনা: কম্পিউটারভিত্তিক স্টোর ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ হবে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে মালামাল ক্রয়ে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। সুষ্ঠু স্টোর ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ওভার ইনভেন্টরি কস্ট পরিহার করার লক্ষ্যে স্টোর ব্যবস্থাপনাকে কেপিআই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ) অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালুকরণ: ইউটিলিটিসমূহের সকল গ্রাহক পয়েন্টে অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালু করায় কম্পিউটারের মাধ্যমে অতি সহজেই বিদ্যুতের হিসাব ও বিল প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বড় বড় এইচটি গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও Automated Meter Reading (AMR) মিটার বসানো হয়েছে। ফলে বড় বড় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম করার সুযোগ বহুলাংশে কমে এসেছে। এ ব্যবস্থা সকল এইচটি গ্রাহকদের জন্য চালু করা হবে।

গ) প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে ব্যামেলামুক্ত করাসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থার ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং মিটার রিডিং সংগ্রহের নামে গ্রাহক ভোগান্তি কমে আসবে।

ঘ) ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থাপনা: টেন্ডারিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি'র সিপিটিইউ এর মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

ঙ) "স্ল্যাপ শট" এর মাধ্যমে মিটার রিডিং: বিদ্যুৎখাতের জন্য "স্ল্যাপ শট" পদ্ধতিতে বিদ্যুতের মিটার রিডিং সংগ্রহ এবং স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে তথ্যাদি সরাসরি সার্ভারে প্রেরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বিউবোতে এ পদ্ধতিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও অন্যান্য বিতরণ সংস্থায়ও এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নায়ীন রয়েছে।

চ) অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার: বিদ্যুৎখাতের জন্য একটি সমন্বিত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে করে অডিট নিষ্পত্তি আরো সহজতর এবং গতিশীল হয়েছে। ফলে প্রতি নিরীক্ষা বছরের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির ব্যবধান কমে যাবে। ক্রমাগতই অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা হ্রাস পাচ্ছে। সর্বস্তরে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

## ছ) উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতার আয়োজন:

- ❖ এক আইডিয়াতে বাজিমাৎ: গত ২১ মার্চ ২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে 'এক আইডিয়াতে বাজিমাৎ' শীর্ষক একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
- ❖ ন্যাশনাল পাওয়ার এন্ড এনার্জি হ্যাঁকাথন: গত ১৯ ও ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল পাওয়ার এন্ড এনার্জি হ্যাঁকাথন ২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ১০০০ প্রতিযোগী নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।





### ৯.৪ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পিজিসিবি'র OPGW :

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ শীর্ষক সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে পিজিসিবি'র সম্মালন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত Optical Fiber Grounding Wire (OPGW) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মূলত সৃষ্ট বিদ্যুৎ সম্মালনের নিমিত্তে বিভিন্ন গ্রিড ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার (এলডিসি) এর তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য এবং বজ্রপাত থেকে সম্মালন লাইনের সুরক্ষার জন্য গ্রাউন্ড ওয়্যার এর মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার (OPGW) স্থাপন প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। পিজিসিবি ১৯৯৬ সাল হতে সম্মালন লাইনের ওপরে গ্রাউন্ড ওয়্যার এর পরিবর্তে OPGW প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে।

জুন ২০০৭ সাল পর্যন্ত পিজিসিবি'র সম্মালন লাইনে স্থাপিত OPGW এর মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২,২০০ কিঃমিঃ, যা জুন ২০১৭ সাল নাগাদ মোট ৫,৫৪৯.০০১ কিঃমিঃ এ উন্নীত হয়েছে। এতে দেশের অধিকাংশ বিভাগীয় এলাকা পিজিসিবি'র অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় চলে এসেছে। এ স্তর নেটওয়ার্ক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি শক্তিশালী ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহার করে দেশের চলমান তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবকে আরও বেগবান করার অপার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সারাদেশে বিস্তৃত এ ওভারহেড OPGW তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষ করে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানে ব্যবহার করলে প্রযুক্তির সমন্বয়ে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা আরও শক্তিশালী হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় পিজিসিবি শুধুমাত্র নিজস্ব যোগাযোগ ও সম্মালন লাইনের নিরাপত্তার জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে সারাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করেছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

- ❖ ২০০৬ সালে জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ ফোন লিঃ-এর নিকট ঢাকা-চট্টগ্রাম অংশে ২৪৬ কিঃমিঃ লীজ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া বর্তমানে চলমান লিজিং কাজগুলো হলো-
- ❖ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশে গ্রামীণ ফোন লিঃ এর নিকট ১৪৯ কিঃমিঃ
- ❖ ফেনী-খুলশী (চট্টগ্রাম) অংশে Banglalink এর নিকট ১১০ কিঃমিঃ
- ❖ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশ Robi এর নিকট ১৯০ কিঃমিঃ
- ❖ University Grants Commission (UGC) কে Indefeasible Right of Use (IRU) এর ভিত্তিতে দেশব্যাপী ৩,২৮৪ কিঃমিঃ এক জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদান করা হয়েছে,
- ❖ মেসার্স ফাইবার হোম লিঃ এবং সামিট কমিউনিকেশন লিঃ নামক দুইটি NTTN (Nationwide Telecommunication & Transmission Network) কে দেশব্যাপী ৩৬০০ কিঃমিঃ এক জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদান করা হয়েছে। এবং
- ❖ পরবর্তীতে বিটিসিএল এর নিকট ৩৬০০ কিঃ মিঃ এবং পুনরায় মেসার্স ফাইবার হোম লিঃ এর নিকট ১০৬৫ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পিজিসিবি ২০১৪ সালে বিটিআরসি'র কাছ থেকে NTTN (Nationwide Telecommunication & Transmission Network) লাইসেন্স পেয়েছে। ফলে সারাদেশে ও আন্তঃদেশীয় পরিমণ্ডলে বাণিজ্যিকভাবে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যে পিজিসিবি দেশের ২১টি জেলায় ১০০ জিবি ব্যান্ডউইথ ট্রান্সমিশনের একটি বড় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে IIG ও ISP অপারেটরদের নিকট উল্লেখিত পরিমাণ উচ্চগতি সম্পন্ন ডাটা নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এতে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উক্ত ২১টি জেলায় ব্যাপক অগ্রগতি আসবে।





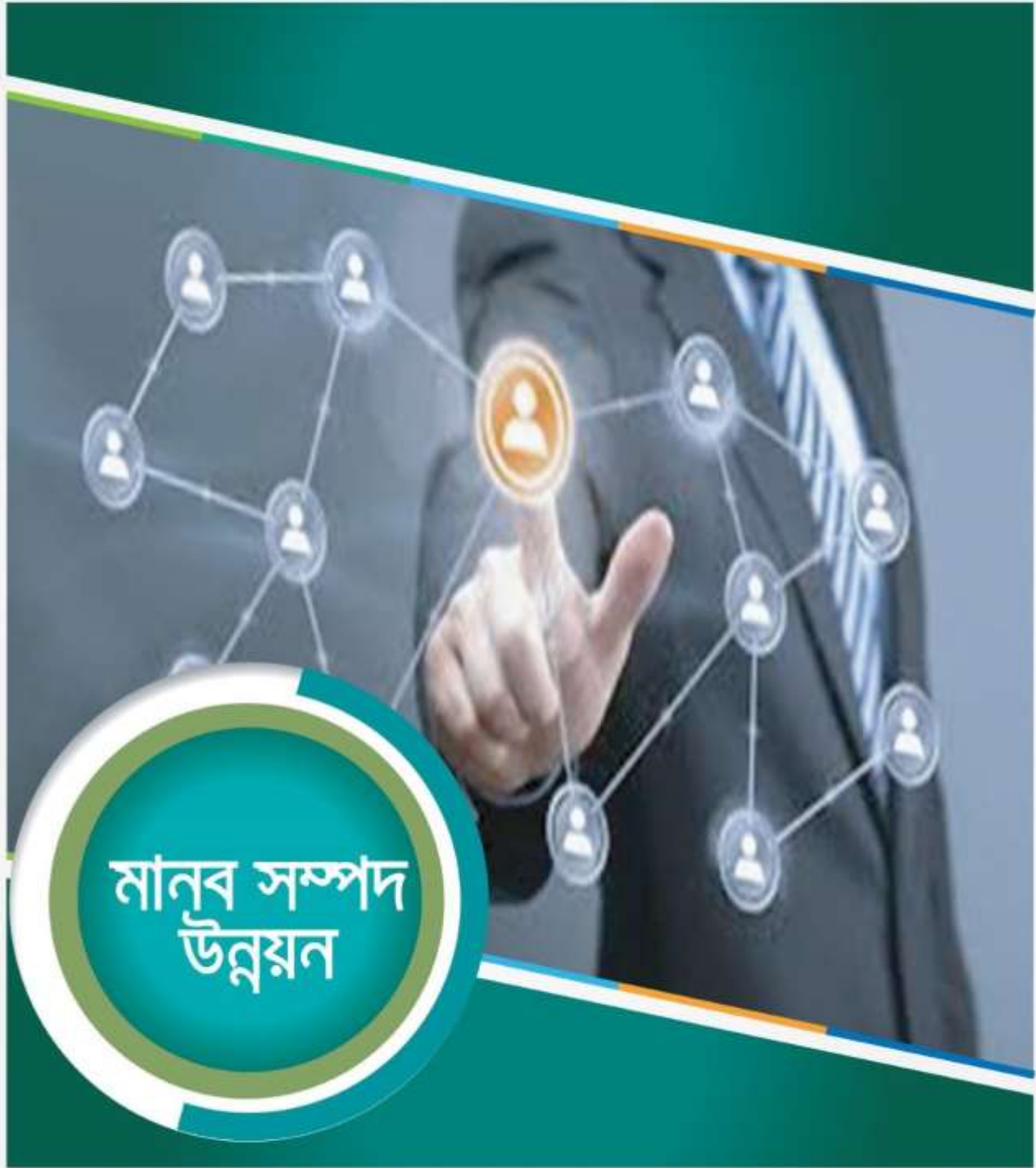
সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র (ইউনিট-১)



সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র (ইউনিট-২)







মানব সম্পদ  
উন্নয়ন





১০.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন ও বিদ্যুৎখাতের সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎখাতে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎখাতের সকল সংস্থা লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিদ্যুৎখাতের সকল সংস্থার অর্জিত প্রশিক্ষণ ঘণ্টা যথাক্রমে ২৭,৪৯,৩৫১; ২৮,০০,২১৫; ৩১,১৮,৫৯৫; ৩৭,২৫,৯৯২ এবং ৩৭,৭২,৮৩১।

সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদির বিবরণ													
ক্র. নং	বিদ্যুৎ বিভাগ/ সংস্থা/ কোম্পানি সমূহের নাম	আর্থিক বছর (২০১৩-২০১৭)			আর্থিক বছর (২০১৫-২০১৬)			আর্থিক বছর (২০১৪-২০১৫)			আর্থিক বছর (২০১৩-২০১৪)		
		প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘণ্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘণ্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘণ্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘণ্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘণ্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘণ্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘণ্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘণ্টা
১	পিএসসিডিবি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৪৫৭	৪০৬৮৬
২	বিপিসিবি	১৬১৫২	১১৫৮৪১৬	২৫৫৯০	১১১১০৪৬	১৮৪৪৮	১১২৯৯২১	১৫০৬১	৯২১৭৩৩				
৩	আরইবি	৩৯৪	১৭,৩৪,৪২৪	৮৬৪৯৮	১৬,৩০,০০০	১৭১৩৩	১২৩৩৮৮৬	২৭০০০	১১৩৫০০০				
৪	ডিপিডিবি	-	২,৯৮,৭৬০	১৩৬০৭	৩১১৬৭৬	৩৪৯৮	২৪৪৯৯২	৩৭৪৭	২৩৪৮২০				
৫	ডেনাকো	১৫১৭	১১১৭৩৩	১৫১৪	১১৩৮৮৪	১৫০০	৯৭০২৮	১৫০৭	৮৭০০৫				
৬	ওজোপাউকো	২১২১	১৫৮৮১৩	২২৬৮	১৩৬৪২৬	২৩৪১	১৫২৫১৬	২২৮৭	১৬৬০৩৬				
৭	এলিএসসিএল	৬৭৭	৪০৬২০	৬২৫	৫০২১২	৬২০	৪৬৬৫২	১০৭৩	৪১৮৪০				
৮	পিজিসিবি	৪৭৪৭	১৭১৭৫১	৩৬৫৮	১৫৬৬০৮	২৪০১	১৪৪১৭৬	৩৩৬৫	১৩৬৫৩৮				
৯	ইজিসিবি	৪০১	২৮৪৬৬	২৬১	২৭,৫০৯.৫	২৮৯	২৬০৪০	১১৭	১৩৩২৭				
১০	আরপিসিএল	২৯৬	২৩৮৬৩	১৭০	৯৪৩৮	২৬৫	১৭৩০২	২৫১	১৬০০০				
১১	নগশাউকো	৪৮০	৪৩১৬৬	৪২১	৩৭৫৪৩	২৫০	২৩১৩০	৫১	১২৩০				
১২	সিপিএসসিবিএল	৩৪	২৮১৬	৩০	৮৪৫০	১৮	১০৩২	-	-				
	মোট	২৬৮১৯	৩৭,৭২,৮৩১	১৩৪৬৪২	৩৭,২৫,৯৯২	৪৬৭৮৪	৩১১৮৫৯৫	১২৫৯১৬	২৮০০২১৫				

সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদির বিবরণ





## ১০.২ “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” গঠন

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (APSCCL), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (EGCB), নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (NWPGL), করাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (RPCL), এবং কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (CPGCB) বর্তমানে সরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (PGCB) লিঃ এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লিঃ ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিঃ। উপরোক্ত বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিগুলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে বিপুল সংখ্যক জনবল কর্মরত আছে এবং পর্যায়ক্রমে নতুন জনবল নিয়োজিত হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভসহ ১৫,৭৫৫ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণসহ সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১০,৪৩৬ কিলোমিটারে এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৪ লক্ষ ০১ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎখাতের কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎখাতের এ বিশাল কর্মযজ্ঞ দক্ষতার সাথে সূষ্ঠা ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের কোন বিকল্প নাই।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থার বিদ্যমান সীমিত পরিসরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতে কর্মরত বিপুল সংখ্যক জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই সরকার বিদ্যুৎখাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সংস্থাসমূহের বিদ্যমান অবকাঠামো ও সুবিধাদি একীভূত করে Trust Act এর আওতায় বৃহৎ পরিসরে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ও উন্নত স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” নামে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্ষিত প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে; বিদ্যুৎ বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করবে; ডিজিটাল ও আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রবর্তনে সহায়তা করবে; সমীক্ষা সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করবে। বিপিএমআই কর্মকর্তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সিমুলেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জনবল প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকবে। Bangladesh Power Management Institute (BPMI) গঠনের জন্য Deed of Trust” এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, যা বিদ্যুৎ বিভাগ নীতিগত অনুমোদন প্রদানপূর্বক Article of Association (AOA) and Memorandum of Association (MOA) প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেছে।

## ১০.৩ অবকাঠামো উন্নয়ন

বিদ্যুৎখাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণদানের পাশাপাশি ইউটিলিটিসমূহ প্রশিক্ষণের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধির বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একাডেমির আধুনিকীকরণের পাশাপাশি কক্সবাজারে এবং কেরাণীগঞ্জ নতুন প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। অন্যদিকে ডিপিডিসির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ফ্যাডা ভবনের ৪র্থ তলায় নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডও বৃহত্তর পরিসরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিক সুবিধা সমন্বিত ট্রেনিং একাডেমী ভবন নির্মাণ করেছে। পিএসডিপি এর অধীনে প্রকৌশলীদের হাতে কলামে প্রশিক্ষণদানের সুবিধার্থে ঘোড়াশাল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া একই প্রকল্প হতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে উক্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে আধুনিকায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।



গ্রিড সাবস্টেশনে  
রক্ষণাবেক্ষণ



কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেগাওয়াট ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র







## এডিপি বাস্তবায়ন





## ১১.০ এডিপি বাস্তবায়ন

### ১১.১ উন্নয়ন বাজেট

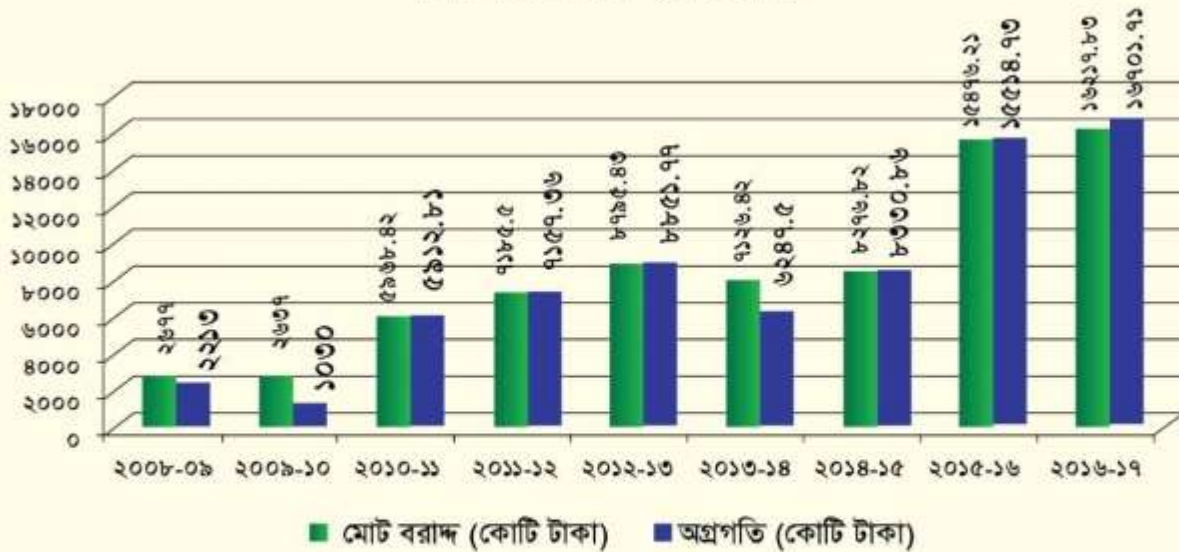
২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপি'তে বিদ্যুৎ সেক্টরের বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির আওতাভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৬২১৭.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬৭০১.৭১ কোটি টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ১০২.৯৮%। বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো:

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ			ব্যয়		
		মোট	জিএবি	পিএ	মোট	জিএবি	পিএ
২০০৮-০৯	৪৭	২৬৭৬.৫৭	১১৮৮.১৩	১৪৮৮.৪৪	২২৯৮.৭৩ (৮৬%)	১০২২.৭৬ (৮৬%)	১২৭৫.৯৮ (৮৬%)
২০০৯-১০	৫১	২৬৪৪.২৬	১২২৭.০৮	১৪১৭.১৮	২০২৪.৫৪ (৭৭%)	১১৪৩.২৩ (৯৩%)	৮৮১.৩০ (৬২%)
২০১০-১১	৫৩	৫৯৮১.৮৮	৪৩১৭.৯০	১৬৬৩.৯৮	৫৯১২.৮২ (৯৮.৮৫%)	৪৩০৪.৫০ (৯৯.৬৯%)	১৬০৮.৩২ (৯৬.৬৫%)
২০১১-১২	৫৬	৭২০৮.১০	৪৭২৫.০০	২৪৮৩.১০	৭১৭৯.৬৫ (৯৯.৬১%)	৪৬১০.৮৪ (৯৭.৫৮%)	২৫৬৮.৮২ (১০৩.৪৫%)
২০১২-১৩	৬১	৮৮০৩.০৪	৫৪০০.০০	৩৪০৩.০৪	৮৮৬৮.০১ (১০১%)	৫২৯৮.৩৪ (৯৮%)	৩৫৬৯.৬৭ (১০৫%)
২০১৩-১৪	৬৯	৭৯২৮.৪২	৪৭১৯.৩১	৩২০৯.১১	৭৯১৬.৮৪ (৯৯.৮৫%)	৪৬৩০.৮৭ (৯৮.১৩%)	৩২৮৫.৯৭ (১০২.৪%)
২০১৪-১৫	৭১	৮২৭৬.৮২	৪৬৮৩.৮১	৩৫৯৩.০১	৮৩৩০.৮৬ (১০০.৬৫%)	৪৫৩৯.৪৬ (৯৬.৯২%)	৩৭৯১.৪০ (১০৫.৫২%)
২০১৫-১৬	৭৫	১৫৪৭৬.২১	৭১৭৭.৫০	৮২৯৮.৭১	১৫৫১৪.৭৩ (১০০.২৫%)	৭০৮৩.৬৪ (৯৮.৬৯%)	৮১৩১.০৯ (১০১.৬০%)
২০১৬-১৭	৮৮	১৬২১৭.৮৩	৮৮৪৪.০৯	৭৩৭৩.৭৪	১৬৭০১.৭১ (১০২.৯৮%)	৮৬৮৯.১৯ (৯৮.২৫%)	৮০১২.৫২ (১০৮.৬৬%)

২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপি'তে বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ২৯টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৬৮৯.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৫৩০.৭২ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন মোট ১১৭টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ছিল ১৭,৯০৭.০৬ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৮,২৩২.৪৩ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১০১.৮২%।

এডিপি বাস্তবায়ন চিত্র (কোটি টাকা)



বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়





## ১১.২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুৎখাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট তে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।



চতুর্থ সেক্টর লিডারস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান

## ১১.৩ অডিট আপত্তি

বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্র.সং.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বিউবো	৩২৫৬	১৯০৭২.৮১	৮২০	৩৮৩	১৫০.৪৭	২৮৭৩	১৮৯২২.৩৪
২	বাপবিবো	১৯২	১২৪৫.৯৪	১৯২	০২	১.০০	১৯০	১২৪৪.৯৪
৩	ডেসকো	২০২	২১৬৯.৬১	২০২	৩৪	৩১৮.২৭	১৬৮	১৮৫১.৩৪
৪	ডিপিডিসি	১২১০	৪৬৫২.৯২	১৬২	১৪০	১৩৩৬.৬৩	১০৭০	৩৩১৬.৩০
৫	ইজিসিবি	২২	৮৬৬.৪১	২২	১১	২৮৫.৯৩	১১	৫৮০.৪৮
৬	পিজিসিবি	৩০৬	২২৬৭.৩৩	৩২০	৪২	৩৪৫.৯৬	২৬৪	১৯২১.৩৬
৭	ওজোপাডিকো	৫৮১	১৭৩১.৫	১৮৭	৮৮	৫৫২.৫৭	৪৯৩	১১৭৮.৯২
৮	নওপাজেকো	০৯	৩৩.২৫	০৯	০৮	৩৩.০৯	০১	০.১৬
৯	পাওয়ার সেল	১১	৪.৬৪	৯	২	০	০৯	৪.৬৪
১০	এপিএসসিএল	৫৮	৬৪২.২৩	৫৮	০	০	৫৮	৬৪২.২৩
১১	সিপিজিসিবিএল	০৬	৯.১৯২	০৬	০৪	৬.০০২	০২	৩.১৯
সর্বমোট		৫৮৫৩	৩২৬৯৫.৮৩২	১৯৮৭	৭১৪	৩০২৯.৯২২	৫১৩৯	২৯৬৬৫.৯





## বিশেষ কার্যক্রম



আলোক উৎসব



## বিশেষ কার্যক্রম

### ১২.৮ শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ইতোমধ্যে রূপকল্প ২০২১ ‘২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ীমূল্যে মানসম্মত বিদ্যুৎ’ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎখাতের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যেই দেশের ৮০ শতাংশ জনগোষ্ঠি বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠি আগামী ২০২১ সালের মধ্যেই বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে জাতীয় গ্রিডের আওতায় প্রায় ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠি বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করবে। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠি বিশেষ করে দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলের জনগণ সৌর বিদ্যুতের আওতায় আসবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্ভাবনী উদ্যোগকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ২০১২ সাল হতে দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন এবং ক্লাউট সদস্যদের অংশগ্রহণে বিদ্যুৎ ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাদা সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিয়মিত গণস্বাক্ষরকারী আয়োজন করে তার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ কার্যক্রম আরো জোরদার করা সহ গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হবে। এতে “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” কার্যক্রম দ্রুত ও বাস্তবসম্মতভাবে বাস্তবায়নও সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ স্ব স্ব এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের প্রকৃত পরিসংখ্যানসহ মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার/উৎপাদনের পরিমাণ জানার লক্ষ্যে জরিপ কাজ (House Hold সার্ভে) পরিচালনা করবে। তাছাড়াও বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ গ্রাহকগণের আস্থা অর্জন এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঝে মাঝে উন্মুক্ত গণস্বাক্ষরকারী ব্যবস্থাসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করবে। প্রত্যেক বিতরণ সংস্থা অভিযোগ কেন্দ্র চালু করবে। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোবাইলে ম্যাসেজ যেমন নতুন সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য, কিছু ক্ষেত্রে চাকুরী, বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য মোবাইল ম্যাসেজ করা হয়। তবে ধীরে ধীরে এর পরিধি বিস্তৃত করতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎখাতের জন্য ICT Roadmap প্রণয়ন করা হচ্ছে; এর নিরিখে ডাটাবেজ তৈরি করা হবে এবং Enterprise Resources Planning (ERP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ‘তথ্য ব্যবস্থাপনা’ সহজতর করা হবে। বিদ্যুৎ সম্বলন ও বিতরণ সংস্থাসমূহ সৃষ্টি সম্বলন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি মেইনটেনেন্সের লক্ষ্যে GIS Mapping সম্পন্ন করবে। এর মাধ্যমে বিতরণ সংস্থাসমূহের এলাকা নির্ধারণও সহজতর হবে। বিদ্যুৎখাতের অর্জনসমূহ ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণায় পাওয়ার সেল সহ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কার্টুন/পট গান, জারীগান, গল্পীরা গানের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতে অর্জন তুলে ধরার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।

বিদ্যুৎখাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ‘Good Governance’ ও দুর্নীতিমুক্ত বিদ্যুৎখাত বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করবে এবং একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” প্রাঙ্গিৎ এর বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হবে। বিদ্যুৎ বিলের সাথে শ্রোগান/প্রতিপাদ্যসহ বিদ্যুতের ট্যারিফের তালিকা সংযোজন করা হবে। “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” প্রাঙ্গিৎ-এর বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে মনিটরিং ডেফু ছাপন করা হবে।

‘বিদ্যুৎ উন্নয়নের পূর্বশর্ত’, অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি’। এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগকে প্রাঙ্গিৎ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের প্রয়াস অব্যাহত আছে। এ প্রয়াস অব্যাহত থাকলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বিদ্যুৎখাত যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। একই সাথে SDG লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করার অগ্রীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

### ১২.২ সেক্টরস লিডারস ওয়ার্কশপ আয়োজন

বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগসহ এ দুই সেক্টরের উপর্নতন কর্মকর্তা/ প্রকৌশলীগণের অংশগ্রহণে উভয় খাতের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আন্তঃবিভাগ সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে বিগত ২৭-২৮ মার্চ ২০১০ তারিখে ঢাকাছ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সভাকক্ষে প্রথম, ০৩-০৪ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে কুমিল্লার বার্ভে দ্বিতীয় এবং ১১ মে ২০১১ তারিখে ঢাকাছ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে তৃতীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ চতুর্থ সেক্টর লিডারস ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় ২০-২১ মার্চ ২০১৫ তারিখে ১নং আব্দুল গণি রোডছ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমন্বয় সুদৃঢ় হয়েছে এবং নির্মাণধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে জ্বালানি সরবরাহ ত্বরান্বিত করা সহ ভবিষ্যৎ জ্বালানি প্রাপ্যতার বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতার পথ উন্মোচিত হয়েছে। আন্তঃসংস্থা সমন্বয় জোরদার হওয়ায় পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে।





### ১২.৩ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ পালন

বিদ্যুতের পুঞ্জীভূত ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুসম উন্নয়নে মেয়াদভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা নীবিড় তদারকিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গ্যাস সরবরাহের স্বল্পতার কারণে আমদানি নির্ভর ব্যয়বহুল তরল জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার, বিদ্যুৎখাত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অর্জন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশের আপামর জনসাধারণকে অবহিতকরণপূর্বক সচেতন করে তোলাই জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের মূল লক্ষ্য।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ-২০১৬ উদ্বোধন করেন

“অদম্য বাংলাদেশ” এই শ্লোগান সামনে রেখে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে ১০-১২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের স্বার্থে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্কুল-কলেজের ছাত্র/ছাত্রী, মিডিয়া, গ্রাহক ও গবেষকদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতে ৯টি ও জ্বালানি খাতে ৬টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

#### বিদ্যুৎখাত

- (১) সেরা বিদ্যুৎ কর্মী (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) পুরস্কার
- (২) সেরা প্রকল্প পরিচালক পুরস্কার
- (৩) সেরা বিদ্যুৎ ইউনিট পুরস্কার
- (৪) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা পত্রিকা রিপোর্টিং পুরস্কার
- (৫) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা ইলেকট্রনিক রিপোর্টিং পুরস্কার
- (৬) সেরা বিদ্যুৎ গ্রাহক (শ্রেণিভিত্তিক) পুরস্কার
- (৭) স্কুল ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যুৎবিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা পুরস্কার
- (৮) আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র/ছাত্রীদের সেরা বিদ্যুৎ বিষয়ক উদ্ভাবনী পুরস্কার
- (৯) সেরা বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী পুরস্কার



### জ্বালানি খাত

- (১) সেরা জ্বালানি কর্মী (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) পুরস্কার
- (২) সেরা প্রকল্প পরিচালক পুরস্কার
- (৩) সেরা সরকারি প্রতিষ্ঠান (পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানি) পুরস্কার
- (৪) সেরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানি) পুরস্কার
- (৫) সেরা গ্রাহক (বাণিজ্যিক ও শিল্প) পুরস্কার
- (৬) সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন পুরস্কার



বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৬: সেরা বিদ্যুৎ গ্রাহক পুরস্কার

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্য হলো কাজের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদেরকে কর্ম উদ্দীপন করে তোলা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতৃত্বদান ও গতিশীলতা আনয়ন। সেরা আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সারা দেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির স্কুল/কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জেলা, বিভাগ ও মহানগর পর্যায়ে নির্বাচিত সেরা বক্তাদের পুরস্কৃত করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে সেরা তিন জন বক্তাকে নির্বাচন করে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনমূলক সমালোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সেরা প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভাবনী গবেষণামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎবিষয়ক সেরা উদ্ভাবনী পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারিখাতও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের অবদানের জন্য সেরা বেসরকারি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।





### ১২.৪ ফিল্ড ভিজিট

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কার্যক্রম তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং এর আওতাধীন সকল entity প্রধান মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন ইউনিটসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্ল্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা, মালামাল ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, System Loss হ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দক্ষ ব্যবহারে entity-সমূহ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়। পরিদর্শন ব্যতিরেকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়, যা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট entity প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কাজের তৎপরতা, দক্ষতা, মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে মাঠ পরিদর্শন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ।

### ১২.৫ সাজেশন

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং সুচারুপে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে সাজেশন প্রদান চালু রয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিশেষ করে ভবিষ্যৎ নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিভাগের সকল কর্মকর্তা Power Sector Development এর ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং সুপারিশমালা সচিব মহোদয়ের নিকট প্রদান করে থাকে। এছাড়া মাসিক অভ্যন্তরীণ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিদের সাথে অনুষ্ঠিতব্য সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করে থাকে। কর্মকর্তাদের পরামর্শের আলোকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পরামর্শ গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

### ১২.৬ গণশুনানী (Public Hearing)

গণশুনানী একটি চলমান প্রক্রিয়া। গণশুনানীর মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকের কাছে কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা পৌঁছে দেয়া। গ্রাহকদের অভিযোগ শ্রবণ করে তা নিরসন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এতে সংশ্লিষ্ট entity ও গ্রাহকদের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ফলে মানসম্মত কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিতরণ ইউনিটসমূহে গ্রাহকদের অভিযোগ এবং সমস্যা সমাধানে প্রতিমাসে সুবিধাজনক সময়ে Public hearing অনুষ্ঠিত হয়। এতে গ্রাহকদের সাথে entity কর্মকর্তাদের আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রাহকদের সমস্যাসমূহ সমাধানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। Public hearing একটি innovative পদক্ষেপ, যা গ্রাহকদের মানসম্মত উন্নত ধরনের সেবা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক সময় entity প্রধান ও যে সকল কর্মকর্তা মাঠ পরিদর্শনে যান তারাও এই গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গণশুনানীর মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে এবং গ্রাহকদের অভিযোগ সম্পর্কে বাস্তব চিত্র জানা সম্ভব হয়। বিগত অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ১৪৬৫টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

### ১২.৭ মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর করতে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর অধীনস্থ সংস্থা/কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং গৃহীত পরিকল্পনা/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন/পরিকল্পনাধীন বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

### ১২.৮ শাখাভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

দাপ্তরিক কার্যক্রমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক শাখাভিত্তিক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি পঞ্জিকা বছরের শুরুতে জানুয়ারি-ডিসেম্বর মেয়াদে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা মাসিক সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা ও তদারকি করা হয়। এতে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, দাপ্তরিক কাজে শৃঙ্খলা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগের পেভিং কাজের তালিকা শূণ্যের কোঠায় আনা সম্ভব হয়েছে।





## ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

### ১৩.০ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

- ❖ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা যথাসময়ে যোগান দেয়া সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ:
- ❖ জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং এগুলোর প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সমন্বয়যোগ্য সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- ❖ বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় কয়লাভিত্তিক বেজ লোড বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক কয়লার উৎস সন্ধান করা এবং স্বল্প ব্যয়ে তা পরিবহনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- ❖ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বিদ্যুৎখাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়েও বিপুল সংখ্যক কর্মচারী রয়েছে। এখানে ব্যাপক সংখ্যক কারিগরি কর্মকর্তার নিয়োগ, পাশাপাশি এ সকল কর্মকর্তাকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নয়ন করতে হলে, একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। সে লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় "বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)" নামে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।



মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর মেলা (বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৬) পরিদর্শন করছেন





# পরিশিষ্ট-ক

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে  
জুন ২০১৭ পর্যন্ত  
চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পসমূহ



জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	স্থান/ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
০১।	হবিগঞ্জ এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১০ জানুয়ারি, ২০০৯
০২।	শাহজিবাজার রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদী)	৮৬	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯
০৩।	ফেনী এসআইপিপি	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯
০৪।	উল্লাপাড়া এসআইপিপি (সামিট)	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	০২ মার্চ, ২০০৯
০৫।	কুমারগাঁও রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর : দেশ এনার্জি	১০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ মার্চ, ২০০৯
০৬।	মহিলা, ফেনী এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	২২ এপ্রিল, ২০০৯
০৭।	মাওনা, গাজীপুর এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১২ মে, ২০০৯
০৮।	বাড়বকুন্ড এসআইপিপি স্পন্সর : রিজেন্ট	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ মে, ২০০৯
০৯।	রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এসআইপিপি(সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	৯ জুন, ২০০৯
১০।	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা এসআইপিপি স্পন্সর : সামিট	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুন, ২০০৯
১১।	ভোলা রেন্টাল স্পন্সর : ডেনচার	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই, ২০০৯
১২।	ফেঞ্চগঞ্জ রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর : বরকতুল্ল্যা	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ অক্টোবর, ২০০৯
১৩।	আন্তগঞ্জ রেন্টাল স্পন্সর : খ্রিস্টান এনার্জি	৫৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৭ এপ্রিল, ২০১০
১৪।	শিকলবাহা রেন্টাল স্পন্সর : এনার্জিস এনার্জি	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ মে, ২০১০
১৫।	ঠাকুরগাঁও রেন্টাল স্পন্সর : আরজেড পাওয়ার	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	০২ আগস্ট, ২০১০
১৬।	খুলনা কুইক রেন্টাল স্পন্সর : এগ্রিকো	৫৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট, ২০১০
১৭।	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল স্পন্সর : এগ্রিকো	১৪৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট, ২০১০
			গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ আগস্ট, ২০১০
১৮।	শিকলবাহা ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং বিঃ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস	বিউবো	১৮ আগস্ট, ২০১০
১৯।	সিকিরগঞ্জ ২X১২০মেগাওয়াট(২য় ইউঃ)বিঃকেন্দ্র	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	১৪ অক্টোবর, ২০১০
২০।	পাগলা কুইক রেন্টাল স্পন্সর : ডিপিএ	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর, ২০১০
২১।	ভেড়ামারা রেন্টাল স্পন্সর : কোয়ার্টাম পাওয়ার	১১০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর, ২০১০
২২।	সিকিরগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : দেশ এনার্জি	১০০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১১
২৩।	বি-বাড়ীয়া কুইক রেন্টাল স্পন্সর : এগ্রিকো	৭০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মার্চ, ২০১১
২৪।	মদনগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : সামিট	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১০ এপ্রিল, ২০১১
২৫।	আন্তগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট পিপি	৫৩	গ্যাস	এপিএসসিএল	৩০ এপ্রিল, ২০১১
২৬।	মেঘনাঘাট কুইক রেন্টাল স্পন্সর : আইইএল	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৮ মে, ২০১১
২৭।	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল স্পন্সর : ম্যাক্স পাওয়ার	৭৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মে, ২০১১
২৮।	নোয়াপাড়া কুইক রেন্টাল স্পন্সর : খানজাহান আলী	৪০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে, ২০১১
২৯।	আন্তগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : এগ্রিকো	৮০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ মে, ২০১১
৩০।	খুলনা কুইক রেন্টাল স্পন্সর : কেপিসিএল-২	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন, ২০১১





ক্রম নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
৩১।	আতগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : ইউনাইটেড পাওয়ার	৫৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন, ২০১১
৩২।	সিদ্ধিরগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : ডাচ বাংলা	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২১ জুলাই, ২০১১
৩৩।	নোয়াপাড়া, যশোর রেন্টাল স্পন্সর : কোয়ান্টাম পাওয়ার	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ আগস্ট, ২০১১
৩৪।	বাঘাবাড়ী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ আগস্ট, ২০১১
৩৫।	ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ মেঃওঃ সিসিপিপি	১০৪	গ্যাস	বিউবো	২৬ অক্টোবর, ২০১১
৩৬।	বেড়া ৭০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্রায়্ট	৭১	এইচএফও	বিউবো	২৮ অক্টোবর, ২০১১
৩৭।	দাউদকান্দি ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ অক্টোবর, ২০১১
৩৮।	ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৪	এইচএফও	বিউবো	নভেম্বর, ২০১১
৩৯।	গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৯	এইচএফও	বিউবো	১৬ নভেম্বর, ২০১১
৪০।	বগুড়া রেন্টাল স্পন্সর : এনার্জি গ্রীমা	২০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ নভেম্বর, ২০১১
৪১।	সিদ্ধিরগঞ্জ ২৩১২০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	ডিসেম্বর, ২০১১
৪২।	হাটহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৯৮	এইচএফও	বিউবো	২৩ ডিসেম্বর, ২০১১
৪৩।	সাংগু, দোহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিঃ কোঃ)	১০২	এইচএফও	বিউবো	৩১ ডিসেম্বর, ২০১১
৪৪।	আমনুবা ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল স্পন্সর: সিনহা পাওয়ার	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ জানুয়ারী, ২০১২
৪৫।	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ রেন্টাল স্পন্সর : এনার্জি গ্রীমা	৪৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১২
৪৬।	জুলডা কুইক রেন্টাল স্পন্সর: আকর্ণ ইনফ্রা, সার্ভিস লি:	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ মার্চ, ২০১২
৪৭।	কেরানীগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : পাওয়ার প্যাক	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মার্চ, ২০১২
৪৮।	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪২	গ্যাস	বিউবো	২৮ মার্চ, ২০১২
৪৯।	কাটাখালী কুইক রেন্টাল স্পন্সর: নর্দান পাওয়ার	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ মে, ২০১২
৫০।	গাজীপুর (আরপিসিএল)	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৭ জুলাই, ২০১২
৫১।	চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (চেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ, চায়না)	১৬৩	গ্যাস	বিউবো	জুলাই, ২০১২
৫২।	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ জিটি (চায়না মেশিনারিজ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট করপোরেশন)	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	এনভিইপিজিসিএল	ডিসেম্বর, ২০১২
৫৩।	সাজ্জাহার, নওগাঁ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর, ২০১২
৫৪।	কাটাখালী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভংফেং, চায়না)	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর, ২০১২
৫৫।	রাউজান, চট্টগ্রাম (কনকর্ড ও প্রগতি কনসোর্টিয়াম লিমিটেড)	২৫	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	০৩ মে, ২০১৩
৫৬।	হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ কন্সাইড সাইকেল	৪১২	গ্যাস	ইজিসিবি	ডিসেম্বর ২০১৩
৫৭।	খুলনা ১৫০ মেঃওঃ জিটি	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	এনভিইপিজিসিএল	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৫৮।	আতগঞ্জ ৫১ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : মিডল্যান্ড পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ ডিসেম্বর ২০১৩
৫৯।	শাজাহানউল্লাহ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	২৫	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	ডিসেম্বর ২০১৩
৬০।	নাটোর, রাজশাহী ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : রাজ-লনকা পাওয়ার লিঃ	৫২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ জানুয়ারী ২০১৪
৬১।	বারাকা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: বরকতউল্লাহ ডায়নামিক	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৩ মে, ২০১৪
৬২।	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) স্পন্সর: সামিট পাওয়ার	২০৩	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে, ২০১৪





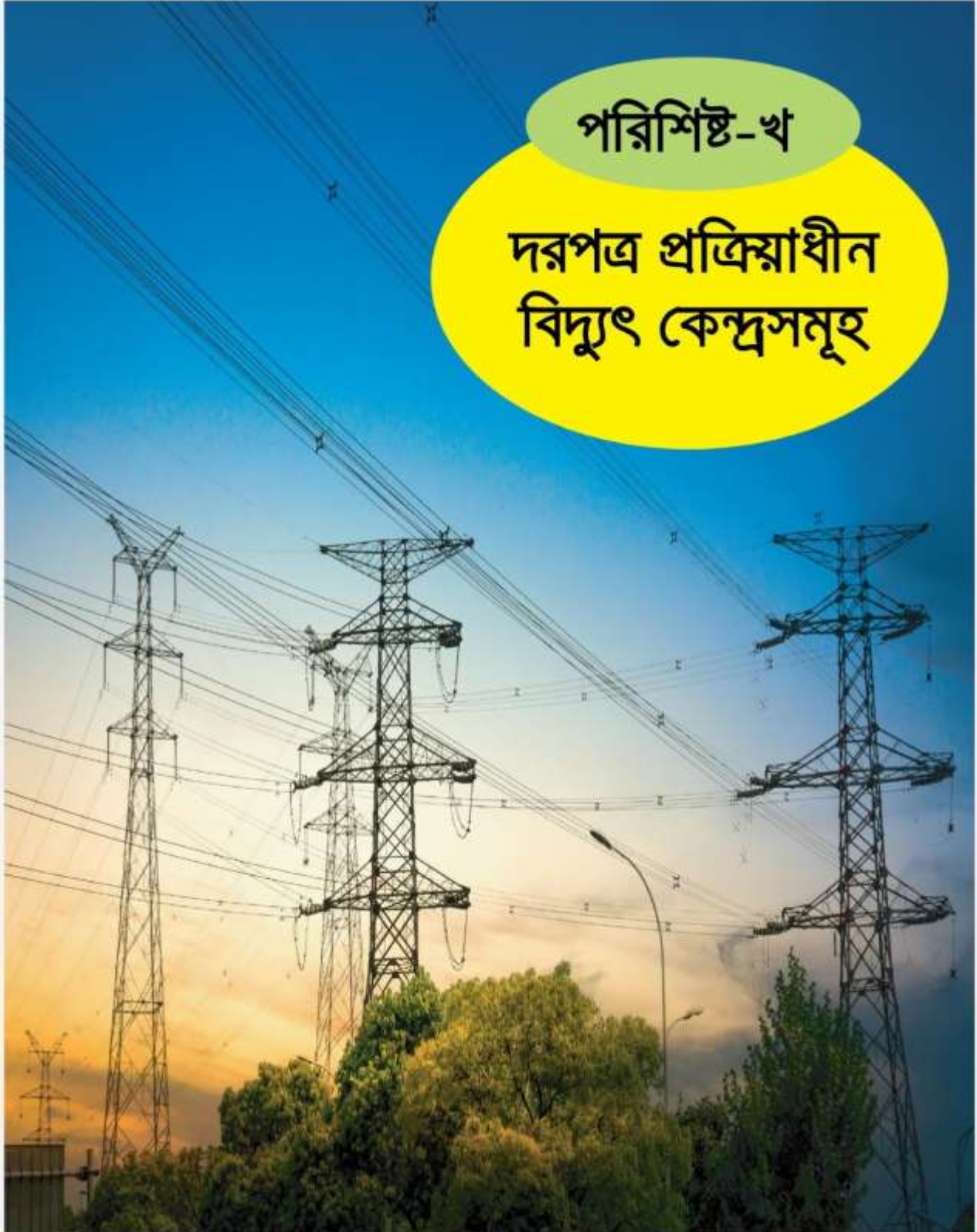
ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
৬৩।	গগনগর ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েটস	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৩ জুন, ২০১৪
৬৪।	আপগ্রেডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্রান্ট টু ২২৫ মেগাওয়াট কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্রান্ট	৬৮	গ্যাস/ ডিজেল	এনভিইপিজিসিএল	১৪ জুলাই, ২০১৪
৬৫।	ঘোড়াশাল ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: রিজেন্ট এনার্জি এন্ড পাওয়ার লিঃ	১০৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ জুলাই, ২০১৪
৬৬।	জামালিয়া, কুমিল্লা ৫২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: লাক্ষ্মানবি বাংলা পাওয়ার লিঃ	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪
৬৭।	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: ECPV Chittagong Ltd.	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ জানুয়ারী, ২০১৫
৬৮।	কাঠপাট, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: সিনহা পিপলস এনার্জি লিঃ	৫১	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
৬৯।	আতগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	১৪২	গ্যাস	এপিএসসিএল	২৭ এপ্রিল, ২০১৫
৭০।	আতগঞ্জ ১৯৫ মেগাওয়াট মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: ইউনাইটেড পাওয়ার	১৯৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৮ মে, ২০১৫
*	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি) স্পনসর: সামিট পাওয়ার	১০২	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	০১ জুন, ২০১৫
৭১।	বিবিয়ানা-২ ৩৪১ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি) স্পনসর: সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম	২২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ জুন, ২০১৫
৭২।	কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪৯	গ্যাস/ এইচএফও	ইচউই-RPCL JV	১৬ আগস্ট, ২০১৫
৭৩।	ভোলা ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	১৯৪	গ্যাস	বিউবো	০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
*	আতগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি ইউ)	৭৫	গ্যাস	এপিএসসিএল	১০ ডিসেম্বর, ২০১৫
*	বিবিয়ানা-২ ৩৪১ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি) স্পনসর: সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম	১১৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ ডিসেম্বর, ২০১৫
৭৪।	মদনগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: সামিট পাওয়ার	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
৭৫।	বরিশাল ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: সামিট পাওয়ার	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৫ এপ্রিল, ২০১৬
৭৬।	নবাবগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্রান্ট স্পনসর: ঢাকা সাউদার্ন পাওয়ার লিঃ	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ জুন, ২০১৬
৭৭।	আপগ্রেডেশন অব ঝুলনা ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্রান্ট টু ২২৫ মেগাওয়াট কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্রান্ট	৭২	গ্যাস/ এইচএসডি	এনভিইপিজিসিএল	২৮ জুন, ২০১৬
৭৮।	আতগঞ্জ সিসিপিপি (দক্ষিণ)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	২২ জুলাই, ২০১৬
৭৯।	মানিকগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্রান্ট স্পনসর: ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ আগস্ট, ২০১৬
৮০।	শাহাজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৩৩০	গ্যাস	বিউবো	জিটিঃ ২০ আগস্ট, ২০১৬ এসটিঃ ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬
৮১।	জামালপুর ৯৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্রান্ট স্পনসর: পাওয়ার প্যাক মুন্সিগঞ্জ	৯৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ নভেম্বর, ২০১৬
৮২।	বসিলা, কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেগাওয়াট স্পনসর: সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েট লিঃ	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
৮৩।	ভেড়ামারা ৩৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	২৭৮	গ্যাস/ এইচএসডি	এনভিইপিজিসিএল	৯ মে, ২০১৭
৮৪।	আতগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (উত্তর)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	১১ জুন, ২০১৭
	<b>মোট</b>	<b>৮,৩৭৮</b>			

\* এছাড়াও ভারতের বহরামপুর থেকে ৫০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা থেকে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানী শুরু হয়েছে।

\* ইতোমধ্যে চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।







পরিশিষ্ট-খ

দরপত্র প্রক্রিয়াধীন  
বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ





সরকারি ও বেসরকারি খাতে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ৬,৪১৩ মেগাওয়াট  
ক্ষমতার ৩৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি ধরণ	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
<b>সরকারি খাত</b>						
১।	কংগাই সোলার পাওয়ার প্র্যান্ট	৭	বিপিডিবি	সৌর	ডিসেম্বর, ২০১৮	NOA ইস্যু করা হয়েছে।
২।	শাহজিবাজার ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	বিপিডিবি	গ্যাস	জানুয়ারি, ২০১৯	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
৩।	আপহোডেশন অব সিলেট ১৫০ পাওয়ার প্র্যান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট	৭৫	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন, ২০১৯	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
৪।	আপহোডেশন অব বাঘাবাড়ি ১০০ পাওয়ার প্র্যান্ট টু ১৫০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি	৫০	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন, ২০২১	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
৫।	আপহোডেশন অব শাহজিবাজার ৭০ পাওয়ার প্র্যান্ট টু ১০৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি	৩৫	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন, ২০২১	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
৬।	খোড়াশাল ইউনিট-৬ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি)	২০৬	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন, ২০২২	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে RLA এর কার্যক্রম চলছে।
৭।	আতপল্ল ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব)	৪০০	এপিএসসিএল	গ্যাস	জানুয়ারি, ২০২১	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
৮।	মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২০০	সিপিজিসিএল	আমদানীকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০২৩	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
	মেট (সরকারি খাত)	২০৭৩				

**বেসরকারি খাত**

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি ধরণ	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
১।	গঙ্গাহাড়া, রংপুর ৩০ মেঃওঃ সৌর পার্ক	৩০	আইপিপি	সৌর	জুন, ২০১৮	১৮/০৪/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
২।	ধরলা ৩০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০	আইপিপি	সৌর	জুন, ২০১৮	LOI বাতিল প্রক্রিয়াধীন।
৩।	পাটমাম, লালমনিরহাট ৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (GH, BD & CETC, China)	৫	আইপিপি	সৌর	জুন, ২০১৮	২২/১১/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৪।	ফেঞ্চগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনআরবি)	৫০	আইপিপি	গ্যাস	জুন, ২০২০	ক্রমা কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ ইং তারিখে অনুমোদিত।
৫।	পটিয়া, চট্টগ্রাম(সাতক্ষীরা) ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর, ২০১৮	০৭-০৩-২০১৭ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৬।	সেকগাছা, তেতুলিয়া, পঞ্চগড় ৩০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (বেল্লিমকো লিঃ)	৩০	আইপিপি	সৌর	ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫/০১/২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৭।	ভৈরব ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	এইচএফও	মার্চ, ২০১৯	২০-০৩-২০১২ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৮।	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (গ্রিশিসান এনার্জি)	১০০	আইপিপি	এইচএফও	মার্চ, ২০১৯	১৮/০৪/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৯।	ভোলা ২২০ মেঃওঃ সিসিপিপি (সাপোজি পালনজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ, ইন্ডিয়া)	২২০	আইপিপি	গ্যাস/ ডিজেল	ডিসেম্বর, ২০১৯	১৮/০৪/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।





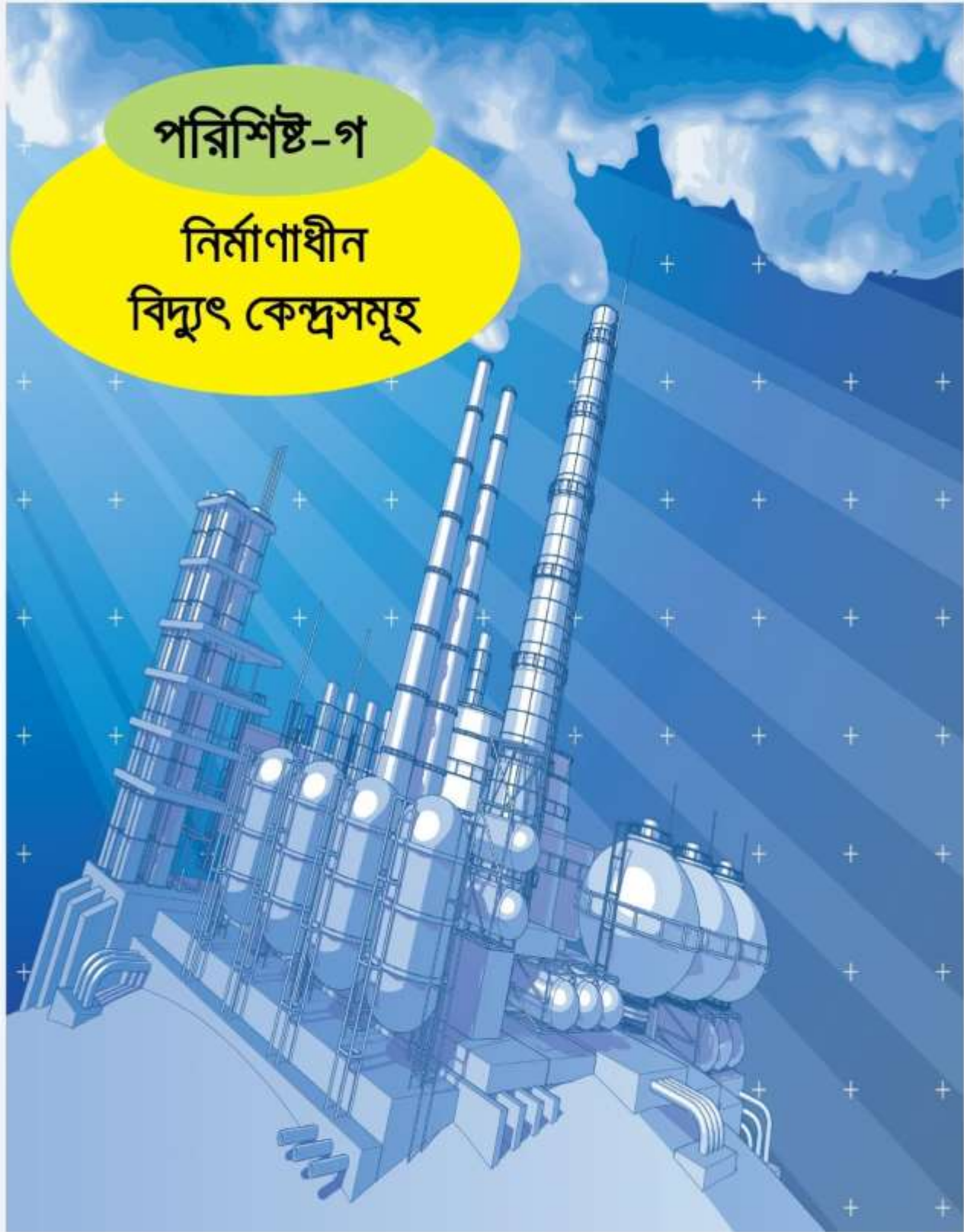
ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি ধরণ	চালুর সন্ধ্যা সময়	বর্তমান অবস্থা
১০।	লতাশাল, গাইবান্ধা ২০০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (বেসরকারি)	২০০	আইপিপি	সৌর	জানুয়ারি, ২০১৯	০৫-০৯-২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১১।	তিস্তা ব্যারিজের নিকট ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সোলার টেক)	১০০	আইপিপি	সৌর	অক্টোবর, ২০১৯	০৫-০৮-২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১২।	মাকিগাড়া, তেতুলিয়া ৮ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্যারাগন)	৮	আইপিপি	সৌর	জানুয়ারি, ২০১৯	১২-০৮-২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৩।	বড়দুর্গাপুর, মহলা, বাঘেরঘাট ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনারগন)	১০০	আইপিপি	সৌর	অক্টোবর, ২০১৯	১২-০৮-২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৪।	চাঁদপুর ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	মার্চ, ২০১৯	১৫/০৫/২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৫।	চৌমুহনী, নোয়াখালি ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	মার্চ, ২০১৯	১৫/০৫/২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৬।	ফেনী ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	মার্চ, ২০১৯	১৫/০৫/২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৭।	মেঘনাঘাট ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	মার্চ, ২০১৯	১৫/০৫/২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৮।	বাগেরঘাট ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	জুন, ২০১৯	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে
১৯।	ঠাকুরগাঁও ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	মার্চ, ২০১৯	১৫/০৫/২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
২০।	রংপুর ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	মার্চ, ২০১৯	১৫/০৫/২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
২১।	বগুড়া ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	মার্চ, ২০১৯	১৫/০৫/২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
২২।	সাত্তার ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	জুন, ২০১৯	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে
২৩।	জামালপুর ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	জুন, ২০১৯	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে
২৪।	বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০৭	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০২১	২২/০২/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
২৫।	ঢাকা ২৮২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০২২	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
২৬।	চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০২২	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
২৭।	ঝাড়খন্ড, ইন্ডিয়া ১৬০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪৯৬	আইপিপি	আমদানি	ডিসেম্বর, ২০২২	৩১/০৫/২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
	মোট (বেসরকারি খাত)	১৪৯৬				
	সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত)	৬৪১৩				



২০১৬-১৭ অর্থবছরে চালুকৃত বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সম্বলন লাইনের একাংশ







পরিশিষ্ট-গ

নির্মাণাধীন  
বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ





সরকারি ও বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১০,৭০৪  
মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(ক) সরকারি খাতঃ ৬,০৪৮ মেগাওয়াট

ক্রম নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১	শিকলাবাহা ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ভূয়েল ফুয়েল) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিপিঃ Larson & Tubro (L & T)	২৪ আগস্ট ২০১৪	২২৫	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ আগস্ট/১৭ এসটিঃ অক্টোঃ/১৭	● অগ্রগতিঃ ৮৬% ●জিটি টেস্টরানে চলছে
২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্র্যান্ট সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিপিঃ M/s Hubei Elec. Power Survey, China	৩১ মার্চ ২০১৩	১০৪	এইচএফও		আগস্ট, ২০১৭	● অগ্রগতিঃ ৯৬%
৩	ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিপিঃ CNTIC & CMC China	২৯ মে ২০১৩	৩৬৩	গ্যাস		জিটিঃ আগস্ট/১৭ এসটিঃ ডিসেম্বঃ/১৭	● অগ্রগতিঃ ৭১%
৪	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট কন্ডাইড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট (২য় ইউনিট) সংস্থাঃ NWPGL ইপিপিঃ CMC, China	২০ মার্চ ২০১৪	২২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ সেপ্টেঃ/১৭ এসটিঃ জুন/১৮	● অগ্রগতিঃ ৭৭%
৫	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট কন্ডাইড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট সংস্থাঃ ইলিসিবি ইপিপিঃ স্যামসাং সি এন্ড টি এবং আইসোলান্স	২৮ মে ২০১২	৩৩৫	গ্যাস	জিটিঃ মে/১৪ এসটিঃ মার্চ/১৫	জিটিঃ ডিসেম্বঃ/১৭ এসটিঃ জুন/১৮	● অগ্রগতিঃ ৯২%
৬	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট কন্ডাইড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ NWPGL ইপিপিঃ CMC, China	১২ জুলাই ২০১৫	২২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ মার্চ/১৮ এসটিঃ সেপ্টেম্বঃ/১৮	● অগ্রগতিঃ ৩৫%
৭	বিবিয়ানা ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিপিঃ মার্কবিনি কর্পোরেশন	২৬ ডিসেম্বর ২০১২	৪০০	গ্যাস		জিটিঃ মার্চ/১৮ এসটিঃ ডিসেম্বঃ/১৮	● অগ্রগতিঃ ৪১%
৮	বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিপিঃ HEI-CCCE JV, China	০৪ জুলাই ২০১৩	২৭৪	কয়লা		জুন, ২০১৮	● অগ্রগতিঃ ৭০%
৯	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিপিঃ ISOLUX, Spain & SAMSUNG C & T Cor.	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪	৩৮৩	গ্যাস		জিটিঃ মার্চ/১৯ এসটিঃ ডিসেম্বঃ/১৯	● অগ্রগতিঃ ১৭%
১০	খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট ভূয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিপিঃ HEI-ETERN JV, China	১৭ নভেম্বর, ২০১৬	৩৩৬	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ জানুঃ/১৯ এসটিঃ ডিসেম্বঃ/১৯	● অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে।
১১	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিপিঃ CEEG, GPEC, China	০৬ জুন, ২০১৬	২০৬	গ্যাস		মে, ২০১৯	● অগ্রগতিঃ ৩১%
১২	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিপিঃ Alstom Switzerland Ltd & CMC, China	১২ জানুয়ারি ২০১৪	২০৬	গ্যাস		জুন, ২০১৯	● অগ্রগতিঃ ২৫%





১৩	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কমলাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China) ইপিসিঃ NEPC & CECC	২৯ মার্চ, ২০১৬	১৩২০	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০১৯	অগ্রগতিঃ ২০%
১৪	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১৩২০ মেঃ ওঃ কমলাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India) ইপিসিঃ BHEL, INDIA	১২ জুলাই, ২০১৬	১৩২০	আমদানিকৃত কয়লা	মার্চ, ২০২১	অগ্রগতিঃ ২৪-০৪-২০১৭ তারিখে NTP (Notice To Proceed) ইস্যু করা হয়েছে
*	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ মার্কবিনি কর্পোরেশন	১৬ মার্চ, ২০১৬	১৩৬	গ্যাস/ ডিজেল	সেপ্টেম্বর/ ১৭	অগ্রগতিঃ ৯৪%
	সর্বমোট (সরকারি খাত)		৬০৪৮			

\* ইতোমধ্যে চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।

#### (খ) বেসরকারি খাতঃ ৪,৬৫৬ মেগাওয়াট

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃ ওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
০১	সরিষাবাড়ি ৩ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পন্নঃ IFE-CPC-JEL	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	৩	সৌর	১৭ ডিসেম্বর ২০১৫	জুলাই, ২০১৭	• অগ্রগতিঃ ৯৫%
০২	কমলাঘাট, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পন্নঃ The Consortium of Samuda Chemical Complex, Samuda Power & ASM Chemical Industries	০৪ নভেম্বর, ২০১৫	৫৪	এইচএফও		আগস্ট, ২০১৭	• অগ্রগতিঃ ৭৫%
০৩	কুশিয়ারা ১৬৩ মেঃ ওঃ সিসিপিপি সম্পন্নঃ কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	২০ আগস্ট, ২০১৫	১৬৩	গ্যাস		আগস্ট, ২০১৭	• অগ্রগতিঃ ৯৬% • জিটি টেস্টরানে চলছে
০৪	ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ ৩২ মেঃ ওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পন্নঃ EDISUN- Powerpoint & Haor Bangla-Korea Green Energy Ltd.	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	৩২	সৌর		জুলাই, ২০১৮	• অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
০৫	সুতাখালি, ময়মনসিংহ ৫০ মেঃ ওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পন্নঃ HDFC SinPower Ltd.	১৯ অক্টোবর, ২০১৬	৫০	সৌর		জুলাই, ২০১৮	• অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
০৬	টেকনাফ ২০০ মেঃ ওঃ সৌর পার্ক সম্পন্নঃ সাউদার্ন সোলার পাওয়ার লিঃ	০৯ জানুয়ারি, ২০১৭	২০০	সৌর		জুলাই, ২০১৮	• অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
০৭	টেকনাফ, কক্সবাজার ২০ মেঃ ওঃ সৌর পার্ক সম্পন্নঃ টেকনাফ সোলারটেক এনার্জি লিঃ	০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	২০	সৌর		জুলাই, ২০১৮	• অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
০৮	কক্সা ১৪৯ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পন্নঃ Consortium of Summit Power & Alliance Holding Ltd.	১২ এপ্রিল ২০১৭	১৪৯	এইচএফও/ গ্যাস		আগস্ট, ২০১৮	• অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে



ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
০৯	নিরাজগঞ্জ ৪০০±১০ মেঃওঃ সিসিপিপি স্পনসর: Symcorp, Singapore	০৮ আগস্ট, ২০১৬	৪১৪	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিং জানু/১৯ এসটিং মে/১৯	• অগ্রগতিঃ ৩৪%
১০	জুলনা, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউনিট-২ (একক ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস লিমিটেড)	২৩ জানুয়ারি ২০১৭	১০০	এইচএফও		মার্চ, ২০১৯	• অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
১১	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড	১৩ নভেম্বর, ২০১৬	৩০০	এইচএফও		মার্চ, ২০১৯	• অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
১২	কেশবীপাড়া ১০০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্র্যান্ট (খুলনা) স্পনসর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগস্ট ২০১১	১০০	এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	জুলাই, ২০১৯	• অগ্রগতিঃ ৩% • Financial closure হয় নি
১৩	কক্সবাজার ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: ইউএস-ডিকে গ্রীন এনার্জি (নিভি) লিমিটেড	১৫ মে ২০১৪	৬০	বায়ু	২৪ মার্চ ২০১৫	ডিসেম্বর, ২০১৯	• অগ্রগতিঃ ২২%
১৪	চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প স্পনসর: এসএস পাওয়ার-১	১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	৬১২	আমদানিকৃত কয়লা	নভেম্বর, ২০১৯	জুন, ২০২০	• নৌ-কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোম্পানির মাধ্যমে মার্চ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
১৫	চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প স্পনসর: এসএস পাওয়ার-২	১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	৬১২	আমদানিকৃত কয়লা	নভেম্বর, ২০১৯	জুন, ২০২০	• নৌ-কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোম্পানির মাধ্যমে মার্চ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
১৬	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পনসর: ওরিয়ন ঢাকা পাওয়ার লিমিটেড (ঢাকা-১)	২৭ জুন ২০১২	৫২২	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই ২০১৬	জুন, ২০২১	• অগ্রগতিঃ ৩% • Financial Closing হয় নাই। • EIA অনুমোদিত
১৭	খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পনসর: ওরিয়ন খুলনা পাওয়ার লিমিটেড	২৭ জুন ২০১২	৬৩০	আমদানিকৃত কয়লা	মার্চ ২০১৬	জুন, ২০২১	• অগ্রগতিঃ ৩%
১৮	ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প স্পনসর: ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২(ঢাকা-২)	২১ এপ্রিল, ২০১৬	৬৩৫	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি, ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২১	• অগ্রগতিঃ ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে GE, USA এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
	সর্বমোট (বেসরকারি খাত)		৪৬৫৬				
	সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত)		১১,৩৬৩				





পরিশিষ্ট-ঘ

পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ  
উৎপাদন প্রকল্পসমূহ





সরকারি ও বেসরকারিখাতে পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি ধরণ	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
<b>সরকারি খাত</b>						
১।	রাষ্ট্রনিয়া ৬০ মেঃওঃ সৌর পার্ক	৬০	বিপিডিবি	সৌর	ডিসেম্বর, ২০১৯	ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে।
২।	সোনগাজী, ফেনী ১০০ মেঃওঃ সৌর পার্ক	১০০	বিপিডিবি	সৌর	জুন, ২০১৯	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৩।	গঙ্গাহাড়া, ঝংপুর ৫৫ মেঃওঃ সৌর পার্ক	৫৫	বিপিডিবি	সৌর	জুন, ২০১৯	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৪।	সৈয়দপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	বিপিডিবি	ডিজেল	জানুয়ারি, ২০২০	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৫।	খুলনা ৮০০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৮০০	NWPGCL	এলএনজি	জুন, ২০২২	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৬।	বরিশাল ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	২২৫	বিপিডিবি	গ্যাস/ ডিজেল	ডিসেম্বর, ২০২১	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৭।	রাউজান, চট্টগ্রাম ৫৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	ডিসেম্বর, ২০২১	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৮।	সিদ্ধিরগঞ্জ ৫৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	ডিসেম্বর, ২০২১	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৯।	ভেড়ামারা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	২২৫	বিপিডিবি	গ্যাস/ ডিজেল	জুন, ২০২২	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
১০।	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১২০০	বিপিডিবি	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২৪	পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
১১।	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & TNB-PTB, Malaysia)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (মালেশিয়া)	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২৬	২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে BPDB এবং TNB-PTB এর মধ্যে JVA স্বাক্ষর হয়েছে।
১২।	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & SEPCO, China)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২৬	২৭ জুন ২০১৬ তারিখে BPDB এবং SEPCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
১৩।	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & CHDHK, China)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	আমদানীকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০২৬	২৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে BPDB এবং CHDHK এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
১৪।	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & KEPCO, South Korea)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (দক্ষিণ কোরিয়া)	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২৭	১৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে BPDB এবং KEPCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
মোট (সরকারি খাত)		৮৭১৫				





## পরিশিষ্ট-৬

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের  
এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ





বিদ্যুৎ বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত বিদ্যুৎ বিভাগের প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							বার্ষিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	কম (%)	অর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	কম (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বিদ্যুৎ বিভাগ	ক্যাপসিটি বিকশি এক প্রজেক্ট ইমপিমেন্টেশন সার্শেট ফর পাওয়ার সেক্টর এজেন্সিস (সিবিআইএসপি) (০১/০৭/১৩-৩১/১২/১৮)	০৩/০৬/২০১৩	৬৮৫১.৪৪ ৩৫০.০০ ৬৫০১.৪৪ ০.০০	১৮৪৭.০০ ৫০.০০ ১৭৯৭.০০	৫০০০	১৮৪৫.২ ৪৮.২২ ১৭৯৭.০০ ০.০০	৪৪.৬০%	১৯১৮.৬৮ ১০১.৬৮ ১৮১৭.০০ ০.০০	৪৪.৬০%		
বিদ্যুৎ বিভাগ	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর উইড রিসোর্সেস ম্যাপিং (০১/১১/১২-৩০/০৬/১৮)	২০/১২/২০১২	২২৪৪.৬৯ ৩২৬.৬৯ ১৯১৮.০০ ০.০০	২০১.০০ ৫১.০০ ১৫০.০০	৫১.০০	১৯৮.৯০ ৪৮.৯০ ১৫০.০০ ০.০০	১০০%	২০৯৯.৫৯ ১৯৮.৯০ ১৯০১.০০ ০.০০	৯০		
<b>বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)</b>											
বাবিউবো	গ্রি-পেনেট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন সাউদার্ন জোন চিটাগাং (০১/০১/২০০৯ - ৩১/১২/২০১৭)	০৭/১২/২০০৮	১৩৭৩৫.৮১ ১৩১৫২.৮৩ ০.০০ ৫৮২.৯৯	৬৮৫০.০০ ৬৮৫০.০০ ০.০০	৬৮৫০.০০	৬৮৫০.০০ ৬৮৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০	৮৭৫৭.৪৭ ৮৭১৪.৪৬ ০.০০ ৪৩.০১	৭৩.২৬		
	ইনস্টলেশন অব এ এ মেঃ অঃ সাধার ফটোভলটাইক পাওয়ার জেনারেশন ইন কাঙ্কাই (০১/০১/২০১২-৩১/১২/২০১৭)	০২/০৫/২০১২	১৯২৫৯.৩৪ ২৭৫২.৩০ ১৫৭৩১.৯১ ৭৭৫.১৩	১০০৫.০০ ৫.০০ ১০০০.০০	৫.০০	৪৯১.১৩ ৫.০০ ৪৮৬.১৩ ০.০০	১০০.০০	৬১৮.৬১ ১০.০০ ৫৮২.৬১ ২৫.৭০	৪৬.০০		
	সোলার হ্রীট লাইটিং প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পোরেশন প্রকল্প (০১/০১/২০১২ - ১/১২/২০১৭)	০২/০৫/২০১২	২২২৬৩.৬৩ ৬৯১৩.৯৬ ১৫৩৪৯.৬৭ ০.০০	১৫৭৩.০০ ২০০.০০ ১৩৭৩.০০	২০০.০০	১৪৩২.০০ ২০০.০০ ১২৩২.০০ ০.০০	৯১.০৭	২৫৪৪.৭২ ১১৩৯.২৩ ১৪০৫.৪৯ ০.০০	৩২.৯৯		
	শিকলবাধা ২২৫ মেঃ অঃ কঙ্কাইড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (০১/১১/২০১২ - ৩০/০৬/২০১৭)	১৯/০২/২০১৩	২০২২৪২.৩২ ৩৭১১৬.২৬ ১৩৭৫৩৬.১৪ ২৭৫৮৯.৯২	২৮৭২৫.০০ ৩৭২৫.০০ ২৫০০০.০০	৩৭২৫.০০	২৮৭৫৫.০০ ৩৭২৫.০০ ২৫০৩০.০০ ০.০০	১০০.০০	১২৪৩৬৮.৯৬ ১৮৩৫০.৬৮ ১০৫৮৬৩.৪৮ ১৫৪.৮০	৮৬.৭১		







ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							অর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাকি (%)	অর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাকি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
		কম্পিউটারশন অব শাহজীবাজার ৩০০ মেঃ ওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্রাক্ট (০১/০১/২০১৩-৩০/০৬/২০১৭)	০২/০৪/২০১৩	২৮৪৩৭২.২৭ ৮৯৭৯২.৯৮ ১৯৪৫৭৯.২৯ ০.০০	৬২২৭০.০০ ৩০৫০০.০০ ৩১৭৭০.০০	৩০৫০০.০০	৬২২৭০.০০ ৩০৫০০.০০ ৩১৭৭০.০০	১০০	২৫৮৭৫৩.৫৭ ৬৪০২৫.০০ ১৯৪৫৭৯.২৭ ১৪৯.৩০	১০০.০০	
		কম্পিউটারশন অব শাহজীবাজার ২ <sup>ন</sup> ৩৫ মেঃ ওঃ পাওয়ার প্রাক্ট টু ১০৫ মেঃ ওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্রাক্ট (০১/০১/২০১৩-৩১/১২/২০১৬)	০৫/০২/২০১৩	৩৪২০০.৪৭ ১৭৭৯.৩১ ৩০৭৪১.৭৮ ১৬৭৯.৩৮	১.০০ ১.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	৮.০০	
		কম্পিউটারশন অব সিলেট ১৫০ মেঃ ওঃ পাওয়ার প্রাক্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্রাক্ট (০১/০১/২০১৩-৩০/০৬/২০১৬)	০৫/০২/২০১৩	৭০৭৫৩.৪৮ ৪৮৫২.৯৯ ৬৫৭০২.২৮ ১৯৮.২১	১.০০ ১.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭০.৯১	০.০০	৫২৮.০৯ ৫২৮.০৯ ০.০০ ০.০০	৭.৫০	
		কম্পিউটারশন অব বাঘাবাড়ি ১০০ মেঃ ওঃ পাওয়ার প্রাক্ট টু ১৫০ মেঃ ওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্রাক্ট (০১/০১/২০১৩-৩১/১২/২০১৬)	০২/০৪/২০১৩	৫১৩৭৭.৬৯ ৫১৫৮.৩৬ ৪৩৪১৫.০০ ২৮০৪.৩৩	১.০০ ১.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০	৪৭৭.১৫ ৪৫৯.৮০ ০.০০ ১৭.৩৫	৮.৫২	
		কম্পিউটারশন অব লিঙ্গাঙ্গা-৩৩৬ ৪০০ মেঃ ওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্রাক্ট (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৬)	০৪/০৬/২০১৩	৩৩৫৮০৮.১৯ ৮৫৫৬৫.১৮ ২৩৬১৩৭.৭৮ ১৪১০৫.২৩	৬৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৬০০০০.০০	৫০০০.০০	৬৮৫০০.০০ ৫০০০.০০ ৬৩৫০০.০০ ৭৯.১১	১০৯.০৫	১১১৭৮৩.৬২ ৪৮০১৩.১৬ ৬৩৫০০.০০ ২৭০.৪৬	৪১.৪৪	
		চন্দ্রহীনবাকল ১০০ মেঃ ওঃ এইচএফএল সাইকেল পাওয়ার প্রাক্ট (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৭)	২৬/০১/২০১৪	১১১৩২২.৬৭ ১৪৬৫৩.৬৭ ৮৯২৩৮.৮৫ ৭৫৪০.১৫	৪২১৬৯.০০ ৪২৬৯.০০ ৩৭৯০০.০০	৪২৬৯.০০	৫১২৬৯.০০ ৪২৬৯.০০ ৪৭০০০.০০ ৭৬০০.০০	১০১.৬৫	৯৮৯১৯.৮৮ ৭০৪৯.০০ ৯১৩৩১.৮৯ ৮১৩৮.৯৯	১০০.০০	
		এক্সটেনশন অব বড়পুকুরিয়া কোল কনসারভেটর খার্মাল পাওয়ার স্টেশন বাই ২৭৫ মেঃ ওঃ (খার্ম ইন্সটিট) খার্মাল (০১/১২/২০১৩-৩০/১১/২০১৭)	২৬/০১/২০১৪	২৬৮৭৯৪.৯২ ৬৪৮৩২.৮৭ ১৮৩৫৫৭.২৮ ২০৪০৪.৭৭	৯৭৪০০.০০ ৭৪০০.০০ ৯০০০০.০০	৭৪০০.০০	১০৯৪০৫.৩২ ৭৪০০.০০ ১০২০০৫.৩২ ৪০৫৯.৭৩	১১৬.৬৭	১৭৬৩৪৮.৯৫ ২৭১৫৫.৫৭ ১৪৪৫০৫.৩২ ৪৬৮৮.০৬	৭০.০০	





ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							আর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	সম্পন্ন (%)	আর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	সম্পন্ন (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
		কম্পিউটার অফ মূল্যায়ন কোল স্টেইজড পাওয়ার গ্রাউন্ড কামসেলসিং বোর্ড (০১/০১/২০১৪-৩১/১২/২০১৭)	২৬/০১/২০১৪	২৩৯৬৭.২৭ ২৩৮৪৬.০৪ ০.০০ ১২১.২৩	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০	১২১০৭.৬৫ ১১৮৯৭.০৯ ০.০০ ২১০.৬২	৫০.০০	
		প্রি-পেমেন্ট মিটালি প্রজেক্ট ফর ডিজিটাইজেশন সিস্টেম এন্ড ম্যানেজিং সোল (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০১৭)	১২/১১/২০১৩	১৩২৪৯.২২ ১৮২৫.৭৪ ১০৪০৪.৮৫ ১০১৮.৬৩	২২৭.০০ ৯৫.০০ ১৩২.০০	৯৫.০০	২০০.১৪ ৯৫.০০ ১০৫.১৪ ০.০০	১০০.০০	৪৪১.৫০ ২৬২.৮৬ ১৭৮.৬৪ ০.০০	৪.০২	
		কম্পিউটার অফ যোগাযোগ ও মেইল সিস্টেম সাইকেল পাওয়ার গ্রাউন্ড (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮)	০৮/০৪/২০১৪	২৫১১৯৭.০২ ৭৪৫০৫.০০ ১৬৫৩১৯.১২ ১১৩৭২.৯০	৫৪৫৬০.০০ ৪৫৬০.০০ ৫০০০০.০০	৪৫৬০.০০	৮১৪৪৩.৯৩ ৪৫৬০.০০ ৭৬৮৮৯.৯৩ ০.০০	১০০.০৫	১৬৫৬২৮.৮২ ২৬০৮৫.০০ ১৩৮৯১.৯৭ ৫৭১.৮৫	৭০.৭৫	
		চিটপাং সোল পাওয়ার ডিজিটাইজেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, দিওবা, চট্টগ্রাম (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮)	০৯/০৯/২০১৪	১০৯৯৬৯.৮৮ ১০৬৩৬১.৭৪ ০.০০ ৩৬০৮.১৪	১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০	৪৫৭৭৩.০০ ৪৫৭৭৩.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩.১৫	
		যোগাযোগ-৩৩৫ বিপ্লব প্রজেক্ট (০১/০১/২০১৫-৩১/১২/২০১৭)	০৩/০৩/২০১৫	২৫১৯৩৪.৭৮ ৪৯৯৭৯.৭৯ ২০১৯৫৪.৯৯ ০.০০	১৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ১০০০০.০০	৫০০০.০০	২৭০৪০.১৫ ৫০০০.০০ ২২০৪০.০০ ০.০০	১০০.০০	৫৭৩৩৮.১৫ ৫০০০.০০ ৫২৩৩৩.১৫ ৫.০০	৪০.১৬	
		বিশুদ্ধ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জেলা (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)	২৩/০৩/২০১৫	৯১৪৯৮.৮৭ ৮৮০০৪.৯৭ ০.০০ ৩৪৯৩.৯০	২০৬৮০.০০ ২০৬৮০.০০ ০.০০	২০৬৮০.০০	২০৬৮০.০০ ২০৬৮০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০	২৮৬১৮.০০ ২৮৬১৮.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫.০০	
		TA for Study on Energy Security (TA No ৪৪৩৭-BAN) (০১/১২/২০১৫-৩০/০৪/২০১৭)	জানুয়ারি ২০১৫	১১০৯.৮১ ১৫৪.০০ ৯৫৫.৮১ ০.০০	৪২০.০০ ০.০০ ৪২০.০০	০.০০	৪২০.০০ ০.০০ ৪২০.০০ ০.০০	১০০.০০	২৯৪.৬১ ০.০০ ২৯৪.৬১ ০.০০	৫৫.০০	
		রামশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এলাকার স্থায়ী বসের ক্রম উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও বাটিকারী ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭)	২৫/০৮/২০১৫	৪৬২৫৭.০০ ৪৬২৫৭.০০ ০.০০ ০.০০	৩০১১২.০০ ৩০১১২.০০ ০.০০	৩০১১২.০০	৩০১১২.০০ ৩০১১২.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০	৩৬৪৯২.০০ ৩৬৪৯২.০০ ০.০০ ০.০০	৯৪.৫৮	





ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭		প্রকল্পের শুরু থেকে		মন্তব্য
					অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	বাকশি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
		মোড়ানাল-৪ বি.পাওয়ার প্রজেক্ট (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)	০৮/০৩/২০১৬	২০২৯২৩.৯৭ ২২২৪৮.২১ ১৬৮৬৬৩.৭৭ ১২০১১.৯৯	৫২৪৮০.০০ ৪৬০০.০০ ৪৭৮৮০.০০	৪৬০০.০০	৫৩১৭৪.১৪ ৪৬০০.০০ ৪৮৫৭৪.১৪ ০.০০	১০০.০০	৫৩১৭৪.১৪ ৪৬০০.০০ ৪৮৫৭৪.১৪ ০.০০	৫০.৫০	
		শাওয়ার ডিউবিত্রিশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রংপুর জেলা (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৯)	১৯/০১/২০১৬	১৩৩৪২৮.৭৩ ১২৭৪৫৭.৬৮ ০.০০ ৫৯৭১.০৫	১৭০০০.০০ ১৭০০০.০০ ০.০০	১৭০০০.০০	১৬৮৯৪.৮০ ১৬৮৯৪.৮০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০	২৫৯৮৪.৮০ ২৫৯৮৪.৮০ ০.০০ ০.০০	১৮.৫০	
		বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট জেলা (০১/০৪/২০১৬-৩১/০৩/২০১৯)	০৩/০৫/২০১৬	১৮৯০৮৪.৯০ ১৭৩৮৬১.০২ ০.০০ ১৫২২৩.৮৮	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০.০০	
		কুলা ও ওয়াশ ডুবেল যুগ্ম কনস্ট্রাকশন প্রকল্প (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯)	২২/১২/২০১৬	৩২৫৩৭৬.১৭ ৮৯০৬১.৮৯ ২০১৩৯৫.৭৮ ৩৪৯১৮.৫০	৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০	৫০.০০	৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০	৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০২	
<b>বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)</b>											
	বাপবিবো	কক্সবন্দী ইলেকট্রিকেশন আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট (রাজশাহী, রংপুর, কুলা ও বরিশাল ডিভিশন) (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৭)	০৮/০৬/২০১০	১৩৯৯৮৩.০০ ৩৫৩৭২.০০ ১০৪৬১১.০০ ০.০০	১৩০৫.০০ ৫৪০০.০০ ০.০০	১৩০৫.০০	৬৪৮১.০০ ১২৫৫.০০ ৫২২৭.০০ ০.০০	১০০	১৩২৯০২.০০ ৩০০৩৫.০০ ১০২৮৬৭.০০ ০.০০	১০০	
		পল্লী বিদ্যুতায়ন সংস্কারের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ (০১/০১/২০১২-৩০/০৬/২০১৭)	৩১/০১/২০১২	৬২৩৪৬৪.০০ ৬২৩৪৬৪.০০ ০.০০ ০.০০	১১০০০০.০০ ১১০০০০.০০ ০.০০	১১০০০০.০০	১০৪৬২৯.০০ ১০৪৬২৯.০০ ০.০০ ০.০০	৯৫	৬১৬৫৫৫.০০ ৬১৬৫৫৫.০০ ০.০০ ০.০	৯৯	
		পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের কন্সলিডেশন (ঢাকা, চাঁদপুর ও সিলেট ডিভিশন) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭)	২১/০৫/২০১৪	৫১৯৮৩৩.০০ ১২৯৩৩৩.০০ ৩৭০৫০০.০০ ২০০০০.০০	৬৩৯০০.০০ ১৩৯৩০০.০০ ৫০০০০.০০ ০.০০	১৩৯৩০০.০০	৭১০১২.০০ ১৩৮৬৫.০০ ৫৭১৪৭.০০ ০.০০	১০০	১২৬৫৬০.৮৪ ২১৫৪০.২৭ ১০৫০১৭.৫৭ ০.০০	৩৪.৮৬	
		পল্লী বিদ্যুতায়ন সংস্কারের মাধ্যমে ২০ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭)	১৫/০৭/২০১৪	১৬৪৫৩৭ ১৬৪৫৩৭ ০ ০	৪৭৩০০ ৪৭৩০০ ০ ০	৪৭৩০০	৪৬৮৭০ ৪৬৮৭০ ০ ০	৯৯.৮৩	৯৩৭৯২ ৯৩৭৯২ ০ ০	৫৪.৮৪	



ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							আর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাকশন (%)	আর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাকশন (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
		পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ কাজশাখী-কুপুর্ন বিতরণীয় কার্যক্রম-২ (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮)	১৫/০৭/২০১৪	১৩৮৫২০ ১৩৮৫২০ ০ ০	৩৬৭৭১ ৩৬৭৭১ ০ ০	৩৬৭৭১	৩৬৫৬৪ ৩৬৫৬৪ ০ ০	৯৯.৪০	৭৫৭৫৫ ৭৫৭৫৫ ০ ০	৫৬.৪৫	
		পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিতরণীয় কার্যক্রম-২ (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮)	১৫/০৭/২০১৪	১৬৮৭৩০ ১৬৮৭৩০ ০ ০	৪৮০০০ ৪৮০০০ ০ ০	৪৮০০০	৪৮০০০ ৪৮০০০ ০ ০	১০০	৯৪৮০৬ ৯৪৮০৬ ০ ০	৫০.৫৪	
		পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ খুলনা বিতরণীয় কার্যক্রম-২ (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮)	১২/০৯/২০১৪	৯৯৫৫০ ৯৯৫৫০ ০ ০	২৪২০০ ২৪২০০ ০ ০	২৪২০০	২৪১৯৯ ২৪১৯৯ ০ ০	১০০	৬৫৯৪৪ ৬৫৯৪৪ ০ ০	৫৭.০০	
		পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ বরিশাল বিতরণীয় কার্যক্রম-২ (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮)	১২/০৯/২০১৪	৮৩৮৯০ ৮৩৮৯০ ০ ০	২০৯০০ ২০৯০০ ০ ০	২০৯০০	২০৬১৯ ২০৬১৯ ০ ০	৯৮.৭১	৫৪৮০৭ ৫৪৮০৭ ০ ০	৫৮.৪৪	
		পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতাধীন বাকী বিতরণীয় অঞ্চলে সি-শ্রেণীর ই-বিতরণ স্থাপন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮)	২৪/১১/২০১৫	৪৩৩২০ ১০৩৬৯ ৩২৯৫১ ৩২৫	১ ১ ০ ০	১	০.১৭ ০.১৭ ০ ০	০	০.১৭ ০.১৭ ০ ০	০	
		পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৮)	০৩/০৮/২০১৬	৬৯১৫৪১ ৬৯১৫৪১ ০ ০	১৮১৭৩৪ ১৮১৭৩৪ ০ ০	১৮১৭৩৪	১৮১৭৩৩ ১৮১৭৩৩ ০ ০	১০০	১৯৩৬৭০ ১৯৩৬৭০ ০ ০	২৮	
		পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতাধীন ৭০০০০ গ্রামসেতুতে বিকল্প ট্রান্সমিটার প্রতিস্থাপন (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৭)	০৪/১২/২০১৬	৭৯৯৯৪ ৭৫৫২০ ০ ৪৪৭৪	২৯০৬ ২৯০৬ ০ ০	২৯০৬	২৯০৬ ২৯০৬ ০ ০	১০০	২৯০৬ ২৯০৬ ০ ০	৪	
		পল্লী বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮)	৩১/০৫/২০১৬	১২২৮২৭ ৪৫৬৮৬ ৭৭১৪০ ০	৯০০ ৬০০ ৩০০ ০	৬০০	১১৫৪ ৬০০ ৫৫৪ ০	১২৮	১১৫৪ ৬০০ ৫৫৪ ০	১	
		সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিদ্যারইবি'র সদর নগরের সৌভ সুবিধার উন্নয়ন (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৮)	০৫/১০/২০১৬	১৪১৭১০ ১৪০৭১১ ০ ৯৯৯	১১৮২৩ ১১৮২৩ ০ ০	১১৮২৩	১১৮৬২ ১১৮২৩ ০ ৩৯	১০০	১১৮৬২ ১১৮২৩ ০ ৩৯	৮	





ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							অর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাক্যন (%)	অর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাক্যন (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
		বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) (০২/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)	২২/১১/২০১৬	৩৪০৩৮৩ ১৩৫৫৫৭ ২০৪৩৯৯ ৪২৭	১ ১ ০ ০	১	১ ০ ০	০	১ ১ ০ ০	০	
		বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (সোয়াশাহী, হংপুর, কুলনা ও বরিশাল ডিভিশন) (০২/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)	২২/১১/২০১৬	৩০৭৭৫৪ ১২০১৭৭ ১৮৭১৫০ ৪২৭	১ ১ ০ ০	১	১ ০ ০	০	১ ১ ০ ০	০	
		টেকনিক্যাল এসিসটেন্স প্রোগ্রামের ফর ইনসিটিজিউশনাল ট্রেন্ডেনিং অব করাল ইলেকট্রিকিটেশন প্রোগ্রাম (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯)	০৭/০৮/২০১৫	৫৭৯৪ ১১১৪ ৪৬৮০ ০	৪৩৬ ৩৬ ৪০০ ০	৩৬	৫৪৮ ৩৩ ৫১৫ ০	১২৬	৯৩৪.৬২ ৪৭.৬৮ ৮৮৬.৯৪ ০	১০	

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)



বার্ষিক প্রতিবেদন  
(অর্থ বছর ২০১৬-১৭)



ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							অর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বরাদ্দ (%)	অর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বরাদ্দ (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
		সিবিআন-কালিয়াটিক ৪০০ ফেড সঞ্চালন লাইন ও ফেডগেজ-বিবিয়ানা ২৩০ ফেড সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৭)	৫/১০/২০১০	২০১০৫৬.৫৬ ৭৯৫১৮.৮১ ৭৪০০০.০০ ৪৭৫৩৭.৭৫	১১৬০০ ৫৯০০ ৫৭০০	৫৮৫০	১১৫৪১.৩৫ ৫৭১৩.৭৮ ৫৮২৭.৫৭	১০০	১৪৪৭০২.০৫ ৭৫২৮৫.০৭ ৬৯৪১৬.৯৮	১০০	
		ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন স্টেটওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (০১/০১/২০১৩-৩০/০৬/২০১৯)	০৫/০২/২০১৩	২৪২৬৬০.৮২ ৩৭৮৩২.৬৬ ১৭৬৭৫২.৫৯ ২৮০৭৫.৫৭	৩৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৩০০০০.০০	৩০০০.০০	৩৪৭৯০.২৬ ৬০০০.০০ ২৮৭৯০.২৬	১৬.৪৫	৬১৯০৮.৮৩ ৭৫০০.০০ ৪৬২২৭.০৬ ৮১৮১.৭৭	৩১.৮৫	
		১৩২০কিউ গ্রিড স্টেটওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প ইন ইস্টার্ন রিজিয়নে (০১/০১/২০১৩-৩০/০৬/২০১৮)	০৫/০২/২০১৩	৯৮৬৮৪.৩৩ ১৭৭১৩.৩২ ৬৯৩২৩.০০ ১১৬৪৮.০১	৩০৬০০.০০ ৬৬০০.০০ ২৪০০০.০০	৬৪০০.০০	৩২৮০৮.০৪ ৭৮১৬.০৮ ২৪৯৯১.৯৬	১১.৮৭	৬৫২৬৩.৭৩ ১৬৫৮০.৩৯ ৪৬২১৮.৫৪ ৩৩৬৫.০০	৮৪.৭১	
		৪০০/২৩০/১৩২ ফেড গ্রিড স্টেটওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৯)	০৮/১০/২০১৩	৩২২৭০৭.২৯ ৪৬৯৫৭.২২ ২৩৩৮১৬.৪০ ৪১৯৩৩.৬৭	১৫২০০.০০ ১৯০০.০০ ১৩৩০০.০০	১৯০০.০০	১৫১৫৬.৭০ ১৯০০.০০ ১৩২৫৬.৭০	৯৯.৫৫	১৮২৩০.১৬ ১৯০০.০০ ১৬৩৩০.১৬	৩৯.৭৪	
		গ্যানহেলমেট অব ক্যাপাসিটি অব গ্রিড সাল: এড ট্রান্সমিশন লাইন ফর রাম্বাল ইলেকট্রিকালেশন। (০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০১৭)	২৬/০৪/২০১৪	১৩৩২৬৭.৬২ ২১২৬৭.৬১ ৯১২৩৩.২১ ২০৭৬৬.৮০	১১০০০.০০ ৩৪০০.০০ ৭৬০০.০০	৩৪০০.০০	১১২০২.০২ ৩২৭৭.৯৩ ৭৯২৪.০৯	৯৭.২০	১৪২৩৬.৮৪ ৩২৭৭.৯৩ ১০৯৫৮.৯২	৪৩.২১	
		আওগেজ-ভুলতা ৪০০ ফেড ট্রান্সমিশন লাইন (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮)	১৮/১১/২০১৪	৮৫৩৬৮.০৭ ৬৩৭৮৫.৬৬ ০.০০ ২১৫৮২.৪১	৩৪০০০.০০ ৩৪০০০.০০ ০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০২৭.৮৬ ৩৪০২৭.৮৬ ০.০০	১০১.০০	৬০৮৫৩.৩৯ ৫৫৪৬৬.৩১ ০.০০ ৫৩৫৭.০০	৯০.৫০	
		বাংলাদেশ (কেডামারা)- ভারত (কহেরাপুর) বিদ্যমান গ্রিড আওগেজসমূহের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ (৫০০ মে: ৫:) (০১/০২/২০১৫-৩১/১২/২০১৮)	৩১/০৩/২০১৫	১৮৫৪৭৯.৫১ ৫৮০৯১.২৬ ১০০০৪৫.২৩ ২৭৩৪৩.০২	১৬৫০০.০০ ১১০০০.০০ ৫৫০০.০০	১১০০০.০০	১৬৭০৫.৯৬ ১০৯৭৪.৮৫ ৫৭৩১.১১	১০১.০০	৪৩২৮২.০৭ ১৬৭৩২.৫৩ ২৩৮০০.১১ ২৭৪৯.৪৩	৫১.৭৮	
		পশ্চিমবঙ্গীয় গ্রিড স্টেটওয়ার্ড উন্নয়ন (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)	০৮/১২/২০১৫	১৪২৩৮৯.৫০ ৩২৪৭৫.৩৭ ৬২৫২০.০০ ৪৭৩৯৪.১৩	৩৫.০০ ০.০০ ৩৫.০০	০.০০	৩২.৮৭ ০.০০ ৩২.৮৭	১০১.৩২	৫৮৯৫.৬৭ ০.০০ ৩৪০.৮০ ৫৫৫৪.৬৭	৮.৪১	
		ইন্সটিটিউশনাল স্টেন্ডেনসি অব শিজিবিবি (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮)	২৭/০১/২০১৬	২৫৯৬.৫৪ ৮৮.০৮ ২৩৩৩.৪৪ ১৭৫.০২	২০.০০ ০.০০ ২০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	২০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.৮০	







ক্রমিক	বান্ধবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭ অর্থ	২০১৬-১৭		প্রকল্পের শুরু থেকে		মন্তব্য
					অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	অর্থ বছরের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	অর্থ বছরের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
		আমিনবাজার-মাওয়া-মালা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২০)	২৬/০৪/২০১৬	১৩৫৬৫৯.২৩ ৫৩৮৩৮.১২ ৬৬২৯৯.২৭ ১৫৫২১.৮৪	২৪২১.০০ ১৮৯৩.০০ ৫২৮.০০	১৬১৭.১৫	২১৪৫.৭৫ ১৬১৭.৭৫ ৫২৮.০০	৪১.৩৩	২১৪৫.৭৫ ১৬১৭.৭৫ ৫২৮.০০ ০.০০	৬.২০	
		পারমানবিক বিনামূল্যে জাতীয় গ্রীডে সংযুক্তির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (০১/১০/২০১৫ হইতে ৩১/১২/২০১৬)	২১/০৩/২০১৬	১০১০.০০ ১০১০.০০ ০.০০ ০.০০	৯১৮.০০ ৯১৮.০০ ০.০০	৯১৮.০০	৮৮৬.৮৬ ৮৮৬.৮৬ ০.০০	১০০.০০	৮৮৬.৮৬ ৮৮৬.৮৬ ০.০০	১০০	
		ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রীড ট্রেন্ডিং প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩১/১২/২০২০)	২১/০৭/২০১৬	৪৫৬৭৯৯.৩৭ ১৩৪০৪০.৬৯ ২৭৬৭৫৫.৫৮ ৪৫৯৫৩.১০	৩৪৭৯.০০ ২১৭৯.০০ ১৩০০.০০	২১৭৮.৩৩	৩৪০১.৪৬ ২১৭৮.৩৩ ১২২৩.১৩ ০.০০	৯৩.৯৬	৩৪০১.৪৬ ২১৭৮.৩৩ ১২২৩.১৩ ০.০০	৬.৮৪	
		শীত জিভিক বিনামূল্যে সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২১)	১০/১১/২০১৬	২৯৮২৩৭.৯০ ১২৫৩১১.২৩ ১২৪২৫২.৬৬ ৪৮৬৭৪.০১	১১০০.০০ ১১০০.০০ ০.০০	১১০০.০০	১১০০.০০ ১১০০.০০ ০.০০	৮৮.১০	১৩৬৯.৪৩ ১১০০.০০ ০.০০ ২৬৯.৪৩	০.৩৭	
		পাওয়ার গ্রীড নেটওয়ার্ক ট্রেন্ডিং প্রকল্পে আভাস নিশ্চিতকরণ (জি টু জি) (০১/১০/২০১৬-৩০/০৬/২০২১)	২২/১১/২০১৬	১৩৭০৩৩০.৯৪ ৩৭২৯২৪.৭২ ৯৭০৭৬১.৮৮ ২৬৬৪৪.৩৪	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০	
		পটুয়াখালী (পায়রা)-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ (০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০১৯)	২৫/০৪/২০১৭	৩২৯৪২৪.৪৬ ২৭২৭৭৪.৭৯ ৩৪৮৭১.২৬ ২৩৭৭৮.৪১	৫৩০৬.০০ ৫৩০৬.০০ ০.০০	৫৩০৬.০০	৫৩০৬.০০ ৫৩০৬.০০ ০.০০	১০০.০০	৫৩০৬.০০ ৫৩০৬.০০ ০.০০	১.০০	
<b>ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি)</b>											
	ডিপিডিসি	কম্পিউটার এন্ড এনালগিস অফ ডিস্ট্রিবিউশন স্টেশন ওয়ার্ক অফ লাইন এন্ড সাইড লোড সার্ভার ডিপিডিসি (জুলাই'১৬-ডিসেম্বর'১৮)	২৪/১১/২০১৩	৫৯৬৪৩.৫১ ১৭৬১৬.১১ ২৬০৮৫.০২ ১৫৯৪২.৩৮	৯৮০০ ৩৮০০ ৬০০০	৩৮০০	১০৭৯৭.০৪ ৩৮০০ ৬৬৩২.৩৮ ৩৬৪.৬৬	১০০	৩৬৩৭২.৯০ ১৩৮০০.০০ ২২৫৭২.৯০ ০.০০	৭৫.১৪	
		ট্রান্সমিশন মিলিং প্রকল্পে লাইন সার্ভার ওয়ার্ক ডিপিডিসি (জুলাই'১৬-ডিসেম্বর'১৭)	২৯/১০/২০১৩	১৭৩৩৫.৫১ ৬৮২৩.৮৭ ৯০৯৯.৪৯ ১৪১২.১৫	১১০ ০.০০ ১১০	০.০০	১১০ ১১০	১০০	১৭৭.০০ ১৭৭.০০	৩.৭১	
		কম্পিউটার অফ লাইন ১৫২/৫০ কেভি এন্ড ৫০/১১ কেভি সার্ভার অফ ডিপিডিসি (জুলাই'১৬-জানু'১৯)	১৯/০৯/২০১৩	১৮৫০৬৬.১৯ ৩৩৭৩৫.৩১ ১২৯৩৮৬.০৪ ২১৯৪৪.৮৪	২৫১০০ ৮৫০০ ১৬৬০০	৮৫০০	২৭০৬২.৩৭ ৮৫০০ ১৭০৮২.৪১ ১৪৭৯.৯৬	১০০	৫৪৬০৬.৬৮ ১৮০৪৯.০০ ৩৬৫৫৭.৬৮ ০.০০	৩৬%	





ক্রমিক	বাহ্যাবয়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							আর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাকস্ব (%)	আর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাকস্ব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
		সি-সেপটেশন নির্মাণ, হলেঙ্গি নদ কাছিক এলাকায় বিস্তারিত স্বাক্ষর ডিপিভিসি (জুলাই'১৫-জুন'১৬)	২৩/১২/২০১৪	২২৪৪২.১১ ১৮৮৯০.১৪ ০.০০ ৩৫৫১.৯৭	৫৯৫০ ৫৯৫০ ০.০০	৫৯৫০	৬০৭০.৮৪ ৬০৬৮.০৭ ২.৭৭	১০০	৬০৭০.৮৪ ৬০৬৮.০৭ ২.৭৭ ০.০০	৪২%	
		সরাসরি, পানসন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১১ কোর্স সুইচিং স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই'১৫-জুন'১৬)	৯/১০/২০১৪	৩০৭৫.৩২ ৩০৩৫.৭৬ ০.০০ ৩৯.৫৬	২৫০০ ২৫০০ ০.০০	২৫০০	২১৬৪.৭৬ ২১৬৪.৭৬	১০০	২১৬৪.৭৬ ২১৬৪.৭৬ ০.০০ ০.০০	৭৯.৬৭%	
		এক্সপানশন এক স্টেশনশিফট অব পাওয়ার সিস্টেম সেন্ট্রাল অফিস ডিপিভিসি এলাকা (জুলাই'১৫-নভেম্বর'১৬)	০৬/১২/২০১৬	২০৫০১৫১.৫ ৫৫৩৬৯৬.৩৯ ১৩৮৪৪২৮.৫১ ১১২০২৬.৬	১.০০ ০.০০ ১.০০	০.০০	০.০০	০.০১%	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০১%	
<b>ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)</b>											
	ডেসকো	কমিউনিকেশন অব ১০২/১০৩/১০৪ কোর্স ট্রান্সমিটার স্টেশন অব টার্নিং স্টেশন ইন ডেসকো এলাকা (০১/০৭/২০১৫-০৬/০৬/২০১৬)	০১/১০/২০১৩	৯৪৬১৩.৭১ ১৬০৪৭.২৯ ৫৪৩৫৩.৭২ ২৪২১২.৭০	১৩৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ৯০০০.০০	৪৮০০	১৫৫৯৭.৩৬ ২৮১৬.৮৭ ১১৩২৭.২৩ ১৪৫৩.২৬	১০০	১৯৮১৭.৮০ ২৮১৬.৮৭ ১৫২৩২.২৭ ১৭৬৮.৬৬	২৮.৭৪%	
		স্বয়ংসেবা এক বিয়ারিং স্টেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন ডেসকো এলাকা (০১/০৭/২০১৫-০৬/০৬/২০১৬)	০১/১০/২০১৩	১৯৮৯১৫.৭৭ ৩৪২৯৮.৪৯ ১১০৬৪০.২৯	৮৮০০.০০ ১৮০০.০০ ৭০০০.০০	১৮০০.০০	১২৭৩১.৩৬ ১৭৪০.৪৯ ৯৭৪৭.৮৬ ১২৪২.৮৯	১০০	৬৫৩৪৫.৫০ ২১০৪৬.৯৩ ৪৪২৯৮.৫৭ ০.০০	৭২.৪৬%	
		ডেসকোতে টার্নিং স্টেশনে সুবানক ইন্টার কমিউনিকেশন (স্বারা) সিস্টেম এর ডিজাইন, সরবরাহ ও স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-০৬/০৬/২০১৬)	২৯/০৩/২০১৬	১৫২১৯.৯৮ ২৭৯৮.৯৫ ৯৯১৬.৮৮	১৬০.০০ ০.০০ ১৬০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	৫.০০	
		ডেসকো এলাকায় ৩৩ কোর্স স্বয়ংসেবা ইন্টার কমিউনিকেশন (স্বারা) কর্তৃক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-০৬/০৬/২০১৬)	২৫/০৫/২০১৬	৫৬৯৮১.৯ ১১০৩২.৪৩ ৩৫৮৫৫.৪	১.০০ ১.০০ ০.০০	০.০০	০.০০	৮.০০	০.০০	৮.০০	
		ডেসকো'র উত্তরা ও মধ্যাঞ্চল ১০১/১০২/১০৩ কোর্স ট্রান্সমিউটেশন (স্বারা) কর্তৃক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-০৬/০৬/২০১৬)	২৫/০৫/২০১৬	২৫১৩৫.৯৫ ৫১৫৪.৬ ১৫৮১৩.৮১	১.০০ ১.০০ ০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	৫.০০	







ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							আর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাক্যন (%)	আর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাক্যন (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
<b>আন্তর্গঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল)</b>											
	এপিএসসিএল	আন্তর্গঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ কত্থাইত সহইকেল পাওয়ার প্লান্ট (নর্থ) প্রকল্প (০১/০৭/২০১১-০১/১২/২০১৭)	০১/১১/২০১১	৩৪০০০১.৮৫ ৩৫২৭১.০০ ২৯৯৬০৪.৬০ ৫১২৬.২৫	৭৫৩০০.০০ ৭৩০০.০০ ৬৮০০০.০০	৭৩০০.০০	৬২৫৫২.৪৯ ৬২১৪.৩৩ ৫৬১২৯.৬১ ২০৮.৫৫	১০০	২০০২৮৭.১৫ ১৭৫১৮.৮৬ ১৮২৭৬৮.২৯ ০.০০	৫২.০৭	
		আন্তর্গঞ্জ ৪০০ মেঃ ওঃ কত্থাইত সহইকেল পাওয়ার প্লান্ট (পূর্ব) নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-০৩/০৬/২০২০)	২২/০৯/২০১৫	২৯৩১৩৬.৩৯ ৪২০৬৮.৫৩ ২৩৫৮২৮.০২ ১৫২৩৯.৮৪	২০০.০০ ০.০০ ২০০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০	
<b>নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওপাজেকো)</b>											
	নওপাজেকো	জেলুআরা বিসিপিপি (৩৬০ মেঃওঃ) ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৭	০৮/০৬/২০১০	৪১৪০৪৮.০১ ৯১৯৩৯.৫৯ ৩২২১০৮.৪২	৯৬০০০.০০ ১৮০০০.০০ ৭৮০০০.০০	১৮,০০০.০০	৯৭০০০.০০ ১৮০০০.০০ ৭৯০০০.০০	৯৩.৮৪	২৯৫৬৫৩.৩১ ৩০৪৯৭.৯৫ ২৬৫১৫৫.৩৬	৯৩.৬০	
		আপগ্রোডেশন অব কুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ সিটিপিপি প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১২ জুন ২০১৭	০৫/০২/২০১৩	৯৬৭৩৩.৮৬ ১৮০৭৭.৮৫ ৭৮৬৫৬.০১	৮২৩৫.০০ ১০০০.০০ ৭২৩৫.০০	১,০০০.০০	৮২৩৫.০০ ১০০০.০০ ৭২৩৫.০০	১০০	৭৮২৫৮.৮২ ৫০৬১.৭২ ৭৩১৯৭.১০	১০০.০	০
		লাভ এন্ট্রিভিলন, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড গ্রটেশন ফর পাওয়ার ১৩২০ মেঃ ওঃ ধর্মাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৭	২১/১০/২০১৪	৭৮২৬২.৭৩ ৭৭২৭৬.৫৪ ০.০০ ৯৮৬.১৯	৮৭০০.০০ ৮৭০০.০০ ০.০০	৮৭০০.০০	৮৭০০.০০ ৮৭০০.০০ ০.০০	১০০	৬৪৫৯৬.০৪ ৬৩৮০০.০০ ০.০০ ৫৯৬.০৪	৯০.১৩	
<b>ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)</b>											
	ওজোপাডিকো	গ্রি-পেয়েন্ট মিটারিং প্রকল্প ফর কুলনা সিটি ফেজ-১ জুলাই/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত	১৬/০৯/২০১৪	৪২০৮.৩৯ ৩৭০৬.৩১ ০০ ৫০২.০৮	১৯০০.০০ ১৯০০.০০ ০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০ ১৯০০.০০ ০০ ০০	১০০	২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ০০ ০০	৫২.০৩	
		বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০১৮	২৮/১০/২০১৪	৮৩২৪৩.৬৬ ৭৮৮০১.১৪ ০০ ৪৪৪২.৫২	২০০০০.০০ ২০০০০.০০ ০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০ ২০০০০.০০ ০০ ০০	১০০	২৮০০০.০০ ২৮০০০.০০ ০০ ০০	৪২	
		ওয়েস্ট জোন এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রোডেশন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮)	২১/০৬/২০১৬	১২৭৮১৯.৪২ ১২৪৯৭৮.০৯ ০০ ২৮৪১.৩৩	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০০	২০০০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০০ ০০	১০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০০ ০০	১১.০০	





ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							অর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাক্যব (%)	অর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাক্যব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
<b>রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল)</b>											
	আরপিসিএল	শহুয়ানলী ১০২০ মেঃ ওঃ করল জিওবি পিন্ডাং কেল্ল নিম্নাঙ্গের জালা ভূমি অধিগ্রহণ, কৃষি উন্নয়ন একঃ পুনর্বাসন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৬)	১০/১১/২০১৬	৮৬৯৭০.৬২ ৮২৩৩৬.৫০ ০.০০ ৪৬৩৪.১১	৭৬৮০.০০ ৭৬৮০.০০ ০.০০	৭৬৮০.০০	৭৬৮০.০০ ৭৬৮০.০০ ০.০০ ২৯৩.৭৬	১০০	৭৯৭৩.৭৬ ৭৬৮০.০০ ০.০০ ২৯৩.৭৬	১০%	
		ন্যাড গ্র্যাকুইটিশন একঃ ন্যাড ডেভেলপমেন্ট ফর ইমার্শমেন্টেশন অব গজারিয়া ৩৫০ (১০%) মেঃ ওঃ কোল ফায়ার ধারমাল পাওয়ার প্রাক্ট (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৬)	১৪/০৬/২০১৬	৫০৪২৩.২৮ ৪৫৭২৫.৪০ ০.০০ ৪৬৯৭.৮৮	১.০০ ১.০০ ০.০০	১.০০	৭৮.৬৬ ১.০০ ০.০০ ৭৭.৬৬	১০০	৭৮.৬৬ ১.০০ ০.০০ ৭৭.৬৬	৩%	
<b>কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল)</b>											
	সিপিজিসিবিএল	মাতরকাড়ী ২৬০০ মেঃ ওঃ অস্ট্রা সুপার জিওবি কোল ফায়ার পাওয়ার প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৬)	১২/০৮/২০১৪	৩৫৯৮৪৫.৯৮ ৪৯২৬৬৫.৬৬ ২৮৯৩৯০৩.৬৩ ২১১৮৭৬.৬৯	৪৬৮৭৭ ১২৭৫০ ৩৪১২৭	১২৭৫০	৪৬৬০৯ ১২৭৫০ ৩৩৮৫৯	৯৯.৪৩	১০১৮৪৯.৮২ ৪৫৫০৬.৪৮ ৫৬৩৪০.৩৪ ০.০০	১৫	
		বাংলাদেশ-সিলাপুর ৭০০ মেঃ ওঃ অস্ট্রা সুপার জিওবি কোল ফায়ার জিওবি পিন্ডাং কেল্লের ভূমি অধিগ্রহণ ও সুরক্ষা একঃ ডিভিউসিটি স্ট্যাডি (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৬)	০৮/০৩/২০১৬	৭৪৬২৬.০০ ৭৪৬২৬.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০	৪০০০	৪০০০ ৪০০০ ০.০০	১০০	৪৫৪৬৭.০০ ৪৫৪৬৭.০০ ০.০০ ০.০০	৬৫	
<b>ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি)</b>											
	ইজিসিবি	নিউ হরিপুর পাওয়ার প্রাক্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (পি টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট একঃ আমার সার্ভিস সার্ভিসেস ফর হরিপুর ৪২ মেঃ ওঃ করাইড সাইকেল পাওয়ার প্রাক্ট) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৬)	০৫/০১/২০১৬	৮০৭৫৫.০০ ২৩৯৫৪.০১ ৫৬৫৬৮.৮৪ ২৩২.১৫	২৬০০.০০ ৬০০.০০ ২০০০.০০	৪০০.০০	২২০১.৫৭ ৪০০.০০ ১৮০১.৫৭	৯৫.৫৩	৫৬৮৫.৪১ ৮৭৮.৯৭ ৪৮০৬.৪৪ ৬১.৩৭	১৯.০০	
		সিদ্ধিঞ্চল ৩৩৫ মেঃ ওঃ করাইড সাইকেল পাওয়ার প্রাক্ট নির্মাণ প্রকল্প (০১/০১/২০০৯-৩১/১২/২০১৬)	০৮/০৯/২০০৯	৪১৪৪৫.৩৬ ৬০৯০৯.৯৭ ৩০৯৯৯.৮১ ৪৩৫০৬.৫৮	৬২০০.০০ ১২০০.০০ ৫০০০.০০	১২০০.০০	৪৩৮২.৭৭ ৮৯৮.৪৫ ৩৪৮৪.৩২	৯১.৩৮	২৪৬১৮৪.৬৬ ৯১৬২৮.০১ ১৫৩১৫.৯১ ১৩৪০.৭৪	৭৯.১৭	







ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							অর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাকশব্দ (%)	অর্থিক মোট জিওবি প্রঃ সাঃ নিজস্ব অর্থায়ন	বাকশব্দ (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	এপিএসসিএল	ইউনিটবি সিঃ এর আওতাধীন কক্সবাজার জেলার পেপারহাট ৬০০ মেঃ ওঃ আর্দ্যা সুপার ক্রিট্রিক্যাল কক্সা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (০১/০১/২০১৬-০৩/০৩/২০১৮)	০৮/০৩/২০১৬	৫১৫৮৫.৫২ ৪৯৯০০.৪৬ ০.০০ ১৬৮৫.০৬	২১৬৯৫.০০ ২১৬৯৫.০০ ০.০০	২১৬৯৫.০০	১৫২৩৯.৭২ ১৫২৩৯.৭২ ০.০০	৯৫	১৫২৩৯.৭২ ১৫২৩৯.৭২ ০.০০	১৯	
		ফেনী জেলার সোনগঙ্গারীতে ১০০ মেঃ ওঃ সৌর ও ১০০ মেঃ ওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-০১/১২/২০১৭)	০৯/০৮/২০১৬	১০২৯২.২৭ ৯৭৩২.০৯ ০.০০ ৫৬০.১৮	৯৫৩৮.০০ ৯৫৩৮.০০ ০.০০	৯৫৩৮.০০	৯৫৩৮.০০ ৯৫৩৮.০০ ০.০০	১০০	৯৫৩৮.০০ ৯৫৩৮.০০ ০.০০	২০	
		সুদীপ্ত জেলায় ৩০০-৪০০ মেঃ ওঃ সুপার ক্রিট্রিক্যাল কক্সা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-০৩/০৬/২০১৮)	২৩/০৮/২০১৬	২৮৩২৯.৩৪ ২৬৯৮০.২১ ০.০০ ১৩৪৯.১৩	১.০০ ১.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	৫	০.০০ ০.০০ ০.০০	৫	
<b>টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শেড)</b>											
	শেডা	সাগরটেকসই এনার্জি ফর ডেভেলপমেন্ট (এসইডি) প্রকল্প (০১/০১/২০০৯-০১/১২/২০১৬)	২৬/০২/২০০৯	১১৯০২.৯১ ৩২৭.৮৩ ১১৫৭৫.০৮ ০.০০	৪৯৬.০০ ০.০০ ৪৯৬.০০ ০.০০	০.০০	৪৯৬.০০ ০.০০ ৪৯৬.০০ ০.০০	১০০	১২১০২.৯১ ৬৫.৫৫ ১২০৩৭.৩৮ ০.০০	১০০	
		Technical Assistance Project for Development of Sustainable Renewable Energy Power Generation (SREPGen), জানুয়ারি, ২০১৪-জুন, ২০১৮	জানুয়ারি, ২০১৪	৩৯৬৫.৫৮ ৭৯৫.৫০ ৩১৭০.০৮ ০.০০	৩৬০.০০ ৬০.০০ ৩০০.০০	৬০.০০	৩৫৮.৪০ ৫৮.৩৩ ৩০০.০৭ ০.০০	৩৫.৭১	১১০২.৫০ ৫৫৭.৭৯ ৫৪৪.৭১ ০.০০	১১.২৯	
		হাটিন হোল্ড এনার্জি পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ (০১/০৭/২০১৬-০৩/০৬/২০২০)	০৩/১১/২০১৬	২৬৯.২ ১৭১.০৪ ৯৮.১৭ ০.০০	৭২.০০ ৩২.০০ ৪০.০০	০.০০	৩২.২১ ২৬.৩৬ ৫.৮৫	৪৮.৩৩	৩২.২১ ২৬.৩৬ ৫.৮৫	২৪	
<b>পাওয়ার সেল</b>											
	পাওয়ার সেল	টিএ ফর ইমপিউমেন্টেশন অব বাংলাদেশ পাওয়ার সেল্জের বিকল্প (২য় পর্যায়) (০১/০১/২০১৬-০৩/০৬/২০১৯)	১১/০১/২০১৬	১৫০৯৪.৬১ ২১১৩.৬৫ ১২৯৮০.৯৬ ০.০০	১৮৭৫.০০ ২৭৫.০০ ১৬০০.০০	২৭৫.০০	১৮৮২.১৬ ১০০.৩৮	১০০.৩৮	৯২০৮.৭৬ ১২১২.০৪ ৭৯৯৬.৭২০	৬১	





সিদ্ধিরগঞ্জ ২X১২০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট



নবনির্মিত বিবিয়ানা ৪০০/২৩০ কেভি গ্রীড সাবস্টেশন





# পরিশিষ্ট-চ

নিজস্ব অর্থায়নে  
বাস্তুবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ





ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মেয়াদ প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (জুন' ১৬ পর্যন্ত)	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২৮ জুন, ১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির %	ভৌত অগ্রগতি %	২০১৬-১৭ সালের আর এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ত্রাস/বৃদ্ধি
		মোট	মোট	মোট	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড</b>									
	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা সাউথ ৪০০ মেঃ ওঃ গ্যাস ভিত্তিক কন্ডাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) জনাব মোঃ খোরশেদ আলম মোবাইলঃ ০১৭৭৭-৭৪৩২০৫	২৬২৬০০.০০	২৪৩.২৬	২২৮০০.০০	১৬০৮.৪৩	৭.০৫%	১৭.১০%	৪০০০০.০০	১৭২০০.০০
	<b>পিভিবি মোট</b>	২৬২৬০০.০০	২৪৩.২৬	২২৮০০.০০	১৬০৮.৪৩	৭.০৫%	১৭.১০%	৪০০০০.০০	১৭২০০.০০
<b>নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং</b>									
	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ কন্ডাইন্ড সাইকেল ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট (২য় ইউনিট) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) আবু আহমেদ আখতার হোসেন মোবাইলঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯১	১৮৮০৮৬.০০	৪১৭২৬.৪৫	৬১৯৩৯.০০	৬১৯৪১.০০	১০০.০০%	৭৫.০০%	৪৪৭৩৯.০০	১৭২০০.০০
	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ কন্ডাইন্ড সাইকেল ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট (৩য় ইউনিট) (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০১৮) আব্দুলাহ আল কোরাইশী মোবাইলঃ ০১৭৫৫৬৩০০১৬	১৮২৫৮৭.০০	০.০০	৩৭০৮২.০০	৫০৫৩০.০০	১৩৬.২৭%	২২.৫০%	৩৭০৮২.০০	০.০০
	<b>নওপাক্সিকো মোট</b>	৩৭০৬৭৩.০০	৪১৭২৬.৪৫	৯৯০২১.০০	১১২৪৭১.০০	১১৩.৫৮%		৮১৮২১.০০	১৭২০০.০০
<b>পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ</b>									
	বরিশাল-ভোলা-বোরহানউদ্দিন ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন (০১/০৩/২০১১-৩০/০৬/২০১৬) পিড়ির নামঃ মৃৎল কান্তি পাল মোবাইল নং : ০১৭১১৪৩০৫২৬	৪৭৫১৯.৫৩	৫৩৬১৬.০০	৩৯৭৫.০০	২১৬২.২২	৫৪.৪০%	৯৯.৯০%	৩৯৭৫.০০	০.০০





ক্র.মিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মেয়াদ প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (জুন '১৬ পর্যন্ত)	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২৮ জুন, ১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির %	ভৌত অগ্রগতি %	২০১৬-১৭ সালের আর এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধি
		মোট	মোট	মোট	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	কুলাউড়া ও শেরপুরে আঞ্চলিকযোগ লাইনসহ দুইটি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ (০১/০১/২০১২-৩০/০৬/২০১৬) পিড়ির নামঃ মোঃ শফিকুর রহমান মোবাইল নং: ০১৭৩০০২৯৩৯৯	২১৭৪৮.০০	১৫৯৫২.০০	৭৮৩.০০	৭৮০.৫০	৯৯.৬৮%	১০০%	৭৮৩.০০	০.০০
	গোয়ালপাড়া-বাগেরহাট ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সম্বলন লাইন (০১/০১/২০১৩-৩০/০৬/২০১৬) পিড়ির নামঃ মোঃ মাসুম আলম বকসী মোবাইল নং : ০১৭১৪১১৯৪২২	৮৯২২.০০	৭৬৭৫.৫৩	৪০০.০০	২০২.৭৪	৫০.৬৯%	১০০%	৪০০.০০	
	আমনুরা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড সাবস্টেশন উইথ অ্যাসোসিয়েটেড ট্রান্সমিশন লাইন (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৬) পিড়ির নামঃ বজলুল মুনির মোবাইল নং : ০১৭১৪০৪১৪১২	৯১৬৭.০০	৩৪৯.৩৫	৭১০১.০০	৬১৮৪.৯২	৮৭.১০%	৮৬.৫৩%	৭১০১.০০	০.০০
	মংলা-খুলনা (সঃ) ২৩০ কেভি সম্বলন লাইন (০১/০১/২০১৫-৩১/১২/২০১৭) পিড়ির নামঃ আবদুল মোনায়েম চৌধুরী মোবাইল নং: ০১৭১৩০৬৮৩০৮	১৩৯৭৮.০০	১৩১৪.৫৯	৮৪৩৪.০০	৬৯০৮.০০	৮১.৯১%	৫১.১৭%	৮৪৩৪.০০	০.০০
	পিজিসিবি মোট	১০১৩৩৪.৫৩	৭৮৯০৭.৪৭	২০৬৯৩.০০	১৬২৩৮.৩৮	৭৮.৪৭%		২০৬৯৩.০০	০.০০



ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মেয়াদ প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (জুন' ১৬ পর্যন্ত)	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২৮ জুন, ১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির %	ভৌত অগ্রগতি %	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধি
		মোট	মোট	মোট	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>চলমান প্রকল্প ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি</b>									
	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩/১১ কেভি জিআইএস সাব-স্টেশন এ্যাট বিলুং ভবন অন টার্নিকি বেসিস (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) প্রকৌঃ আমিনুল ইসলাম মুকুল মোবায়ঃ ০১৭৩০৩৩৫০৮১	২১৮৭.০০	১৬৫০.০০	৭৫৫.০০	৭৫৫.০০	১০০.০০%	০.০০%	৭৫৫.০০	০.০০
	সার্ভে ডিজাইন মেনুফেকচারিং সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অন টার্নিকি বেসিস ওয়ার্ক অফ (১) পারসিয়াল রিহোর্ডিং অব ১৩২ কেভি আইসি এন্ড ৫০০ মি.মি.২ এক্সপ্লসিভ আন্ডার গ্রাউন্ড কোপার কেবল লাইন অফ গুলন ধানমন্ডি সেক্টর-১ এন্ড সেক্টর-৩ ফর এন্ড্রিটিং রোড ডিসট্রিবিউট বাই মগবাজার মৌচাক রুইওভার (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) প্রকৌঃ আমিনুল ইসলাম মুকুল মোবায়ঃ ০১৭৩০৩৩৫০৮১	৮০২১.০০	৮২২৫.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	১০০.০০%	১.০০%	৪৯০.০০	০.০০
	ডিজাইন মেনুফেকচারিং সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অফ সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার, মেটার এন্ড নেটওয়ার্কিং অফ প্রিপেইড-মিটারিং সিস্টেম অন টার্নিকি বেসিস (ইউনিফাইড পিপিএম প্রজেক্ট) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭)	১২০০.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০%	০.০০%	১.০০	০.০০
	প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম ফর ০৩ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিভিসি অন টার্নিকি বেসিস (ঘাট মসজিদ, শের-ই-বাংলা নগর, মুগদাপাড়া) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৬) এ এইচ এম মহিউদ্দিন মোবায়ঃ ০১৭৩০৩৩৫১৮২	১২৮৩৭.০০	০.০০	৬৪০০.০০	৪৬১৬.১৯	৭২.১৩%	০.০০%	৬৪০০.০০	০.০০
	ডিজাইন মেনুফেকচারিং সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব প্রি-পেমেন্ট মিটারস এ্যাট এনওসিএস আজিমপুর এন্ড এনওসিএস শালবাগ উইথ ও ইয়ার্ন মেইনটেনেন্স সাপোর্ট সার্ভিস অন টার্নিকি বেসিস (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) ডিএসএম ফেরদৌস মোবায়ঃ ০১৭১৩২৫৫০০৯	৫০০৬.০০	০.০০	৪৯০.০০	২৯২২.৯৭	৫৯৬.৫২%	৪৫.০০%	২৪৮৭.০০	১৯৯৭.০০





ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মেয়াদ প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (জুন' ১৬ পর্যন্ত)	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২৮ জুন, ১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির %	ভৌত অগ্রগতি %	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধি
		মোট	মোট	মোট	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব ৩ নোজ অব ১৩২/৩৩ কেভি ৫০/৭৫ এমভিএ পাওয়ার ট্রান্সফর্মার এন্ড এসোসিয়েড ইন্সট্রুমেন্ট এন্ড শীতলক্ষা, ধানমন্ডি এন্ড কামরাঙ্গিতর সাব-স্টেশন অন টার্নকি বেসিস (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) প্রকৌঃ আমিনুল ইসলাম মুকুল মোবঃ ০১৭৩৩০৩৩৫০৮১	৬২২৯.০০	৪২৮৩.০০	৩৬১০.০০	৩৬১০.০০	১০০.০০%	৭.০০%	৩৬১০.০০	০.০০
	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব ৩ নোজ ৩৩ কেভি জিআইএস সুইচিং স্টেশন অন টার্নকি বেসিস (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) প্রকৌঃ আমিনুল ইসলাম মুকুল মোবঃ ০১৭৩৩০৩৩৫০৮১	২৭২৯.০০	২১৫০.০০	৩৬১০.০০	২৫২৫.৬০	৬৯.৯৬%	২০.০০%	২১১৩.০০	-১৪৯৭.০০
	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩ কেভি জিআইএস সুইচিংগিয়ার এন্ড রিপেচিং দি এগজেক্টিভ ৩৩ কেভি ইনডোর ব্রেকার এন্ড ধানমন্ডি ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রীড সাব-স্টেশন অন টার্নকি বেসিস (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) প্রকৌঃ আমিনুল ইসলাম মুকুল মোবঃ ০১৭৩৩০৩৩৫০৮১	৩২৭০.০০	২৮৪৫.০০	২৮৮৫.০০	২৮৮৫.০০	১০০.০০%	০.০০%	২৮৮৫.০০	০.০০
	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩/১১ কেভি ২*২৮/৩৫ এমভিএ সাব-স্টেশন এন্ড আসাদগেইট অন টার্নকি বেসিস (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) ডিএসএম ফেরদৌস মোবঃ ০১৭১৩২৫৫০০৯	২০৫১.০০	১২৪৯.৭২	১০৪১.০০	৮৬৮.১৬	৮৩.৪০%	১৫%	১০৪১.০০	০.০০
	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ১৩২ কেভি জিআইএস বে এগজট্রিম ওয়ার্ক এন্ড লালবাগ এন্ড মাদারটেক ১৩২ কেভি জিআইএস সাব-স্টেশন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) ডিএসএম ফেরদৌস মোবঃ ০১৭১৩২৫৫০০৯	১২৯১.০০	১০২০.৬৭	২৭০.০০	৭৮.৫৬	২৯.১০%	৮%	২৭০.০০	০.০০



ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মৌ্যাদ প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রমপূজিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (জুন' ১৬ পর্যন্ত)	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২৮ জুন, ১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির %	ভৌত অগ্রগতি %	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধি
		মোট	মোট	মোট	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩ কেভি জিআইএস এন্ড ১১ কেভি এআইএস সুইচগিয়ার্স এন্ড সিফটিং অব ৩৩ কেভি জিআইএস এন্ড ১১ কেভি ফিডার্স গ্রুপ এন্ড্রিসটিং ইনভেডার এন্ড আইটভোর ইন্সটলেশন এন্ড শ্যামপুর ১৩২/৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন টু দি নিউ বিল্ডিং অন টার্নিক বেসিস (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) প্রকৌঃ এটি এস ফজলুল করিম মোবা. : ০১৭৩০৩৩৫০৭৪	৩২৬২.০০	০.০০	৩২৬২.০০	৩৬৫২.৬৬	১১১.৯৮%	১০%	৩২৬২.০০	০.০০
	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩/১১ কেভি জিআইএস সাব-স্টেশন এন্ড কামরাসিচর বিল্ডিং অন টার্নিক বেসিস (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) এএসএম মাহমুদুল হক মোবা. : ০১৭৩০৩৩৫০৭৪	৩৪০০.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০%	০%	১.০০	০.০০
	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩/১১ কেভি জিআইএস সাব-স্টেশন এন্ড বিজিবি অন টার্নিক বেসিস (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) ডিএসএম ফেরদৌস মোবা. : ০১৭১৩২৫৫০০৯	৩৩০০.০০	০.০০	৬৬০.০০	০.০০	০.০০%	১৫%	৬৬০.০০	০.০০
	ইন্সটলেশন অব ১ নো. ২০/২৮ এমভিএ ট্রান্সফর্মার এন্ড তেজগাঁও ৩৩/১১ কেভি এস/এস, মেইনটেনেন্স এন্ড ইনারজিকেশন অব মগবাজার-তেজগাঁও ইঞ্জিটিউ (ভেদারবেড+আজার গ্রাউন্ড) ৩৩ কেভি লাইন এন্ড গুয়ান ফোর (কন্ট্রোলিং সেকেন্ড ফোর) ভারটিকেল এক্সটেনশন অব তেজগাঁও ৩৩/১১ কেভি এস/এস কন্ট্রোল বিল্ডিং (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) প্রকৌঃ আমিনুল ইসলাম মুকুল মোবা. : ০১৭৩০৩৩৫০৮১	৮৩৬.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০%	০%	২০০.০০	০.০০





ক্র.মিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মেয়াদ প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (জুন '১৬ পর্যন্ত)	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২৮ জুন, ১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির %	ভৌত অগ্রগতি %	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধি ভৌত অগ্রগতি %
		মোট	মোট	মোট	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ইন্টেলেশন অব ২ নোস ২০/২৮ এমভিএ ট্রান্সফর্মার এন্ড রিপেসমেন্ট অব ইন্সটিটিউ ১১ কেভি ব্রেকার এ্যাট লালবাগ ওল্ড ৩৩/১১ কেভি এস/এস (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) ডিএসএম ফেরদৌস মোবাঃ ০১৭১৩২৫৫০০৯	১০৬৫.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০%	০%	১.০০	০.০০
	ইন্টেলেশন অব ১ নোস ২০/২৮ এমভিএ ট্রান্সফর্মার এন্ড এডিশন অব ৩৩ কেভি এন্ড ১১ কেভি ব্রেকার এ্যাট নারায়ণগঞ্জ পঞ্চবটি ৩৩/১১ কেভি এস/এস (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) এএসএম মাহমুদুল হক মোবা : ০১৭৩০৩৩৫০৭৪	৬২৮.০০	০.০০	১.০০	১৫.০০	১৫০০.০০%	৮০%	৬২৮.০০	৬২৭.০০
	ইন্টেলেশন অব ১ নোস ২০/২৮ এমভিএ ট্রান্সফর্মার এন্ড এডিশন অব ৩৩ কেভি এন্ড ১১ কেভি ব্রেকার এ্যাট মাতৃচাইল ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি এস/এস (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) এএসএম মাহমুদুল হক মোবা. : ০১৭৩০৩৩৫০৭৪	৩২৮.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০%	০%	১.০০	০.০০
	সার্ভে, ডিজাইন, মেনুফ্যাকচারিং, সাপাই, ইন্টেলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অন টার্নকি বেসিস ওয়ার্ক অফ ১৩২ কেভি আইসি এক্স ৮০০ এমএম২ এক্সপ্লোপিই আভার গ্রাউন্ড কপার কেবল লাইন ফ্রম লালবাগ গ্রীড টু ধানমন্ডি গ্রীড ভায়া বিগাতলা সিংগেল সিক্রেট (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) প্রকৌঃ আমিনুল ইসলাম মুকুল মোবা. : ০১৭৩০৩৩৫০৮১	৫৭৩২.০০	০.০০	৬০০.০০	০.০০	০.০০%	০%	৬০০.০০	০.০০
	কনসালটেন্সি সার্ভিস ফর জিআইএস বেইজড ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক সিস্টেম এন্ড প্রিপারেশন অব এ ২০ ইয়ার্স ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ফর ডিপিডিপি (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) স্বপন কুমার জৌমিক মোবা. : ০১৭৩০৩৩৫৩০৯	৮০৮০.০০	০.০০	১৬০০.০০	৩৩৪.৬০	২০.৯১%	১০%	১৬০০.০০	০.০০



ক্র.মিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মেয়াদ প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রমপূজিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২৮ জুন, ১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির %	ভৌত অগ্রগতি %	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধি
		মোট	মোট	মোট	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>নতুন প্রকল্প</b>									
	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩/১১ কেভি জিআইএস সাব-স্টেশন এ্যাট লালবাগ অন টানকি বেসিস (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭)	১০০০০.০০		২৮৬.০০	০.০০	০%	০%	২৮৬.০০	০.০০
	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩/১১ কেভি জিআইএস সাব-স্টেশন এ্যাট মাদারটেক অন টানকি বেসিস (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭)	১০০০০.০০		২৪৫.০০	০.০০	০%	০%	২৪৫.০০	০.০০
	<b>ডিপিডিসি মোট</b>	<b>৯১৪৫২.০০</b>	<b>২১৪২৩.৩৯</b>	<b>২৬৪০৯.০০</b>	<b>২২৭৫৩.৭৪</b>	<b>৮৬.১৬%</b>	<b>২.১১</b>	<b>২৭৫৩৬.০০</b>	<b>১১২৭.০০</b>
<b>নিজস্ব অর্থায়ন সর্বমোট</b>				<b>১৬৮৯২৩.০০</b>	<b>১৫৩০৭১.৫৫</b>	<b>৯০.৬২%</b>	<b>২.২৮</b>	<b>১৭০০৫০.০০</b>	<b>১১২৭.০০</b>







## প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি



ডিজাইন ও প্রিন্টিং : **FAMOUS**

### প্রকাশনা উপদেষ্টা

**ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী**, বীর বিক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

**জনাব নসরুল হামিদ**, এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

### সম্পাদনায়

**ড. আহমদ কায়কাউস**

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহ-সম্পাদনায়

**জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম**

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), বিদ্যুৎ বিভাগ

**মোছাঃ মাকছুদা খাতুন**

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ

**জনাব মোহাম্মদ হোসাইন**

মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

**জনাব শেখ মোঃ আব্দুল আহাদ**

যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), বিদ্যুৎ বিভাগ

**জনাব মোহাম্মাদ মফিজুর রহমান**

উপসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়

**জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ মিয়া**

পরিচালক, পাওয়ার সেল

**জনাব মোঃ সাজিবুল হক**

উপ-পরিচালক, পাওয়ার সেল

**জনাব এস এম মাসুদুজ্জামান**

সহকারী পরিচালক, পাওয়ার সেল